এরশাদে মারুদীয়া।

আহাম্মদ জান মোজাদ্দাদী।

এসলামের শান্তিবীণা

বা

([illegible] শান্তির সরলপথ)

[illegible]

[illegible]

মোছাম্মদ

আহাম্মদ জান মো জাহিদ কর্তৃক

[illegible]

প্রথম সংস্করণ

[illegible] প্রিন্টিং [illegible] এবং [illegible]
হইতে [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত

   মূল্য ১৵০ আনা মাত্র

নিবেদন।

এই কেতাব সমুদয় ভায়েদের মহাশয়দিগের উপকারের জন্য ছাপা করিলাম। ইহার মধ্যে ভুল, ভ্রান্তি, দোষ, অনেক রহিয়া গেল, যেহেতু জোনাব হজরত পীর দস্তগীর যা যাহা যেরূপ ভাবে কথা প্রকাশ করিয়াছেন অবিকল সেই ভাবে রাখিয়া লেখা হইল ভাষার দিক বা শব্দ শুদ্ধির দিক লক্ষ্য রাখিতে পারি নাই শুধু ভাবের দিক লক্ষ্য রাখা হইল সুতরাং মহাশয় পাঠক ও পাঠিকা গণের নিকট বিনীত অনুরোধ তাঁহারা নিজে নিজে সংশোধন করিয়া পাঠ করেন এবং অনুবাদকের ভুল ও ভ্রান্তির দিক লক্ষ্য না করিয়া ভাবের দিক লক্ষ্য করেন। [illegible] নিজ গুণে ও অন্যান্য পাঠক [illegible] দেখাব যে, অনেক স্থানে শব্দ ও বর্ণ ভুল রহিয়া গিয়াছে দ্বিতীয় সংস্করণে উহা সংশোধন হইবে।

আর প্রকাশ থাকে যে, অনুবাদকের আদেশের বিনানুমতিতে অন্য কোন ব্যক্তি ছাপিতে পারিবেন না ইতি

বিনীত খাদেম—

আহম্মদ জান মোজাদ্দেদী।

সূচিপত্র।

এই কেতাব পাইবার ঠিকানা।

বিনীত খাদেম

আহাম্মদজান মোজাদ্দাদী।

সাকিন নাগডেমড়া।

পোষ্ট ডেমড়া।

জেলা পাবনা।

উৎসর্গ।

[illegible]

“[illegible]”

[illegible]

“[illegible]”

[illegible]

উৎসর্গ করা হইল

ইহা দ্বারা মোমেন মুসলমান ভাইদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ উপকার হইলেও নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। আমিন।

“ইয়া রব্বেল আলামিন”।

সন ১৩২৮
নাগডেমরা—পাবনা

খাদেম
মোহাম্মদজান।

بسم الله الرحمن الرحيم

পীরে-কামেলে মোরশেদে মোকাম্মেল, খাজায়েনে রহমত খোদাওন্দ এনকাশ
কাশিফে আসরা, জেনাব হজরত সাহ ছুফী ছৈয়দ ওয়াজেদ আলী পীর
দস্তগীর কেবলা সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলায়হের

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী পবিত্র গোদা নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি সাহ ছৈয়দ এছহাক বোগদাদী রে [illegible] ছাহেবের বংশধর। সাহ ছৈয়দ এছহাক, সাহ ছৈয়দ [illegible] ও সাহ ছৈয়দ হোছেন তেগবোরহান রঃ আলায়হিম আজমায়িন প্রভৃতি একশত কয়েক লোক [illegible] এক সময় বোগদাদ শরিফ হইতে শত্রুদিগের অত্যাচার [illegible] হইয়া হেজরত করতঃ ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া ফরিদপুর ও মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলায় বসতি নির্দেশ করিয়াছিলেন। ফরিদপুরের যে অঞ্চলে তাঁহারা বাস করিতেন তাহার নাম "ফতেহাবাদ", এবং মুর্শিদাবাদের যে অঞ্চলে তাঁহারা বাস করিতেন তাহার নাম "ফতেহউদ্দিন"। উপরোক্ত পীর ছাহেব গোদায় বাস করিতেন। তাঁহাদের পবিত্র মজার শরীফ তথায় আছে। তাঁহাদের গায়ের পবিত্র জামা ও হজরত রছুলের (দঃ) পবিত্র মুয় (চুল) উক্ত মাজার শরিফ এরেব মহাফেজের হেফাজতে আছে। প্রত্যেক বৎসর দুই ঈদোৎসবে মহা ধুমধামের সহিত সসম্মানে সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখে উহা বাহির করা হয়। লোকে ভক্তি

সংকারে [illegible] যায়, ও হাতে [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] আগিলেরা [illegible] [illegible]

[illegible] বাদশাগণের শাসনাধীনে ছিল। তাঁহার উপরোক্ত [illegible] [illegible] বিদ্যমান করিয়াছিলেন [illegible] বাড়ীতে [illegible] বংশধরগণ বাস করিতেছেন [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] এবং [illegible] ছিলেন [illegible] কলিকাতাতে [illegible] [illegible] ছিলেন।

[illegible] সংকালে [illegible] ছিল [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] নিকট

ছৈয়দ সাহেব বলিয়া সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। [illegible] সময়ের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত [illegible] গ্রাম নিবাসী [illegible] দরবেশ [illegible] কে [illegible], খোরাসানে [illegible] নাসিরাদ [illegible] জেলার সৈয়দ ছুফী সাহেবের [illegible] সাহেব মরহুম তাঁহার নামায় [illegible] কারামত করিতেন [illegible] দাদাজী [illegible] গোরাস্থানে [illegible] ও আবেদের আলা আলেম, [illegible] এবং [illegible] সাহেব অনেক ছিলেন যে, কলিকাতার [illegible] জমিতেও তিনি সম্প্রদায়ের নিকট 'ছুফী সাহেব' আখ্যায় সুপরিচিত ছিলেন ছুফী সাহেব [illegible] করিতেন [illegible]

[illegible] জোনাব [illegible] কোনও [illegible] "ছৈয়দ" সাহেব [illegible] বাগান [illegible], [illegible] দরগার সাহেব [illegible] তিনি [illegible] সাহেব কেবলাকে [illegible] "[illegible]" [illegible] ছৈয়দ সাহেবকে [illegible], "ওহে! আপনার [illegible]" [illegible] ছিলেন [illegible] আপনারই [illegible] "[illegible]" সেই [illegible] ছুফী সাহেব [illegible] থাকতেন [illegible] পীর সাহেব কেবলাকে [illegible] দাদাপীর দরগার [illegible] পেন্সন আফিসের হেড [illegible] ছিলেন। উক্ত [illegible] মাসিক [illegible] টাকা করিয়া পাইতেন [illegible] মসজিদ [illegible] দালান [illegible] [illegible]। [illegible] নিবাসী [illegible] অধিকাংশ আলেম ও আমল ও কামেল লোক [illegible] পীর ও মোরশেদ [illegible]

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

হেরামায়েন ও শরিফায়েন জোনাব হজরত মৌলানা সাহ ছুফী আবুবকর
ছিদ্দিকী চাচা পীর সাহেব কেবলা এবং ঐ পবিত্র খান্দানের নিবাসী
জোনাব হজরত সাহেবুল ওলাম, সাহ ছুফী মৌলানা গোলাম ছোবহানি
চাচা পীর সাহেব কেবলা এবং অন্য সাহেব কেবলা প্রমুখ অসংখ্য আলেম
ও ফাজেল তাঁহার মুরিদ ছিলেন। দিবসে তিনি আফিসে কাজ
করিতেন এবং রাত্রিতে মুরিদানকে লইয়া বিবি ছালেটের মসজিদের
মধ্যে নামাজ পড়িতেন ও তরিকার কাজ শিক্ষা প্রদান করিতেন।
তিনি খুব পুরা ছোন্নত ও শরিয়তে লোকদিগকে তরিকার কাজ শিক্ষা
দিয়া, বহু সংখ্যক লোককে তরিকার কাজে কামেল মোকাম্মেল করতঃ
নিজে সর্ব্বদা আল্লা ও রসুল পাকের এশক ও মহব্বতে মশগুল থাকিয়া
হিজরি সন ১৩০৭ সালের রবিয়ল আউয়ল চাঁদের ৮ই তারিখ
মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৯৭ সন ৩০শে অগ্রহায়ন রবিবারে খাতেমা
বেল্‌খায়েরের সহিত বেহেস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ আল্লা পাকের
আশেক আল্লা পাকের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে
অইন্না এলায়হে রাজেউন। তিনি যে কেমন উচ্চদরের একজন আশেক
ছিলেন তাহা তাঁহার নিজ রচিত "দিওয়ানে ওয়াছি" নামক কেতাবই
জ্বলন্ত প্রমান। অন্য প্রমানের কোন প্রয়োজন নাই। ঐ কেতাব
তিনি এতই এশক ও মহব্বতের সহিত রচনা করিয়া, উহাতে
প্রেমের ঢেউ লাগাইয়া দিয়াগিয়াছেন যে, এখনও ঐ কেতাবের যে
কোন স্থানে পাঠ করা হউক না কেন, সেই প্রেমের ঢেউ আসিয়া
পাঠকগণের হৃদয় আলোড়িত করিয়া মাতোয়ারা করিয়া তোলে।
ইনি এই জামানার বেহতরিন এরশাদ ছিলেন। দুই শত বৎসর
পর্য্যন্ত ইঁহার জামানা এই পদ ইনির দ্বারা শেষ হইল। হজরত এমাম
মেহেদি আঃ ছাঃ এর জহুর পর্য্যন্ত উঁহার ফয়েজের জের থাকিবে।
কলিকাতাস্থ মাণিকতলায় দিল্লিওয়ালাদের গোরস্থানে তাঁহার পবিত্র
দেহ সমাহিত করা হইয়াছে। ঐ পবিত্র মাজার শরিফ জেয়ারত

করিয়া, [illegible] করিবার জন্য দৈনন্দিন [illegible] যাতায়াত করিতে থাকেন। [illegible] তাহাদের [illegible] মজবুত [illegible] বসিয়া [illegible] করিতে [illegible] [illegible] তাঁহার প্রিয়তম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বঙ্গদেশ পর্যন্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও কোথায় [illegible] [illegible] [illegible] পর্যন্ত এই [illegible] নেছবতের [illegible] থাকিবে [illegible] জগতে [illegible] [illegible] হইয়াছিল [illegible] পারিবার [illegible] হজরত দাদা পীর দস্তগীর রঃ আঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। তিনি একমাত্র পুত্রের সহিত আমাদের হজরত [illegible] দস্তগীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে হজরত দাদা পীর দস্তগীর রঃ আঃ সাহেব যখন নেছবতে জামেয়াল ফয়েজে বসিতেন তখন আপন সাহেবজাদা এবং আমাদের জোনাব হজরত [illegible] আম্মা সাহেবার অজিফা করিয়া বসিতেন। সুতরাং ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, আল্লাহতালা তাহাকে কেমন উচ্চ মরতবা ও বোজর্গী দান করিয়াছেন। জোনাব হজরত [illegible] সাহেব

কেবলার মুখে শুনিয়াছি "যখন তাঁহার জগদেব সাহেব গেয়েস্তান ফরমান তখন নগদ ... ও ... হলিয়ত গোরের বাড়ী, আরও একখান বড়ী ও বহু টাকার ও সবালিদ তাহাকে দেন। গোবিন্দ ব বাড়ী ও সম্পত্তি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দিয়া ... হইতে হজরত পীর সাহেব কেবল কনিষ্ঠ ও এবং তাহার ... ভ্রাতা গোবিন্দ বাস করিতে থাকেন। তিনি পিতৃদত্ত বাটী সম্পত্তি এবং কনিষ্ঠ টাকার নবাব সাহেবাদিগের এজেন্টের বাকী ... কলিকাতা হতে মহাধুমধামের সহিত, আয়াপেক্ষা ব্যয় অধিক ... বাড়াইয়া দিয়া কালাতিপাত করিতে পারেন। যদিও ঐ নগদ টাকা দার ... দেখেন, ... দোকান ... কিন্তু কর্তা ... ধরিয়া ছিলেন ... অল্প সময়েই সমস্ত ব্যবসাতেই লোকসান হইয়া নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়া ছিলেন সে সময় সাংসারিক অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িল ... পীর সাহেব নং আঃ র. বাছেন, 'তখন টাকার অনাটন দেখিতে লাগিলাম। সময়ে সময়ে নির্জনে বসিয়া ও ... ভাবিতাম হায়! আমি কি করিলাম, কেমন করিয়া ভবিষ্যৎ রক্ষা করিয়া মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া, আমার সংসার চলিবে? কেমন করিয়া আমার পুত্র কন্যাগণকে ভরণ ও পোষণ করিব? এবং কেমন করিয়াই বা তাহাদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিব? সময়ে সময়ে নির্জনে গালে হাত দিয়া বসিয়া এইরূপ কতকি চিন্তা করিতাম। সে চিন্তার অন্ত ছিল না, কূল ও কিনারা ছিল না।" "ধন্য খোদা! বাস্তবিক তুমি মঙ্গলময়, যাহা তুমি করিয়া থাক তাহা জীবের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাক। এক্ষণে আমি বেশ বুঝিতেছি তুমি আমার ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্যই আমাকে এত অভাবগ্রস্ত করিয়াছিলে। যদি আমি সেই সময় অভাবগ্রস্ত না হইতাম তবে কখনই তোমার পথে শীঘ্র উন্নত হইতে পারিতাম না। নিশ্চয়ই অভাবই ইহলৌকিক ও পার-

লৌকিক উন্নতির মূল এতদিন পর্যন্ত কষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিত, এক্ষণে সুনিশ্চিত বুঝিলাম, তুমি যাহাকে উন্নত করিতে ইচ্ছা কর, তাহাকেই নানা প্রকার বিপদ, আপদ ও মছিবতে ফেলিয়া দুনিয়ার মহব্বতের দিগ হইতে ফিরাইয়া তোমার মহব্বতের দিকে টানিয়া লও"

তিনি আরও বলিয়াছেন "সেই সময় আমার পীর ভাই ও মকবুল ওস্তাদ মৌলানা গোলাম মোস্তফা সাহেব আমার বাটীতে থাকিয়া কলিকাতা মাদ্রাসায় কাজ করিতেন। তিনি একদিন আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া, বলিলেন, "ভাই আমার একটা কথা শুনেন। এখনে যদিও হজরত পীর দস্তগীর রঃ আঃ কেবলা সাহেব আমাদের মধ্যে নাই কিন্তু তাঁহার মাজার শরিফ বর্তমান আছে। আওলিয়া আল্লাগণ কখনও মরেন না বরং জীবিত। অতএব আপনি মাজার শরিফের নিকট গমন করিয়া আদব ও মহাব্বতের সহিত তাঁহাকে অছিলা করিয়া আল্লা তায়ালার নিকট বিনয় ও নম্রতার সহিত প্রার্থনা করিতে থাকুন নিশ্চয় খোদাতায়ালা হজরত পীর সাহেব কেবলার অছিলায় আপনার দিন ও দুনিয়ার সমুদয় বাসনা পূর্ণ করিবেন। মাজার শরিফে বসিয়া আপনার মনের যে অবস্থা হয় তাহা ছাজ্জাদানশিন হজরত পীর বড় সাহেবকে জানাইবেন। নিশ্চয় তিনি আপনাকে যেরূপ সঙ্গত উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিবেন।"

জোনাবে হজরত পীর সাহেব কেবলা রঃ আঃ, বলিয়াছেন, ছুফী সাহেবের উপরোক্ত উপদেশাবলী আমার বড়ই মনঃপুত হওয়ায় আমি সেই অনুযায়ী কাজ করিতে লাগিলাম। খোদাওন্দ তায়ালার ফজল ও করমে অল্প সময়ের মধ্যেই, হজরত জোনাব পীর সাহেব কেবলা রঃ আঃ হের অছিলায় বাতেনিতে রুহানী ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া বাসনা অনুযায়ী ফল লাভ করিতে লাগিলাম অর্থাৎ আল্লা পাক ও হজরত রছুল

সংখ্যা যেব মহাব্বাতের মজ্জত পাইতে লাগিলাম। মসজিদ শরিফে বসিয়া যে সমস্ত বুঝ শুঝ পাইতাম তাহা আমার হজরত পীর বহিন সাহেবের হুজুরে পৌছিয়া মসসায়েল জানাইতাম, তিনিও সদয় হইয়া ঠিক হইয়াছে বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাহার সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এমনই জোশের সহিত জিকিরাব কাজে খাটিতে লাগিলাম যে অতি সত্বরই খোদাতায়ালার ফজলে তাহার নিকট হইতে ছবক আরম্ভ করিয়া তাঁহার শিক্ষার ফলে ও হজরত পীর দস্তগীর সাঃ জাঃ হের অছিলায় নেছবতে মজাদ্দেদীয়াতে চারিবন্দ যথা, হজরতের (সঃ) আঃ হ ছ হাছ মোকামে উরুজ ও জাবের করিয়া নেছবতে নব বন্দিহ, চিশ্তিহ কাদ যথা নেছবতে ছাত রনবন্দিয়া কাবকাওয়া মাদ বাদ, নক্শবন্দীয়াই, নেছবতে মোজাফিহাও নেছবতে হজরত (সঃ) স : মেবআলে ও এহছান কাজ ওগাজা মওাহ বাতের নেছবত সংস্থ শুহ কর, তিকাতবলা ... সাকেবার খছনেছবতে জাসেয়তে বসিব উরবিতে হইয়, তার আর নেছবত এপর্য্যন্ত শিক্ষার জন্য ওস্তোদার ... এবদ আমার পীর জাহ সমছুলওলামা সাহেব আমাকে নিজনে পাইয়া বলিলেন, "ভাই যদিও আল্লাতায়লাই সকল কাজ করাইয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগকে আকেল দিয়াছেন ভাল ও মন্দ বিচার করিবার শক্তি দিয়াছেন সুতরাং আমাদিগকে ঐ আকেল খাটাইয়া প্রত্যেক কাজ করিতে হইবে। ইহাই খোদাতায়ালার আদেশ ও অভিপ্রেত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে। ফলাফল খোদাতায়ালার ইচ্ছাধীন। অতএব আপনি বর্ত্তমানে যেরূপ অভাব গ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন তাহাতে শাব বসিয়া থাকিলে চলিবে না। হজরত পীর বহিন সাহেবের নিকট হইতে আদেশ লইয়া সহর ত্যাগকরতঃ মফস্বলে যাইয়া মুর্বাদ করিতে থাকুন। আপনি যেমন আল্লা ও রছুল পাকের এশক মহাব্বত পাইয়াছেন সুদূরস্থ পল্লীবাসী নিরীহ লোকদিগকে ঐ প্রকার আল্লা ও রছুল পাকের এশক ও মহাব্বত প্রদান করিতে থাকুন

কাজ আপনার উপর এখন ফরজ হইয়া পড়িয়াছে। যেহেতু আপনি এখন বেলায়েতের মকামে উপস্থিত হইয়াছেন। এ সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে খোদাতালার নিকট দায়ী হইতে হইবে। বিশেষতঃ আপনি ছৈয়দ বংশজ সুতরাং এবাদতের দিক দিয়াও আপনি খুব ভক্ত এবং স্বভাবতঃ একান্ত বাধ্য। নতুবা হজরত রছুলের (দঃ) নিকট পরকালে কি জবাব দিবেন? তাঁহার এই সুন্দর উপদেশ শুনিয়া তাঁহার কথা অনুযায়ী চলিতেই স্থির সংকল্প করিয়া আমার উক্ত পীর বহল সাহেবের হুজুরে পৌঁছিলাম এবং তিনিও সদয় হইয়া মুরিদ করিবার জন্য আমাকে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহার কিছুদিন পর আমি শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া সেখান হইতে বরাবর হিলি ষ্টেশনের একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট করিলাম। সঙ্গে পরিধানের কাপড় অতিরিক্ত একখানা কম্বল ও একটী তামার বদনা ব্যতীত অন্য কোন আসবাবপত্র ছিল না। খোদাতাআলার নাম স্মরণ করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ধবধব করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমা আদালতের জনৈক উকিল পীর দস্তগীর রঃ সাহেবের খলিফা শাহ আলম কাজী সাহেবের নিকট শুনিয়াছি, "ঠিক ঐ রাত্রিতে যে রাত্রিতে হজরত পীর সাহেব কেবল হিলি অভিমুখে আসিতেছিলেন, সেই রাত্রিতে আমি আমার হিলি বাজারস্থ আমার দোকানে এশার নামাজ পড়িয়া শুইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। স্বপ্নের ঘোরে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম যেন এক প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তী ধারী মহাপুরুষ আমার শিয়রে দণ্ডায়মান আছেন। আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কদম বোছা করিলাম এবং তিনিও আমাকে স্নেহের আশীর্বাদ করিয়া নিকটে উপবেশন করতঃ আমাকে তরিকার কাজ অর্থাৎ তওয়াজ্জো দিয়া মুরীদ করিয়া লেন। আমিও তাহার নিকট ভক্তিসহকারে মুরীদ হইলাম। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন অনুভব করিতে পারিলাম যে আমার দেলে টক্‌টক্

করিয়া [illegible] হইয়াছে। তখন আপের বহু সময় হইতে একে একে মনে পড়িতে লাগিল [illegible] হইল না। গত করিয়া তাহা [illegible] নাম ও পড়িলাম। ঐ [illegible] নাম ও পড়িয়া [illegible] করিয়া আমার দোকান [illegible] নিকট পাইচারি করিতে লাগিলাম। [illegible] ও জুতা দেখিয়াছিলাম [illegible] তখনও সেই [illegible] দোকানে [illegible] ছিলাম।

[illegible] হজরত পীর সাহেব কেবল [illegible] স্টেশনে [illegible] কম্বলটা বগলে দাবিয়া এবং [illegible] বদনাটা হাতে করিয়া উপরোক্ত ঐ দোকানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। [illegible] পীর [illegible] পূর্ব হইতে [illegible] কেবল কে দেখিয়া [illegible] পীর সাহেব [illegible] চিনিতে পারিলেন না। [illegible] নিকট আসিয়া [illegible] বলিলেন, "হুজুর [illegible] বদনা দিউন আমি পানি উঠাইয়া দিতেছি।" [illegible] বদনা হাতে দিলে পর [illegible] সাহেব পানি উঠাইয়া দিলেন। হজরত পীর সাহেব [illegible] সমাধা করিলেন। তখন [illegible] সাহেব তাঁহার সবিনয়ে বলিলেন "হুজুর আমার ঘরে আসিয়া নামাজ পড়ুন।" তিনিও দিরুক্তি না করিয়া তাঁহার ঘরে [illegible] নামাজ পড়িলেন। নামাজ সমাপন হইলে [illegible] সাহেব বলিলেন "হুজুর দয়া করিয়া আমাকে মুরীদ করুন।" [illegible] তাঁহাকে [illegible] ভাবে [illegible] দিয়া মুরীদ করিলেন। পূর্বোক্ত [illegible] মুরীদ হইয়াছিলেন এক্ষণে [illegible] মুরীদ হইয়া, দোকান [illegible] পরিত্যাগ করতঃ জেনাব হজরত পীর সাহেবের [illegible] থাকিয়া তরিকার কাজ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। [illegible] হজরত

পীর ছাহেব কেবলার অভিপ্রায় খোদাতালার দরগায় পৌঁছিবার পথ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত সাহ সাহেব নিজের অধিকাংশ লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং লোকেরা [illegible] পাইতেছে।

উক্ত সাহ সাহেব কেমন বিচক্ষণ লোক ছিলেন কিন্তু খোদাতালার মজিদতে উপযুক্ত বামেলে যে বাম্মোল পাবের [illegible] ও দোয়ায় কত বিজ্ঞ লোক [illegible] [illegible] মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুরীদ শ্রেণীতে ভুক্ত হইতেছে। [illegible] কেতাবে লিখিত আছে

ছহ্‌বাতে ছালে তোরা ছালে কুনাদ
ছহ্‌বাতে তালে তোরা তালে কুনাদ

অর্থাৎ— লোকে সাধু সংসর্গে সাধু হয় এবং অসৎ সংসর্গে অসৎ হয়।

জোনাব হজরত পীর [illegible] কেবলা [illegible] ১৩১[illegible] সালের চৈত্র মাসে আমাদের পাবনা জেলার অন্তর্গত সাহজাদপুর [illegible] আগমন [illegible] করিয়া গ্রাম নিবাসী পীর মজুমদার কেবলা [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] সাহেবের বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন। [illegible] জোনাব পীর [illegible] চিথুলিয়া গ্রাম নিবাসী জনাব পীর ভাই [illegible] সাহেবের বাড়ীতে তিনি পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই দেমন সৌভাগ্য বশতঃ সেই স্থানে [illegible] হুজুরের মোবারক জোনাব দর্শন করতঃ চির অভিলাষিত বাসনানুযায়ী তাঁহার নিকট তরিকা [illegible] চির কৃতার্থ লাভ করিয়াছিলাম। সেই হইতেই এ আহেজ বান্দা হুজুরের কদম মোবারক ধরিয়া আছে। খোদা তাআলার নিকট প্রার্থনা করি যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ মোবারক কদমের নীচে থাকিতে পারি।

[illegible] সনের ২১শে বৈশাখ বেলা [illegible] ঘটিকার সময় জোনাব হজরত পীর দস্তগীর কেবলা সাহেব [illegible]

তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ সাহজাদা জনাব হজরত মৌলবী ছৈয়দ আহাম্মদ উল্লা সাহেবকে তাঁহার প্রতিনিধি করিবার মানসে পবিত্র গদিতে বসান এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বহু জেলার উপযুক্ত অনেক পীরভাই সাহেবানদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আল্লা ও রছুল পাকের মর্জ্জি মোতাবেক খেলাফতদিয়া, খেলাফতি পবিত্র দেস্তার এনায়েত করেন তৎসঙ্গে এআজেজ খাদেমকেও খেলাফতের দেস্তার এনায়েত করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৩২০ সনের মাঘ মাসের শেষভাগে জোনাব হজরত পীর সাহেব কেবলা রঃ আঃ এখাদেমের গরিব খানায় তশরিফ আনিয়া, দয়া করিয়া এ খাদেমকে তাঁহার মোবারক গায়ের মে তাবারোক জামা বখসেস করিয়াছিলেন উক্ত খেলাফাতী দেস্তার ও মোতাবারাক জামা এ খাদেমের হেফাজতে আছে।

আমাদের হজরত পীর দস্তগীর কেবলা সাহেব রঃআঃ এর তিন সাহেব জাদ। জৈষ্ঠ জোনাব হজরত মৌঃ ছৈয়দ আহাম্মদ উল্লা সাহেব মধ্যম, ডাক্তার হাজী ও গাজী জোনাব হজরত মৌলবী ছৈয়দ মাহমুদ উল্লা সাহেব এবং কনিষ্ঠ জোনাব হজরত মৌলানা ছৈয়দ হামিদ উল্লা সাহেব। ইঁহারা সকলেই বোজর্গ ইঁহারা ব্যতিত হুজুরের চারি সাহেবজাদী বর্ত্তমান আছেন ইঁহারা সকলেই আমাদের মাননীয় ও ছেবেতাজ

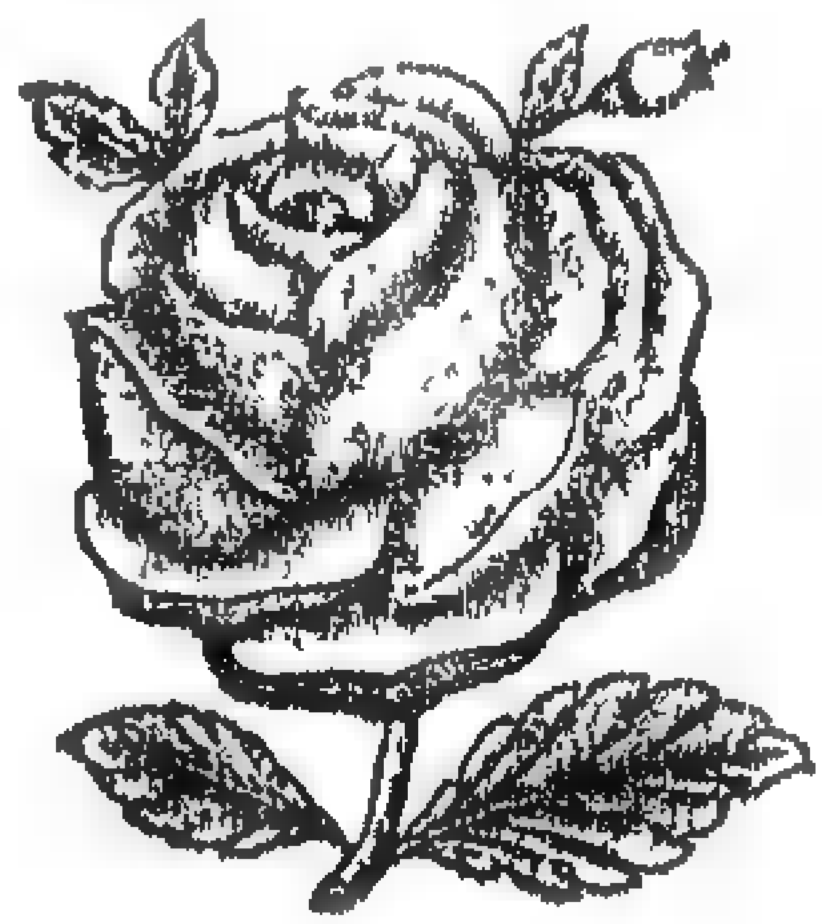
জোনাব হজরত পীর দস্তগীর কেবলা রঃ আঃ সাহেব সুদীর্ঘ কাল কঠোর পরিশ্রম পূর্ব্বক পাবনা, বগুরা, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, নদীয়া, ফরিদপুর ও যশোহর প্রভৃতি জেলায় ভ্রমন করিয়া অসংখ্য লোককে আল্লা ও রছুল পাকের এশ্‌ক ও মহাব্বত প্রদান করিয়া ১৩২৬ সালের ১৭ই ছফর মোতাবেক বাঙ্গলা ২৫শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রি ৭ সারে সাতটার সময় উপরোক্ত মাননীয় তিন সাহেব জাদা ও মাননীয়া চারি সাহেবজাদী ও অসংখ্য মুরীদানকে অকুল শোক সাগরে ভাসাইয়া, খোদা তায়ালার শক্তির

হস্তে সকলকে সমর্পন করতঃ আল্লা ও রছুল পাকের এশ্‌ক্ ও মহব্বতের সঙ্গে খাতেমা বেলখায়েরের সহিত চিরবাঞ্ছিত বেছাল প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ আল্লা পাকের আসেক আল্লা পাকের সহিত মিলিত হইয়াছেন ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হেরাজেউন তিনি হায়াতে থাকিতেই কলিকাতার গোরস্থান নূতন গোরস্থানের উত্তর ধারে পোষ্টাফিস ইটালীর অন্তর্গত ৯নং রামমোহন বেড়ালে লেন বাগানবাড়ী পনর হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন তিনি জীবিত থাকিতেই ঐ বাগানবাড়ীতে বাস করিতেন এবং ঐ বাগানবাড়ীতেই তিনি এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন ঐ বাগানবাড়ীর নাম "খানকায়ে মোজাদ্দেদীয়"—রাখিয়া খানক শরিফের সদর গেটের উপর প্রস্তর খোদিত করিয়া "খানকায়ে মজদ্দা দীয়া" বলিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন।

বিগত ১৩৩৬ সনের ১৯শে অষাঢ় ৪ঠা শাওয়াল বাৎসরিক ওরছশরিফ ঐ বাগান বাড়ীতে হুজুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মহাধুমধামের সহিত সমাধা করিয়াছিলেন ঐখানকা শরিফেই তাঁহার মাজার শরিফ সুন্দররূপে বাঁধিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এন্‌শা আল্লা প্রত্যেক বৎসর ঐ মাজার সংলগ্ন উপরোক্ত খনকা শরিফেই বাৎসরিক ওরছ শরিফ ধুমধামের সহিত সুসম্পন্ন হইবে এইরূপ স্থিরিকৃত হইয়াছে

হুজুর হায়াতে থাকিতেই পবিত্র ফুরফুরা নিবাসী জোনাব হজরত মৌলানা সাহ ছুফী আবুবকর ছিদ্দিকি চাচা পীর সাহেব কেবলার নিকট একবার কহিয়াছিলেন যে, 'ভাই। আমি যদি আপনার পূর্বে এন্তেকাল করি তবে আপনি আমার জানাজা স্বয়ং পড়িবেন" তিনিও তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন এন্‌শাআল্লা সেই অনুযায়ী হুজুরের এন্তেকালের পর জোনাব হজরত চাচা পীর সাহেব কেবলা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, জানাজা নামাজ পড়িয়া একবার পূর্ণ করিয়াছেন ইহা দ্বারাই জানা যাইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরে

কেমন ত স্তবিক মিল ও মহব্বত ছিল। আশাকরি আমাদের মধ্যে হজরত ছ ছ পীর সাহেবদিগের মুরিদানদিগের মধ্যেও সেরূপ মিল ও মহাব্বত খোদাতাআলা এনায়েত করুন আমিন, আমিন আমিন।



এরশাদে মাবুদিয়া।

উপদেশ বলা

بسم الله الرحمن الرحيم

কোরাণে শরিফে ছুরা জাজারিয়াতে আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন ;

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ◎

অর্থাৎ ; মানুষ্যকে ও জেনকে এবাদতের জন্য পয়দা করিয়াছি। জেন ও এনছের মধ্যে দুই জিনিষ, কালেব ও কলব। এই দুই যতদিন একত্র আছে, এই দুইয়ের উপর একত্র এবাদত ফরজ। মরিলে আলগ আলগ হইয়া যাইবে শরীর আলাহিদা ও রুহ আলাহিদা, এক হইতে এক ভিন্ন হইবে একের উপর এবাদত নাই এবাদত ঐ দুই একত্র জীবন করে যতদিন এই জীবনের মধ্যেই এবাদত এই এবাদতের ফল, পরেতেও কলব দুই জনেই পাইবে। রুহ আজাব থেকে বাঁচিবে শরীরও আজাব থেকে বাঁচিবে। তবে এখন এবাদতে দোনজনকে দুই জনার হক খাটুনী খাটিতে হইবে এখন কাহার কি খাটুনী তাহা সকলকে জানা ফরজ। শরীরকে শরিয়তের খাটুনী অর্থাৎ শরিয়ত জানা কালবকে কলবের হুজুরী অর্থাৎ দেলকে আল্লার ভয়ে আল্লার হুজুরে হাজির রাখা শিখা এই দুই এলেম সমস্ত

আওরত ও মরদকে শিখা আল্লা ফরজ করিয়াছেন যাহার বিষয় হজরত রছুল মকবুল (সঃ) হাদিছ শরিফে ফরমাইয়াছেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة ⊚

অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে এলেম শিক্ষা করা ফরজ। সকলেই সহজে শিখিতে পারে এই দুই এলেম সকলকে সমস্ত শেষ অবধি শিখিতে হইবে না যে যে অবস্থার লোক তাহার অবস্থা মত এই দুই এলেম শিখিতে হইবেক

এলেম শিখিবার ফিকিরও আল্লা কোরাণ শরিফে বাতায়ছেন ছুরা আল এমরানের ১১ রুকুতে

يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ⊚

তাহার মানে এই, আমরে মারুফ ও নাহি আনেল মনকের অর্থাৎ উচিত যে তোমার এক জামাতকে দোন এলেম শিক্ষা দও যে তাহারা শিখিয়া সকলকে বেহেস্তে যাইবার কাজে হাউস দেওয়াই ও দোজখে যাবের কাজের ভয় দেখাইয়া তোমাদেরকে ফিরায় এ জন্য দিনি এলেম সকলকে শিখিবার ও শিখাইবার জন্য ভাল আলেম ও মাদ্রাসা কায়েম করিতে হয় যে লোক গোণা থেকে বাঁচে আলেম ও এলেম না থাকিলে গোণা চিনিতে পারিবেক না ও গোণা থেকে বাঁচিতে পারিবেক না হজরত আবুবকর ছিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু হজরত রছুলে মকবুল ছল্লাল্লা আলায়হে ছাল্লামের কাছে শুনিয়া রওয়ায়েত করিয়াছেন যে কওমেতে গোণা আরম্ভ হয়, ও মানা করিবার ও গোণা হইতে বাজ রাখাইবার চেষ্টার লোক না থাকে, সেই কওমের উপর জলদি আল্লাতাআলা আজাব, পাঠায়, আর সেই আজাবে সবকেই সবতেলা হয়, অর্থাৎ সকলেই আজাবে পড়িয়া যায় কালের অর্থাৎ দেহের এবাদত, দেহের পাকি দেহের খাটুনি দেহের

সাদের এই বিদ্যার জন্য, কেহ মৌলবী হয় কেহ সবে বেকায়া পর্য্যন্ত পড়ে ও আম লোক কেউ একটী দোআ, যেমন হেদায়েতোল মুছল্লী মাত্র শিখিতে ও মনে করিয়া রাখিতে দেখেন এলেম অাদায় হইবে বেশী শিখিতে চায় সেই তাহে না জানিতে দেখ ক এ সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে চায় এক ছিবে হেদায়েত হক্কানী এমন ও জরুরী রঃ আঃ লেহিয়া উর্দ্দ উলুমের তরজমা রাখিয়া পড়িলে, ও শুনিলে ও সেই রকম আমল করিলে সমস্ত বিষয়েই ফায়দা পাইবা।

তোলেকেলা পৃথিবীতে যতই হউক জান মালের আজাব ও কিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবে এত দুই এলেম শিখিবার অনেক সময় পাইবে দেখ তোমাদের দুনিয়া দিবা রাত কত সময় নষ্ট হয় কুস্তা, হাসি, খেল, গান, বাজনা মানুষের গিবত ও ছিঃ (এই সমস্ত পাপ বরঞ্চ মহা পাপ) এই সময় সমস্তে কোন ব্যক্তি লাভ নাই বিদ্যা বুদ্ধির লোক নকলেতে বলিয়াছেন, যে মনুষ্যের জীবনের এক এক নিশ্বাসের মূল্য সহ মুক্তান মূল্যবান কাজে এই সময় নষ্ট না করি দুম নষ্ট করিতে নাই অতএব পাক রছুল বলিয়াছেন, "একদম গাফেল হইওনা" কারণ অর্থাৎ শরীরের এবাদতের এলেম শিখা বুঝিতে পারিবা।

তোয়ালেলা অর্থাৎ দেলের এবাদত যে এলেম দেল আল্লার দিকে হাজির রাখিবার জন্য হজরত রছুল মকবুল (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঐ এলেম সমস্ত আওরত ও মর্দের উপর ফরজ হালাল রুজি তলব করা এই ফরজ বয়তুল মোকাদ্দছে এক ফেরেস্তা প্রত্যেক রাতে খবর দেয়, যে ব্যক্তি হারাম খায় তাহার ফরজ ও ছোন্নত কোনও এবাদত কবুল হয় না যে হালাল খায় তাহার সমস্ত শরীর এবাদতে থাকে কোন শরীরেই এবাদত করিতে কষ্ট হয় না। ও হামেশা তাহার উপর খোদের ও বরকত নাজেল হইতে থাকে আর যে হারাম খায় তাহার সমস্ত শরীর গোনাতে আপনিই পড়িয়া যায় সে

গোণা করিতে ইচ্ছে করুক বা না করুক, নাচার গোণাতে পড়িয়াই যাইবেক

হালাল হারাম সকলেই বুঝিতে পারে হারাম খানেওয়ালা ও বেশী পাইবেনা ও হালাল খানেওয়ালাও কম পাইবেনা। যাঁ যাহার মকছুমে আছে তাহাই পাইবে হালাল রুজিতেও বড়লোক হয় ও হারাম রুজিতেও বড়লোক হয় আবার হালাল ও হারাম দুয়েতেই গরীব আছে এখন জ্ঞানি লোকের কর্ত্তব্য এই যে হারামকে এক কালীন ত্যাগ করিয়া, হালাল রুজির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে আমাদের এমাম হজরত আবু হানিফা রঃ আঃ ছাহেব ফরমাইয়াছেন মোমেনদিগের দেলে এক নূর আছে, সে নূর নূরের নূর ভাল, মন্দ, হালাল ও হারাম তাহা দ্বারা বুঝিতে পারে

সে দল, যাকে রূহ বলে, জান বলে প্রাণ বলে, মন বলে, সে আল্লাকে চিনিবার সামগ্রী ইনছানের মধ্যে নাই তাহার কোন শরীর ও রঙ্গ ও চেহারা নাই ফেরেস্তাদিগের গওহরের মধ্যে থেকে এক জওহর ইহার হাকিকত কাহারও বলিবার শক্তি নাই যে পর্য্যন্ত ভাল পীড় ধরিয়া, তাঁহার হুকুম অনুসারে আল্লার মরজি মত পুরা মেহনত না করিবে সে পর্য্যন্ত চিনিবেনা করিলেই আপনি চিনিতে পারিবে।

ছুরা আনকবুত ৭ রকুতে আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন,

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ۞

অর্থাৎ যাহারা ভালরূপ খুব মেহনত করিয়াছে আমার জন্য, আমি বুঝা দিব তাহাদেরকে আমার রাস্তায় এ রাস্তায় অনেক কোখা-লেপ ও দুষমুন আছে অর্থাৎ দুষমুনের পল্টন ও লস্কর ভরা পীরের অছিলায় সে দুষমুনের লস্করের হাত হইতে বাচিয়া আল্লার পথে চলিতে পারিবা ছুরায়ে মোদাচ্ছের ১লা রুকুতে আল্লাপাক ফরমাইয়াছেন—

وما يعلم جنود ربك الا هو

অর্থাৎ কেহই জানেনা তোমার পরওয়ার দেগারের লস্করের খবর কিন্তু ঐ আল্লা জানেন অতএব যাহারা পীরের আছিরায় [illegible] পাকের মরজি মত পুরা মেহনত করিতে থাকিবে তাহাদিগকে দুশমনের পল্টন ও লস্কর কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে। আল্লার লস্কর ও পল্টন অর্থাৎ ফেরেস্তাগণ তাহাদিগের হেফাজতের জন্য থাকিবে।

দেহেলোল্লা কৈফিয়ত বুঝিবা দেলের কাজ ছায়াদাৎ অর্থাৎ নেকি তালাস করা আর ছায়াদাৎ যে তাহার মারেফাত অর্থাৎ আল্লাকে চেনা আবার মারেফাত আল্লার আসেকদের দেলের সেকার

জাতেল্লা আফয়াল ও ছেফাতের দেখা কর জেকের ও ফেকেরের জন্য, ঐ জেকের ও ফেকেরের তারিফ হজরত রছুলোল্লা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ছাল্লাম ফরমা হইয়াছেন, [illegible] এক পলক অর্থাৎ এক সায়ত ফেকের করা ৭০ বৎসরের এবাদত হইতে বেহতের ও জেকেরের তারিফ আয়েন্দা বয়ানে আসিবে

আল্লাহেলেক [illegible] করিবার ফিকিরে আল্লার জেকের কর। অর্থাৎ আল্লার নাম মনে কর মন খাতের জমা করিয়া আল্লা ছাড়া যত নফ্‌ছ ও যত মহব্বত মনকে চঞ্চল করে, মন ব্যারামের ন্যায় বেকারার থাকে। ছুরা নেছা ১৫ রুকুতে আল্লাপাক ফরমা হইয়াছেন,

فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلوة

অর্থাৎ যখন মনে করার পাও তখন নামাজ কায়েম কর

ছুরা রাদে ৪ রুকুতে আল্লাপাক শিক্ষা দিতেছেন ঃ

الا بذكر الله تطمئن القلوب

অর্থাৎ আল্লার জেকের দেল কাবার পায় তবে যার দেলে আল্লার নাম জেকের হইতেছেনা তাহার ১০ বৎসর জমা নাই নেত্যাতের জমা মনের নামাজ কিছুই না। আবার ছুরা তাহা ১৪ রুকুতে আল্লা ফরমাইতেছেন

الصلوة لذكرى

অর্থাৎ নামাজ আল্লাকে মনে করিবার জন্য, তবে জানা গেল, যে দেল আল্লাকে ভুলিয়া অন্য কথা মনে করিয়া নামাজ পড়ে সে দুই আজাবে গেরেপ্তার হইবে সেরকে খফি করিল ও নামাজ যে আল্লার দরবার সে দরবারকে বেযাদবির সহিত তুচ্ছ করিল দেখ দুনিয়ার কোন হাকিমের দরবারে কোন আসামী কি কোন ব্যক্তি বেযাদবি কি তুচ্ছ প্রকাশ করে, হাকিমের যেমন গজবে সে পড়ে এ জ্ঞান সকলেরই আছে তবে আহকামোল হাকিমের দরবারের নিয়ম বেশী আদবের সহিত করা উচিত ছুরা আলে এমরানের ২০ রুকুতে আল্লা পাক ফরমাইতেছেন,

ويتفكرون في خلق السموات والارض ۝

অর্থাৎ ফেকের হয় সমস্ত আছমান ও জমিনের পয়দায়েসে এ দায়রা ওয়ালাদের হাল। হকিকতে নামাজের মোকামে দেল উরুজ হইয়া যায় দায়রার নিচেকার মোকামের লোক বুঝিবেক না। ও কেহই বুঝাইয়া দিতে পারিবেক না। ছুরা মরিয়মের আখির রুকুর আখিরে আল্লা পাক ফরমাইতেছেন, —

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا ۝

অর্থাৎ যাহারা আল্লার উপর একিন আনিয়াছে, আর নেক কাজ সকল করিতেছে তাহাদিগকে আল্লা মহাব্বত দিবে

এ তাহার বড়ই রহমত, অর্থাৎ তাহা তাহাকে রহমত করিবেক ও আল্লা তাহার দেলে নিজের মহাব্বত দিবে ও তাহাদের কাফেরদের মনেতে আপন পেয়ারার মহব্বত ঢালিবে ছুরা আ'লা আয়েতে আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন

وذكر اسم ربه فصلى ۞

অর্থাৎ— প্রথমে মনে তাহার নাম লয় ও পরে নামাজ পড়ে। তরিকাওয়ালা সব নামাজের পূর্বে এছমে জাত ও নফি এছবাতের জেকের কলিমা দেলকে মছেওয়ায় আল্লা হইতে খালি করেন ও আল্লার বরকাতে দেলকে বাঁধেন, তখন আল্লা ব্যতিত মনে কিছুই থাকে না তখন নামাজ পড়েন। হজরত রছুল মকবুল ছল্লাল্লাহ আলায়হে ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি আল্লাকে মনে করে আল্লা তাহাকে নাফা দেন আর আল্লাকে ইয়াদ করনেওয়ালা ব্যক্তির সামনে আল্লা হাজের আছেন" ছুরা মরিয়মের পাঁচ রুকুতে আল্লা পাক ফরমাইতেছেন;

ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ۞

অর্থাৎ— যে আল্লাকে চিনিবার বুঝসুঝ করে ও চাহে আল্লা তাহার বুঝসুঝ বাড়াইয়া দেয়।

ছুরা বাকার ১ম রুকু

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ۞

অর্থাৎ— মনুষ্যের দেলে ব্যরাম ভরা তাহার উপর আরও আল্লার আল্লা দিয়াছেন তাহার উপরও দুঃখের মার তাহারা তাহার উপরও মিথ্যা বলে আবার ছুরা নূরেতে ৫ ও ৬ রুকুর দরমিয়ানে হোলছের বাবে আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন।

أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم

ورسوله بل أولئك هم الظالمون ۝

অর্থাৎ— লোকের দেলে ব্যারাম ও ধোকা সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাসিতে পড়িয়া, আর তাহারা ডরায় যে আল্লা ও রছুল তাহাদের উপর বেএনছাফি করিবে। এই সন্দেহে পড়িয়াছে কেহ শুনিয়াছ যে, আল্লা ও রছুল বে এনছাফী করে? আল্লা ও রছুলের উপর তোহমোত দেওয়া ইহাকে বলে কোরানশরিফে ইহার ফায়দা লিখিয়াছে। দেলের ভিতরের রোগ এই যে আল্লা ও রছুলকে সত্য মানে কিন্তু দুনিয়ার হেরেছ তাহ বে ছাড়ে না সে আল্লা ও রছুলের হুকুম অনুসারে চলে কেমন, যেমন ব্যারামি লোক চলিতে চায় কিন্তু পা উঠে না।

একদিন (তাওরেত শরিফে) বনি এস্রাইলের এক ব্যক্তির তৌবা কবুলের জন্য আল্লার নিকট ছোপারেশ করিলেন, অহি নাজেল হইল, আল্লা পাক ফরমাইতেছেন "আপন ইজ্জতের কছম যদি সমুদ্র আছমানের ফেরেস্তা সাফায়াত করে তাব গোনাগার ব্যক্তির দেলে গোনার লজ্জত যে পর্য্যন্ত জমিয়া আছে হরগেজ তৌবা কবুল করিব না" বুদ্ধিমান লোক বুঝিতে পারেন কি? তরিকার শক্তি কি উত্তম জিনিষ যে গৃহস্থের ধানের ক্ষেতের ভিতর হইতে ঘাসের জঙ্গলের জড়, শীকড়, মোথা, পাচন দিয়া খুদিয়া বাহির করিয়া ফেলাইয়া দেয়, তবে ধানের গাছ জোড়ওয়ার হইয়া ফসল ভাল হয় এই রকম পাপের লজ্জতের জড় দেলের ভিতর জড়াইয়া চক্ষু, মুখ, হাত ও পাওকে পাপে লিপ্ত করায় ও ইমানের গাছ, ফল ও জড় সুদ্ধা নষ্ট করিয়া দেয় দুনিয়ার চাষবাস দেখিয়া, ইমানের চাষবাস বুঝিতে হয় হজরত রছুল মকবুল (সঃ) ফরমাইয়াছেন

(حديث) الدنيا مزرعة الاخرة

অর্থাৎ— দুনিয়া আখেরাতের খেতী সেই ইমানের খেত এই দুনিয়াতে যে যাহা উপার্জ্জন করিবে; পরকালে ঠিক তাহাকে বদলা পাইবে এক রত্তিও কম বেশ হইবে না।

আল্লাতায়ালা ফরমাইয়াছেন ;

ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ◎

অর্থাৎ, আল্লাপাক দোস্ত রাখেন তৌবা কারনেওয়ালা দিগকে, আর দোস্ত রাখেন পাকির সঙ্গে থাকে যাহারা তাহাদিগকে সে পাকি কি ? প্রথমতঃ শরীর নাপাক হইলে সরিয়তে গোছল ও অজু দ্বারা শরীর পাক করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ দেল নাপাক হইলে অর্থাৎ দেলে গায়ের আল্লা ও গায়ের মহাব্বত জন্মিলে যদি আল্লা ও রছুলের মহাব্বত মনের ভিতর না হইতে দেয় তবে তৌবাদ্বারা দেলের গোছল ও অজু দেওয়া হইতে হইবে। সে তৌবা কি ? অর্থাৎ দেলের ভিতর হইতে পাপের ইচ্ছা ও কাউস ও শয়তানি জড় সুদ্ধা বাহির করিয়া দেওয়া। দেল এই রকম পরিষ্কার না করিলে, দেল শক্ত ও পাথর হইয়া যায় ছুরা বকর আট রুকুতে আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন ;

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة

و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار ط و ان منها لما يشقق

فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشية الله ط

অর্থাৎ— মানুষের দেল পাথর হইতেও শক্ত। পাথর হইতেও পানি বাহির হয় যখন আল্লার হুকুম শুনে, কিন্তু মানুষের দেল দুনিয়ার

মহাব্বতে এমত শক্ত যে, আল্লার খওফের তাছির প্রবেশ হয় না হজরত রছুল (দঃ) ফরমাইছেন যে, "আল্লার জেকের ছাড়া কথা বাত্রায় দেল শক্ত হইয়া যায় সে দেল আল্লার রহমত হইতে দূরে থাকে লোক সকলের উচিত যে, যে কোন কথা বার্ত্তাই করে কিন্তু মধ্যে মধ্যে আল্লার নাম ও নিজের মউত মনে করিতে হয় তাহা হইলে দেলে আল্লার ডর থাকিবে দেল নরম থাকিবে ও দেলে রহমতের দরওয়াজা খোলা থাকিবে যে জামাতের মধ্যে মউতের কথাবার্ত্তা না হয় সে জামাতের লোককে হজরত ভাল বাসেন নাই

ছুরা আল এনয়াম ১০ রুকুতে আল্লা ফরমাইয়াছেন, হজরতকে বান্দার উপর হুকুম করিতে বলিয়াছেন

قل الله ثم ذرهم

অর্থাৎ—আল্লার উপর ছাড় তুমি সমস্ত অর্থাৎ সমস্ত তাহাতে সপিয়া দাও

ছুরায়ে রহমান,

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام ۞

অর্থাৎ—দুনিয়ার সমস্ত জিনিষ ফানা হইয়া যাইবে, কায়েম থাকিবে এক জাত পাক বড় বখসেস করনেওয়ালা

হদিছ শরিফ;

من عرف نفسه فقد عرف ربه ۞

অর্থাৎ—যে নিজকে চিনিল সে আল্লাকে চিনিল নিজকে চেনার অর্থ কি? কোরান শরিফে আল্লা ফরমাইয়াছেন।

وفي انفسكم افلا تبصرون ۞

অর্থাৎ— তোমাদের দেলের ভিতরে আছে তোমরা বুঝিতে পাবেন। দেলের ভিতর প্রবেশ হইলে ও পরিশ্রম করিলে আল্লা তাহাকে বুঝ দিবেন

ছুরা বাকার ১৮ রুকু আল্লাতায়ালা ফরমাইয়াছেন

فاذكروني اذكركم

অর্থাৎ— তুমি আমাকে মনে কর আমি তোমাকে মনে করিব

ছুরা মায়েদা ৮ রুকু আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন —

يحبهم ويحبونه

অর্থাৎ— আল্লা পাক মহাব্বত করে বান্দাকে বান্দা তাহার মহাব্বত রাখে

ছুরা জমর ৩ রুকু

ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ۝

অর্থাৎ— জাকেরদের সমস্ত শরীর ও চোখ ও দেল আল্লার জেকের করে ও গলে ও নরম হইয়া যায় তার এবাদতে সবক হয়

ছুরা আল এমরান ৪র্থ রুকু আল্লা ফরমাইয়াছেন।

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني

অর্থাৎ— যদি তুমি আল্লার মহাব্বত রাখ তবে হজরতের মহাব্বত কর ও হজরতের রাস্তায় চল যে যাহার মহাব্বত রাখে সেই তাহার তরিকে চলিতে পারে।

ছুরা ফোরকান ১লা রুকু আল্লা ফরমাইয়াছেন।

وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ط

অর্থাৎ— কাফেররা বলিত যে কেমন রছুল যে খানা খায় ও বাজারে ফেরেন

ছুরা আল আহজাব ৫ রকু

يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة و اصيلا ۝

هو الذى يصلى عليكم و ملئكته ليخرجكم من الظلمت الى النور ط

وكان بالمؤمنين رحيما

অর্থাৎ— আয় ইমানদার সকল ইয়াদ কর আল্লাকে বহুত। আর পাকি বয়ান কর তার প্রত্যেক সকালে আর সাঁজে। সেই যে সব উপর রহমত নাজেল করে ও তাঁহার ফেরেস্তা সকল তোমাকে আঁধার থেকে উজলে আনে। তার সে ইমান ও য়ালাদের উপর মেহেরবান

ছুরা জমর আখেরাতে

وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

অর্থাৎ— যদি ভলাইর উদ্দেশ রাখ, তবে কাছরতের সঙ্গে আল্লার জেকের কর ও চারি কুজি অনেক অনেক জেকের করিবা অল্প নহে। বেশী সময় করিব কখন কখন নহে

ছুরা আলাম নাশরাহ

فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ۝

অর্থাৎ— যখন তুমি কাল কর্ম্ম হইতে ফোরছত পাও, তখনই আল্লার জেকেরে মশগুল হও

কোরানশরিফে আঃ বলিয়াছেন ;— ইমানদারের ইমান কায়েম রাখিবার জন্য

خیره و شره من الله تعالی

অর্থাৎ নাফা ও লোকসান আল্লা ব্যতিত কেহ দিতে পারে না। আল্লার তরফ হইতে আইসে এই বিশ্বাস

হাদিছশরিফে হজরত ফরমাইয়াছেন।—আপন জবান হামেশা আল্লার জেকেরে তাজা রাখ। কে আল্লার জেকেরের সহিত মউত হয় এই হাল আল্লার নিকট সবচেয়ে পছন্দিদ ও মাহবুব আমোল অনেক উত্তম

হাদিছশরিফে হজরত ফরমাইয়াছেন,—মানুষের দেলে দুই ঘড় একঘড় ফেরেস্তার ও এক ঘড় সয়তানের। এনছান যখন আল্লার জেকের করে সয়তান তখন ভাগিয়া যায়। ও যখন জেকের করেন না সয়তান দেলে আসিয়া ওছওছা দিতে থাকে।

হজরত ফরমাইয়াছেন ; যাহাদের দেলে আল্লার নাম জারী থাকে তাহাদের জবান অহিয়াত বেহুদা কথা হইতে বন্দ থাকে। ভাল কাজে সব খোলা, মন্দ কাজে সব বন্ধ তরিকার ছরদার হজরত নক্সবন্ধ রঃ আঃ ফরমাইয়াছেন ;—চক্ষু বন্ধ, মুখ বন্ধ, কান বন্ধ, তবে আল্লার রাস্তায় দেলের দরওয়াজা খোলে সে রাস্তা পীরের মেহের বাণী ব্যতিত পাওয়া যায় না ছ চচা তাউসের দরকার

ছুরামায়েদা মায়দা ৫ রুকু

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة و جاهدوا في

سبيله لعلكم تفلحون ⊛

অর্থাৎ আয় ইমান ওয়ালে ডর আল্লাকে, আর চেষ্টা করিয়া খোঁজ তাঁহার পর্য্যন্ত অছিলা আর দৃঢ় চেষ্টা কর তাঁহার রাস্তায় যে তোমার ভাল হউক

হজরত বলিয়াছেন

حب الفقراء

مفتاح الجنة

অর্থাৎ আল্লার রাস্তায় তাঁহার দিদারের ফিকিরে যাহারা আছে, তাহাদের মহাব্বত বেহেস্তের কুঞ্জি।

২৪ রুকু ছুরায়ে এরাফ

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من

القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ۝

অর্থাৎ,—ইয়াদ কর পরওয়ার দেগারকে। দেলে কান্দা-কাটির সঙ্গে চুপ চাপ চিল্লাইয়ানা প্রত্যেক সকালে ও সাঁজে গাফেল হইওনা।

দুয়াদশ ফোরকান ৩ রুকু।

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان

للإنسان خذولا ۝

অর্থাৎ সয়তানই মানুষের মনে আল্লার জেকের হইতে গোমরাহ করিয়া দেয় অর্থাৎ আল্লার জেকের ভুলাইয়া দিয়া, সেই সয়তান এনছানকে বালা ও মছিবতেতে ঢালিয়া দেয়

৪ রুকু ছুরায়ে জোখরাফ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۞

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি আল্লার জেকের করিতে গাফলত করে, তাহার উপর এক সয়তান মকরর হয় সে সয়তান তাহার সমস্ত কাজে সাথি থাকে

হজরত ফরমাইয়াছেন,—বালা ও আজাব থেকে নাজাত দিনেওয়ালা আল্লার জেকের ব্যতিত আর কোন আমোল নাই আবার হজরত ফরমাইয়াছেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা হইতে আল্লার জেকেরের দরজা বেশী

হজরত ফরমাইয়াছেন, মোফারেদুনের বড়ই দরজা। সর্বের আগে হইবে অল্লার বহুত জেকের যাহারা করে আওরত হউক কি মরদ হউক, তাহাদেরকে মোফারেদুন বলে মোছলেম সরিফের রওয়ায়েত

হজরত ফরমাইয়াছেন;—জাকেরদের মজলিসে, ফেরেস্তা সমস্ত জাকেরের মাথার উপর হইতে পহেলা আছমান পর্য্যন্ত আপন পরে ভরিয়া দেয় জাকেরদের মজলেছে, ফাছেক ওবদকারও যদি বসিয়া থাকে, জাকেরদের বরকতে তাহাদেরকেও বখসিয়া দেয়। ইহাও মছলেম সরিফের রওয়ায়েত

হাদিছ-শরিফ;—সাধ্যমত আল্লাকে ভরাম ওয়াজেব জান। আর হরজায়গায় ও হর সময় আল্লার জেকের খুব কর যখন কোন গোনা হয় জলদি তওবা কর জাহের গোনার জাহের তওবা ও পুসিদা গোনার পুসিদা তওবা যখন বান্দা গোনা করে গোনা লিখিবার ফেরেস্তার উপর হুকুম আছে যে, বান্দা তওবা না করিলে তাহার গোনা লিখিওনা বান্দা তওবা করেন না তবে গোনা লেখে

হুজরত ফরমাইয়াছেন ; আল্লার সমস্ত জিনিষ আল্লার জাকেরদের উপর মহাফেজাত করে দিন, রাত, আফতাব, মহতাব, তারাও ছায়া সকলেই হেফাজোত করে কেয়ামতের দিন জাকেরদের বড়ই নেদামত অর্থাৎ সরমানদিগি ও আফছোছ ঐ সমস্ত ওয়াক্তের জন্য হইবে ; যে সমস্ত সময় আল্লার জেকের হইতে গাফেল ছিল, আল্লার জেকের এত বক্ত কর যে, লোকে তোমাকে মজনু অর্থাৎ পাগল বলে।

ছুরায়ে আলকালাম ২য় রুকুতে আল্লা ফরমাইয়াছেন ;

وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر

ويقولون انه لمجنون ۝ وما هو الا ذكر للعلمين ۝

অর্থাৎ মনকের তোমাকে আপন নজর হইতে ফেলাইয়া দিবে অর্থাৎ এনকার করিবে আর তুমি বুজোর কথা বলিবা তোমাকে পাগল বলিবে। বেদিনকে ইমানের কাজ কষ্ট বোধ হয়। তাহারা দুনিয়ার মহাব্বতে দিনের কাজ ডুবিয়া করিতে পারেনা ৩

আল্লা হুজরত ফরমাইয়াছেন ; মোকাররাবুনের তারিফ, যে সমস্ত আওরত ও মরদ আল্লার জেকেরে ডুবিয়া যায়, আল্লা ব্যতিত আর কেন জ্ঞান থাকেন আল্লার জেকের তাহার বোঝা কমাইয়া দেয় আর কেয়ামতের দিন হালক ফালকা বিনাকষ্টে উঠিবে

এহিয়াবেন জেকারিয় আঃ ছাঃ সকলকে আল্লার জেকের করিতে হুকুম করিতেছেন। আল্লার জেকের এমন মজবুত কেল্লা যে মনুষ্যকে চতুর্দ্দিকে জারি দুশমন ঘেরে, আর এক কেল্লার হেফাজতে পানা পায় এই রকম বিনা জেকের, জানকে সয়তানের হাত হইতে বাঁচান কঠিন

কোরাণশরিফে,—আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন; তাহার মানে এই, অর্থাৎ "শয়তান তোমার জাহির দুশমন। তাহার দুস্তি এক কালে জাহান্নামের আগুনে লইয়া পৌঁছায় তাহার কুশলান থেকে বাঁচ শিয়ানকে ছেলে মুশগানের মত মুশলাইয়া লয়"।

কোরাণশরিফ ছুরা নাছ,

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس

অর্থাৎ,—তোমার বুকের মধ্যে রহিছে বসিয়া সর্বাবস্থার কাজে ফুঁশলাইয়া লইতেছে

ছুরা রাদ ৩য় রুকু

و الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم

"**অর্থাৎ**;—লোক সকল যাহারা কষ্টের উপর ছবর করিতেছে আপন পরওয়ার দেগারের তাওয়াজ্জো পাবার জন্য অজহে মাণী, চেহেরা, জাত ও তাওয়াজ্জো এই তিন মাণী

কোরাণশরিফে ছুরা একরা নেকছের তরজমা দেখিলে, তোয়াজ্জো কাহাকে বলে বুঝিবা। বহেতে কহেতে দুধে চিনির ন্যায় মিশিয়া যায়। যেমন দুধে চিনির মিষ্ট আইসে এই রকম ফায়দা হয়। আল্লা জানায় বান্দাকে যে সব জিনিষ বান্দা জানিবার কোনও ক্ষমতা রাখেনা হজরতকে অহি ও এলহামের দ্বারায় ও হাতেফ ও কাশফে দ্বারায়ও অলিকে হজরতের অছিলায় ও তালেব ও মশতাককে আপন পীরের দ্বারায় ইহার উপরে ইমান রাখা চাই

৭ সাত রুকু ছুরা ইউনুছ।

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

অর্থাৎ,—বান্দা সকল খবর দার থাক, বেসক আল্লার অলিদের উপর কোনই ডর নাই ও কোনই গম নাই। হজরত গওছে পাক রঃ আঃ ফরমাইয়াছেন যে, আল্লার অলির উপর আল্লার রহমতের দাওয়াজা খোলা থাকে।

হাদিস কুদছি, আল্লার মহব্বতের টানের একটান দরজায় ছারে জাহানের জেন ও এনছানের আমলের বরাবর অর্থাৎ মহব্বতের টানের এত বড় দরজা

[illegible]

ذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم

অর্থাৎ, আল্লার জেকের কর খাড়া অবস্থায় বোসা অবস্থায় ও শয়নে

হাদিছ শরিফে

لا صلوة الا بحضور القلب

অর্থাৎ—বিনা হুজুরি দেলে নামাজ হবে না

হাদিস সরিফ যে নামাজির নামাজে আল্লার খবর ও খেয়াল নাই আল্লা ফেরেস্তাকে হুকুম করে যে তাহার মুখ ওহাদাত ফাড়িয়া লও যখন রাস্তা কাটিয়া লওয়া যায় তখন সে বান্দার মন হাটে, ক্ষেতে মাঠে গোমরাহের মত বেড়াইতে থাকে হাট হাট তার মনে রহিল সেই তাহার মাবুদ হইল

হাদিস সরিফ হজরত ফরমাইয়াছেন, মানো জেহেম ও দেল দুই আল্লার হুজুরে হাজির রাখ তারা কেবলা রুহ ও দেল পরওয়ার দেগারের রুহ বরুহ অর্থাৎ ছামনা ছামনী

হাদিস্। শরীফ সমস্ত আওরত মরদের উপরে এলেম ফরজ সে কি এলেম তাহা প্রথমে লেখা হইয়াছে মওলানা হইতে হইবেকনা। যাহার যতটুকু আবশ্যক সেই টুকু শিক্ষা করিলেই হয় পড়িয়াও শিখিতে পারে ও শুনিয়া দেখিয়াও শিখিতে পারে আমাদের ছরদার(হজরত রছুল ছঃ আঃ ছাল্লামের আছহাব রাঃ আঃ দেখিয়া শুনিয়া এলেম হাছেল করিয়া এত বড় আল্লার মকবুল পেয়ার ও এলেমের ওস্তাদ হইয়াছেন তাঁহাদের খেলাফ রাস্তায় যে চলিবেক তাহাদেরকে জাহেল বলিয়া হেকারত করিবেক তাহারা বেহেস্তে হেকারত করিয়া জাহান্নাম কবুল করিবেক। সে ফরজ এলেম দুই ভাগের এক শরীরের ভাগ এক দেলের ভাগ শরীরকে পাক করা নাজেছ হইতে আর দেলকে পাক করা গয়ের আল্লা হইতে

উক্তি ওজদ এলাহি রছুল

[illegible]

আয়াৎ। হাসি ঠাট্টা কম কর কাঁদা ভাবনাও আরেজো বেশী কর, যে আল্লার রহমতের নজুল হয়। দেল সহজে আল্লার দিকে রজু থাকে আল্লা রাজি হইয়া তোমার দেলকে তাঁর হুজুরে রাখিতে দেখ এই সমস্ত জাহেরী শরীর ও বাতেনী দেলে তাল্লার দরবারের আদব শিখা ইহাকে বলে এলেম যাহাতে শরীয়ত ও তরিকত দুই আবশ্যক যাহার যতটুকু দরকার তাহার বেশী আবশ্যক না সরিয়ত তরিকত কেমন, তুষ ও চাউল একত্র যেমন বিছন হয়। আর ফল হয় একটু লোকসান হইলে গাছও নাই ও ফলও নাই ইহাকে আল্লার হুজুরের হাজিরের আদবের এলেম বলে সকলেই শুনিয়াছ কোনই বেয়াদব আল্লাতক পৌছেনাই বেয়াদবের উপরে আল্লার ফজল হয়না ওস্তাদে তরিকত ও পীরে তরিকতের নিকট এসব সবক খুলিবে পীরের দরবারের আদব মনদিয়া শিখিবেন

করিলে আল্লার দরবার তাহার সহজ হইয়া যায়। হজরত মজাদ্দাদ আলফেছানী রাঃ আঃ ফরমাইয়াছেন, "আল্লাতালার রেজামন্দি, পীরের রাজীর উপর বিশ্বাস রাখ আল্লার পেয়ারাদের কাল, ছুরা আল কাহাফ ৯ম রুকুতে।

ول هو دور بيني و بينك

অর্থাৎ।—ইহাই আমার ও তোমার মধ্যে প্রভেদ। হজরত খেজের ও মুছা আঃ ছাঃ মের কেচ্ছায় বুঝা খুলিয়া যায় খোদাওন্দ তাযালার নিকট তোমার নেকী হইতে তাঁহার পেয়ারাদের কাজ, তোমার চক্ষে মন্দ দেখা যায়, তুমি বুঝিতে পার না বলিয়া মন্দ জান তাহাই আল্লার নিকট কবুল তাহাদের জুযাবের খাক হও তবে তুমিও সোনা বানাইবার কিমিয়া হইবা। অর্থাৎ আল্লাকে চিনিবা ও লোককে চেনাইতে পারিবা। তাঁহাদের দ উন দেল দিয়া শক্ত করিয়া ধর। তাহা হইলে এই হাদিছ শরিফ বুঝিতে পারিবা

হাদিছ কুদ্‌ছি ;—

قلوب المومنين عرش الله

অর্থাৎ মোমেনের দেল্‌কে আল্লার আরস বলিয়াছে, সেই সমস্ত দেল আল্লার এস্মের আয়না হইয়াছে আয়না মুখ দেলসকল সে এস্মের দেও হইতে আপনা দেলে রৌসনিলয় আরস কুরছি হপ্ত আক্‌লিম ইহা দ্বারায় জাহের হয় দায়রায় ভাল মেহনত যাহারা করিয়াছে, তাহারা বুঝিতে পারে

হজরত বলিয়াছেন ;—

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله و والده

ولده و الناس اجمعين ◉

অর্থাৎ ;— ধন জন, জান এ সমস্ত হইতে হজরতের মহাব্বত বেশী না হইলে মোমেন হইবে না।

হাদিছ শরিফ ;—

موتوا قبل ان تموتوا

অর্থাৎ ;—মরার পূর্বে মরার মত ফানা হও। ফানার মানে সব ভুলিয়া যাওয়া। মরিলে যেমন সব ভুলিয়া যায়। আশেক আপনা মাশুক ব্যতিত কিছু মনে রাখেনা। যদি আর কিছু মনে রাহিল, হাদিছ শরিফের মত ফানা হইল না। সে মিথ্যা আশেক। আল্লার নিকট তাহার কোনই মরতবা নাই।

হাদিছ কুদছি ; আল্লা ফরমাইতেছেন যে, আমি বান্দার ভেদ বান্দা আমার ভেদ। তবে অলির মহাব্বত কর।

ছুরা আশশোরা য় কোরাণে আল্লা ফরমাইতেছেন ;—

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

অর্থাৎ— কেয়ামতের দিন মাল আর ফরজন্দ কোনই লাভ দিবে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি, যে, আল্লার নিকট নরম দেলের সহিত আসিয়াছে, অর্থাৎ আজিজি, কাঁদাকাটি, তাজিম, আদব তব ওজুরী ও জেকেরের সঙ্গে।

আছহাব রাঃ আঃ রা ও বোখারী শরিফ ও এমাম আহাম্মদ রাহেম আল্লা রওয়ায়েত করিয়াছেন, আর হজরত মুছা আঃ ছাঃ বলিয়াছেন যে আল্লা তায়ালা ফরমাইতেছেন। আমার অলিকে যে খারাপ জানে কি তাহার গেলা করে, কি কোনরকম তাঁহার সহিত কিনা রাখে, কি মন্দ জানে, তাহার উপর আমি এই রকম গোস্বাহই যেমন বাঘ আপনার বাচ্চার দুশমনের উপর গোস্বা। আমি তাহার বদলা লই দুনিয়া ও আখেরাত দোন যায়গায়। আর তাহার তাহাদের জন্য আমি

নিজে যাই আর কাহাকেও পাঠাই না আল্লার আসেক ও আল্লার জাকেরদের বড় সবতর

ছুরা নূর ৫ রুকু :

جال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و قام الصلوة و يتاء

الزكوة لا يخافون تتقلب فيه القلوب و الابصار ۞

অর্থাৎ, আল্লার এমন এমন মরদ বান্দা আছে যে, বেচা কেন সওদাগরী অর্থাৎ কোন কারবারে আল্লাকে ইয়াদ করিতে গাফেল হয় না আর নমাজ ও জাকাত ঠিক আদায় করে আর সেই দিনের ডর রাখে যেদিন গোনাগারদিগের দেলও চক্ষু উল্টাইয়া দিবে

ছুরা ত্বাহা এ রুকুতে আল্লা বলিতেছেন :

ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة اعمى ۞

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লার ইয়াদ হইতে মুখ ফেরে তাহাকে দুনিয়াতে কষ্টে গোজরান হইবে আর কেয়ামতে তাকে আন্ধা উঠাইব।

ছুরা কাহাফে আল্লা বলিতেছেন,—যে আল্লাকে ডরায় না দেখিয়া, আর রুজুকরে দেল আল্লার তরফে সেই দেল ভাবিয়া বুঝিবার। বুঝ, কি বলে কি দেলের ভিতরে কান লাগাইয়া দেও

ছুরা নমল ;—

আহাদের মনে বুঝ আছে, তাহার মনে আল্লার নিশান ও অনুসন্ধান আছে যাহারা মন দিয়া আল্লার ধিয়ান ও জেকের করে তাহাদের মনের ভিতর আল্লার নিশান ও পাত্তা আছে দেখ জানওয়ারের

পেটে দুধ হইতে পারে অন্তরে সবার তয় হুজুরে পাক কলমা মাটির পেটে মধু হইতে তাজ্জব করনা এই রকম তজরবাতের দরুণ ও কাফেরদের আওলাদে বড় বড় বোজর্গ হইয়াছেন

এই রকম অনেক পড়া আল্লার নিকটে আল্লার এলেম এমন হাছেল করিয়াছেন যে তাহাদের পলেদের দরজার নিকটেও কেহ পৌছিতে পারেনা

হজরত মজদ্দদ আলফে ছানী রাঃ তাঁর মকতুবাত শরিফেতে ৪৮ মকতুবাতে লিখিত আছে, যে আলেম ও পরওয়ার অর্থাৎ গওর যে যা সে নিজেই পথভ্রষ্ট পরকে কিপথ বাতাইবে। আরো ছুফির অর্থাৎ অবার আলিব ফানা ও বাকা হাছেল করার পরে ছয়েরে আনেকা ও ছায়েরে বেলা হাছেল আলমের হুজুরী অর্থাৎ এলেমে জাহেরী ও এলেমে বাতেনীর হুজুরী ও আসার আত ছেফাতের ছায়ের ও জাত পাকের সাক্ষাৎ হাছেল করিয়া তাহার মুরিদগণকে হেদায়েতের দাওয়াত করিবার করমেন। আর যে কাম নবুয়াতের নছিব ওয়ারেছ হন হযরতের বাদে আর নবি হইবেন না তাঁহারাই হজরতের খাছ উম্মত নবীর কাজ করিবেন হজরত শরিয়ত পৌছাইবেন আর শরিয়তের হুকুম তাহাদের দ্বারা জারি হইবে

হজরত মজাদ্দেদ আলফে ছানী রঃ আঃ ৪৯ মকতুবাতে ফরমাইয়াছেন, বলন্দ নছিব ঐ সব ব্যক্তির যাহাদের মধ্যে এই দুই কামালাত হাছেল আছে জাহের শরীর শরিয়তের হুকুমে সাজান। ও বাতেনে দেলকে মাছেওয়ায় আল্লা থেকে পাককরা। এই সব চেয়ে বড় এলেম ও বড় দরের পেয়ারা।

মোফলানী তালাদিহা জিনিষ আর মোমেন তালাহিদা জিনিষ। রছায়ে হেফাজত ১২ রুকুর মধ্যে,

قالت الاعراب امنا ط قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل

الايمان في قلوبكم و ان تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من اعمالكم

شيئا ط ان الله غفور الرحيم ۞ انما المومنون الذين امنوا بالله و رسوله

ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله ط اولئك

هم الصادقون ۞

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি হজরতের নিকট আসিয়' বলিল যে আমি ইমান আনিয়াছি তৎক্ষনাতই আল্লাতায়ালা হজরত জেব্রাইল আলায়হে চ্ছালামকে পাঠাইয়া বলিতে বলিলেন, ও মাত্র মোছলমান হইয়াছে, ইমান এখনও দেলের ভিতর বৈসেনাই। হাঁ! আল্লা ও তাঁহার রছুলের হুকুম মত চলিলে আল্লাতায়ালা তোমার কোন কামাই কাটিবেক না। তাহারাই ইমান ওয়ালা, যাহারা আল্লা ও তাঁহার রছুলের উপর একিন আনিয়াছে। আর তাহাদের উপরে কোন সন্দেহ রাখেনা আর জানও মালদিয়া আল্লার রাস্তায় লড়িয়াছে তাহারাই হাচ্ছ মোমেন

ছুরায়ে আল্‌কাহাফ ছোলছে হকতালা ফরমাইয়াছেন,—

و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة و العشي

يريدون وجهه و لا تعد عينك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا ج و لا

تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوىه و كان امره فرطا ۞

অর্থাৎ, যাহারা কি তাহাদিগকে ... সাথে ... আপন পরওয়ারদেগারকে ডাকে, তখন দিদারের তলবে অর্থাৎ মুখ দেখিতে পাইবার জন্য তাহাদেরকে ধরিয়া থাক আর তোমার চক্ষু তাহাদেরকে ছাড়িয়া দুনিয়ার মজার তালাশে না যায় আর মানিওনা কথা ঐ সব ব্যক্তির যাহাদের দেল আমার ... থেকে গাফেল করিয়াছি। ও তাহারা আপন নফছের খাহেশের পায়রবিতে আছে আল্লার হুকুমের হদের উপরে নাই ও আর ... ফরমাইয়াছেন,

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء

فليكفر ج

অর্থাৎ আল্লার তরফ হইতে হক কথা তোমাকে পৌঁছান যায়, যার ইচ্ছা হয় মান আর যার ইচ্ছা হয় না মান এই রকম কোরান শরিফে আল্লাহ বলিয়াছেন

এই সমস্ত আয়েত দ্বারা জানা গেল এবং দিদারের তালেব যে আল্লার আসেক, ও আল্লাকে হরদম মনে করনেওয়ালা উহাদের অছিলা ধরিয়া থাকিবে তবুও ও তাহাদের অছিলা কখন না ছাড়ে তাহাতে দেলের সঙ্গে থাকিলে দেল তাজা থাকে ও বেদেল যাহাদের দেলে আল্লার জেকের নাই তাহাদের কথা মানিওনা কারণ মরা দেলের সঙ্গে বেদেল মানুষ যায় ও মঞ্জেলে মকছুদ থেকে দূরে পড়িয়া যায় যার অছিলা আল্লার আসেক নাই, তাঁহার অছিলা সয়তান পূর্বে লেখা হইয়াছে ... যে কোরকান ও ছুরায়ে জোখরাতে আর অছিলা ধরিবার বিষয় এখানে ছুরায়ে আল্ কাহাফেতে ও পূর্বে ছুরায়ে মায়দাতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৯৮ ছয় মোকামাতে এলেম বাবরগ মোজদ্দাদ ও [illegible] বাঃ আঃ ফরমাইয়াছেন, এইরূপে জতেজজর মোনছেব উ [illegible] অর্থাৎ স[illegible]র এশেব বন্দন ক[illegible] জজবার সবমাতে আলমেন ছরদাবে দূর করে মোসাককাতের হাডসের সনগীরজে স[illegible]ফদ করে, ও নফিহেছ র ত ছলুক তয় করায় অর্থাৎ কোবর ও মত নতে পৌছন তরিক [illegible] সহজে জজ্ব এইমে জাত থেকে শুরু দেওবা'ন [illegible] ছায়ের ও ছলুক ইহার অর্থ ইহাতে নিচ মোকাম থেকে বলন্দ মোকামে পৌছায় সয়তানী এলেম থেকে আঃ ন বেজ মন্দির মোকামে পৌছায় জহান্নামের মোকাম থেকে বেহেস্তের মোকামে পৌছায় এই রকম উপরে, তাহারও উপরে ছায়েরে [illegible] ও ছায়েরে [illegible] নফছ বেলায়েত হাছেল করায় ও ছায়েরে [illegible] ও ছায়েরে চৌথ মোকামে দায়েত হাছেল করায় [illegible] রবিব আম্বিয় মোরছেলেনের জন্য খাছ সেই মোকামে পৌছায়

১০৪ মস্তুর, [illegible] হইতে গুজারিয়া বাহির চাই ও নিজের মধ্যে যাওয়া চাই অর্থাৎ আপনারে নিজের মধ্যে মনে রাখ চাই [illegible] পলক আর কাহারও সঙ্গে মনকে না ছাড়ে যে কিছু বাহা আছে নিজের মধ্যে [illegible]র গেরেপ্তারিতে তুমি কিছু না নিজ থেকে খালাছ হও, তবে আল্লা ছেওয় অপরের গেরেপ্তারি থেকে খালাছ পাইবা নিজকে যদি ভুলিল তবে কে কাহার সঙ্গে থাকে [illegible] আপনা হইতে আপনি গুজারিয়া গেলা, তবে হাকেশা আয়েস ও খুসী। যেমন নিজ হইতে গুজারিবা হওর ফরজ তাহার পর নিজের মধ্যে প্রবেশ করা লাজেম পাওয় এই যাবগা হইতে আরম্ভ ছবেরে অখাকী দূরের দূর, ছায়েরে আনফোছী নজদিগের নজদিক। [illegible] মারেফত ও হয়রাত সব নিজের মধ্যে এসব আল্লার বেরবের মোকাম সেরে। ও নিজের মধ্যে।

মোকামতে এমাম বলেন যে তোমরা কি দিগে শরিফে আসিয়াছে যে কলেমার ফজিলত যে একবার বাঙ্গালা পড়ার মত পড়িতে পড়িতে পারিলে তার জাত। তার কুদরতে বয়ান যায় যে রাত্রি যেন তেন নিয়া লিখিতে ও জেওয়র নষ্ট করায় আর রাতে বাকী একিন করায় হজরত ফরমাইয়া ছেন, যে এক পল্লায় একবারের কালেম রাখা যায়, আর এক পাল্লায় সাত তবক আছমান ও সাত তবক জমিন রাখা যায় তো কালেমার তরফ বাহা ওজনই বেশী হইবে

১৪০ মকতুব রঞ্জ ও মেহনত ও হক তরফের আনাগোনা আশেক দিগকে দরদগীর হবেই যাবতীয় আরাম বেআরামে আর সাজবাজ জ্বলন পোড়নে, ও কারবার বেকারবারে ও বাকাত জখমে অর্থাৎ এশ্কের খাও যে এই সকল হইতে দূরে থাকে, যে নিজকে পরকালের কষ্টে ফেলে উচিত নিজকে সাহেবদের নিকট একেবারে সুপির্দ্দ দেয় তাঁহার নিকট হইতে যাহা কিছু আইসে খুশি মনে কবুল করিয়া লয়। যখনা ফেরে এইরূপ জেন্দেগানী করে আর ইহার উপরেই কায়েম থাকে কায়েম না থাকিলে নিজকে লোকসানের মধ্যে ফেলাইল। এই কাজের উত্তম নেহায়ত ও এবতেদা যদি প্রথম কোন মকসুদ না পাও ভাবনা নাই যদি এখলাসের সহিত একাজে কায়েম থাকিলে বিশ্বাসের সহিত ভরসা আছে, যে মকসুদ হাছেল হইবে এই তরিকার বোজর্গানের নিকট হইতে নেছবত একবারে হাতে আইসে, তাহাকে অল্প জানিওনা অনেক জানিবা। কারণ সমস্ত তরিক হইতে এই তরিকার নেছবত বড়ই জোড়ওয়ার পাঁচওয়াক্ত নামাজের সহিত ও হুজুরী নামাজ ও হালালরুজী ও সরিয়তের তাবেদারী এই আখেরাতের নাজতের অছিলা দুনিয়ার ইজ্জত যাহা ফানা হইয়া যাইবে, ও দুনিয়ার নেয়ামত যাহা তোমাকে গাফেল করিয়া দিবে এসব হইতে বাঁচিয়া থাকিবা

ছুরায়ে আনকবুত ৫ রুকু,

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

অর্থাৎ, নামাজ ফোহস ও মোনকের হইতে বাঁচাইবার জন্য কায়েম হইয়াছে অর্থাৎ নমাজের ভিতরে কোনই রকম বেহুদা, গোনাহ কর্ম, বেহুদা খেয়াল, হিংসাত, বেহুদা বাজে মতলব, আর ভুলিয়া কোন কথা মনে আনে না, ইহাকেই ফোহস ও মোনকের বলে। বড় আদবের দরবার দেল আল্লার হুজুরী থেকে, অন্য কোন দিকে না যায়। হুজুরী কালবেতে আল্লার জেকের জারী হয়, জানওয়ারে জেকেরের মধ্যে চিন খুলিয়া দেয়। আল্লাতায়ালা কোরানে শরিফে এরশাদ করিয়াছেন।

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين

অর্থাৎ,—আল্লাতায়ালা সিনা খুলিয়া দিয়াছেন এছলামের জন্য বেশক সে নূর পাইবে, সেই নূর মারেফাতের বা আল্লা জাকেরদের দেলেতে হেদায়েত হইয়াছে। কিন্তু কাফিও জোলমাত, অর্থাৎ যে দেল আন্ধার ও শক্ত, সে দেল মাহরুম হেদায়েতের নূর হইতে, অর্থাৎ ভেদ নেতে হয় না। হুজুরী খুশু ও আজিজি কিছুই হয় না। ঐ জুরা জেকেরের দ্বারা ক্রুতে আল্লাতায়ালা ফরমাইয়াছেন, কাফিরদের জন্য খারাবি আছে। কারণ আল্লার জেকের হইতে তাহাদের দেল গাফেল তাহাদের দেল খারাব তাহারা গোমরাহ অর্থাৎ তাহাদের দেল সোজা আল্লার দিক নাই একারণে তাহাদের দেল গোমরাহ ছাড়া হয় না।

ছুরা তাহা ১মা রুকুতে আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া বান্দাকে বুঝাইতেছেন,

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى

অর্থাৎ আমি তোমাকে পছন্দ করিয়াছি তুমি শুন তুমি যাহা হুকুম করি। আবার ঐ ছুরার ১মা রুকুতে হুকুম শুনাইতেছেন যে এই হুকুম

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

অর্থাৎ তুমি যে আমিই তোমার আল্লা, আমার ছেড়া অন্য কাহারও বন্দেগী নাই তবে আমার বন্দেগী কর, নামাজ পড় আমাকে মনে করিয়া অর্থাৎ অন্য কাহাকে মনে করিয়া না।

হজরত রছুল মকবুল ছঃ অঃ ফরমাইয়াছেন ; অনেক লোকের অর্থাৎ বেশীরভাগ লোকের নামাজের ছটোয়াঁ হিস্যা কি দশোয়াঁ হিস্যা লেখা যায় যে টুকুতে আল্লার তরফেতে দেল আল্লার দিক হাজির থাকে নামাজে সেই অংশ টুকু লেখা যায় বাকি পাঁচ ভাগ কি নয় ভাগ বরবাদ হইয়া যায়।

ছুরা তাহার ১মা রুকুতে আল্লাতায়ালা সাবধান করিতেছেন,

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ‎•

অর্থাৎ, আমি ছাপাইয়া রাখিয়াছি কেয়ামত ও শেষ দিন অর্থাৎ কেয়ামতের ওয়াক্ত ও নিশান বেহেস্ত ও দোজখ হইতে প্রত্যেকে বদলা পাইবে যাহা উহারা দুনিয়াতে কামাই করিয়াছে, ও যাহারা যে চেষ্টা করিয়াছে

ছুরা বানি এস্রা ইল ১২ রুকু ছেজদার মোকামে

ويخرون للاذقان يبكون و يزيدهم خشوعا ٠

অর্থাৎ আল্লার পেয়ারা সকল ছেজদাতে পড়িয়া কাঁদে আর ভয় আজিজি করে নামাজের ভিতর চুপ চাপ কাঁদা কাটি ও আজিজ আল্লার নিকটে খুব ভাল গুজুরীতে পৌছায

নেক চরিত্র ছুরা আল্‌মোমেনুনের ১ম রুকু

قد افلح المؤمنون ٥ الذين هم في صلاتهم خاشعون

অর্থাৎ,—নামাজে খুসু করা বান্দার যে নেক চরিত্র আল্লার হুজুরে বড়ই পছন্দ; অর্থাৎ যে মোছলমান নামাজে খুসু করে আল্লার দরবারে সে আজাব হইতে নাজাত পায় ঐ মতন আল্লা আবার ফরমাইয়াছেন, তওবা করনে ওয়ালা ও এবাদত করনে ওয়ালা।

আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন ,

অর্থাৎ, আল্লার ভাল বান্দা যাহারা জমিনের উপরে আস্তে চলে আর মেজাজে আজেজী রেখ।

হজরত এমাম গাজ্জালী রঃ আঃ ফরমাইয়াছেন; যে ছলমান এবাদত করে আর কাঁদে তার মোনাফেক গোনাবসে আর হাসে

হজরত ফরমাইয়াছেন,—যে ছলমানের মতলব নামাজ রোজা ও এবাদত আর মোনাফেকের খাহেস জানওয়ারের মত, খানা ও পিনা হইলেই হইল

মনুষ্যের সঙ্গে পাঁচ চিজ হামেসা আছে যে পাঁচ চিজের ছহবতের দোষ গুণ জানিয়া চলিলে নাজাত পাইবা আজাব থেকে বাঁচিবা। পহেলা আল্লা ২রা নফছ ৩য় সয়তান ৪থ দুনিয়া ৫ম খলাবুক। অর্থাৎ মনুষ্য এই পাঁচের সঙ্গে কি করিলে বাঁচে ? প্রথম আল্লার সঙ্গে মোয়াফেকাত অর্থাৎ মহিব্বত অনুকে কালি নেগ বদারে

হযাদদাস্ত আল্লাব সঙ্গে না দিতিয় নফছেব খাহেসেব উল্টা কর তৃতীয় সয়তানের সঙ্গে দুশমনি চৌথ দুনিয়াব সাথে অর্থাৎ কুখাহেস হইতে হাত তেলা ও দুনিয়াব হারামি হইতে মন ও চক্ষু থেকে বাহিব কবা যেমন পূর্বেব উপাব বয়ানে লেখা হইয়াছে

পঞ্চম, খানাপেকেব সাহত দিলের মিল মেহেরবাণী ও দুনিয়াব যে সকল কাজে জাহান্নাম হয় সে সমস্ত কাজে মনুষ্যের সঙ্গে মহাব্বতেব এলাকা কাটিয দেওয় অর্থাৎ আলগ থাক বিশ্বাস রাখ যে পর্যন্ত মনুষ্যের সহিত দেলেব জোব ছাড়িবে, আর সহিত মহাব্বতেব ভবসা রাখিও না। আর যে পর্যন্ত আপন দিলকে দুনিয়ার বেয়াছাত ও দবদারাব তলব হইতে পাক করিবান দেলেতে হেকমতের দর্ওয়াজা খুলিবেক না

সয়তান লাইন বলে কি? সয়তান কে কি ও হমব বিবেচনা কবিয়াছ? সে কি প্রথমেই কাফেবিতে ওছওয়াছা দেয তাহা দেয না প্রথম ভাল এক হালালী কাজেব সহায়তেব লোভ দেয, ও সেই লালচে এমন হারিছ ও জেদ্দা বানাইয দেয যে, যে জেদে পাপা হইয যায যখন সে জেদ জোড বাঁধিয়া উঠে তখন কাফেরীতে ওছওয়াছা দেয

তিন রকমেব মানুষ, আমির, আলেম ও ফকির যখন আলেম তাব হয, অর্থাৎ আলেম এলেমের বিরুদ্ধ আমোল করে তখন দিন তাব হইয়া যায ও যখন আমির তারা হয, তখন গরিবদের কজা তাবা হয যখন অলি তবা হয তখন কুল দেশ তাব হয়।

নফছ জোডওয়াব হয, সাহায়াতের নজাদিগি হইলে যখন বেদিন কাজেব খাহেশ নফছে জোব বান্দিলে দেল কালো হইযা যায মানুষের সঙ্গে দুশমনী কবিতে আরম্ভ করে মানুষও তাহার সঙ্গে দুশমনী করে জুলুম অত্যাচার, ফেতনা এই ব্যবসা ধবে বোনই

ফছাদ হয় না কিন্তু হয় মেশকেরহ হাকিম মহাশয়দের তাহা তবমুজ রং আর বড় দরজার গলা। তজ কেবল অ উদাহরণে তাহার ত দিয়েছ হ ছে। তিনি ফরমাইয়াছেন, হারাম ও হালাল খানেওয়ালাকে চেনা যায় যে বেহুদা কাজ করে, গিবত, ফছাদ, ও কিনা, কেবেব, ও বেশ্যা হেরেছ, হারাম খানেওয়ালাদের চিহ্ন অস্তাগফার, তছবি, ও জেকের এহছান এবাদতে খুস্থ, ও খুজু মানুষকে ভাল পরামর্শ দেওয়া, নিজকে ও পরকে আফত থেকে বাঁচান, এ সমস্ত হালাল খানেওয়ালার ছিন।

নছিহত তোমাদের জন্য পরহেজগারী ঐ কে বলে যে কেয়ামতের দিন কেহ তোমার দাউন না ধরে; জোওয়ামর্দ্দি উহাকে বলে যে কেয়ামতের দিন তুমি কাহারও দাউন না ধর আজিজ ঐ ব্যক্তি, যে লোক তাহারে জলিল করিতে না পারে আজাদ ঐ ব্যক্তি যে লালচের গোলাম না হয় রাজা ঐ ব্যক্তি যে শয়তানের পাঞ্জে গেরেপ্তার না হয় আকেল ঐ ব্যক্তি, যে পরহেজগারী করে আল্লার জন্য, মানুষের জন্য নহে আর আপন নফছের হিসাব নিকাশ লইতে থাকে কি নিশ্বাসে, যে কেয়ামতের নিকাশ হইতে বাচে

ছুরা আশশুরা ১ম রুকুতে আল্লা ফরমাইয়াছেন,

ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاء

في رحمته

অর্থাৎ,—আল্লা যাহাকে চায় তাহাকে আপন তরফে খেঁচিয়া লয়, আর যাহাকে আপন দিকে মতওয়াজ্জা করিয়া লয়, তাহাকে হেদায়েত দেয় এলেমের তিন অক্ষর ع - ل - م - ع দিয়া এলমে খোদা আল্লাকে জানা। ل দিয়া লেল্লাহ আমোল অর্থাৎ আল্লাকে পাইবার আর রাজি করিবার কাজ করা م তে মোখলেছ এলেমের দ্বারা আমোল করিয়া খাঁটি হওয়া, এমন থাকে যে লোকের নাম

ও নিশান … কে যে কান ও বাকর কে কম … যে ন্যায় হন গাফেল হইবে না, জাত ও ছেফাতের দিক মন চক্ষু … ও … বাহিরে পারিবেক না।

হজরত ছাহেব তওয়াত রঃ আঃ, ফরমাইয়াছেন, তাহা বলে ও বেদার হয়, আর যে সব তাহার তাবেদার হয়।

হজরত … ফরমাইয়াছেন যে খোদা তায়ালা বলিয়াছেন যে আমার বান্দা আমার নজদিগি হাছেল করে, হামেশা নফল এবাদতের দ্বারা এপর্যন্ত যে আমার মহবুব হইয়া যায় তখন আমি হই তাহার কান, যাহা দিয়া সে শুনে তাহার চক্ষু, যাহা দিয়া দেখে তাহার হাত, যাহা দিয়া ধরে তাহার পা, যাহা দিয়া চলে বোখারী শরিফে এ রওয়ায়েত আছে। অন্যান্য হাদিছের কেতাবেতে ইহার চেয়েও বেশী লেখা আছে আমি হই তাহার দেল, যাহা দিয়া সে বুঝে ও তাহার জেবান, যাহা দিয়া বলে। এহাদিছে কুদছি হাদিছ বুখারির অর্থ এই

ছুরা মজম্মেলে তায়ালা ফরমাইয়াছেন.

واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا

অর্থাৎ, তোমার রবের নাম জেকের কর … তার হও তার দিকে সব হইতে আলাদা হইয়া সমস্ত দেলের খেয়াল ও বন্ধন কাটিয়া। নিজেকে পুরা তর এতেবারে ছাড়িয়া দেওয়া ইহাকে জোয়ামেদি বলে ও নেক ব্যক্তি খাজনা বান হবার কিমিয়া, এ অবস্থায় বান্দার সব কাজ তাহা করিয়া দেয় আরও ঐ ছুরায় ফরমাইয়াছেন;

رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا

[illegible] ও [illegible] তাহার [illegible] বড় [illegible] তাহাকে ভালমত ধর, [illegible] নিজের [illegible] তাহার উপরে [illegible] [illegible] ধরিল, আর তাহার [illegible] নিজেকে [illegible] [illegible] [illegible] বহু আশা [illegible] [illegible] হইয়াছিল

[illegible]

[illegible] [illegible] সহিত [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

অর্থাৎ, তোমার দেহে কিছুই থাকিবে না, [illegible] [illegible] [illegible] কুলফাকে বাহির করিয়া দেয় তাহার দামোন শক্ত করিয়া ধর

পীর [illegible] বড়দেরের কবিরাজের চেয়েও উত্তম। কবিরাজ [illegible] জোলাপ দিয়া রোগের জড় বাহির করে পরে রোগের জাহির পরিষ্কার হইবার ঔষধ দিয়া, রক্ত পরিষ্কার ও খাঁটি করে। তাহার পরে বলের ঔষধের দ্বারায় বল করিয়া দেয়। এই রকম পীরের দ্বারায় চিকিৎসা। জাহান্নামের আজাবের রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া ও বেহেশ্‌ত সুখের [illegible] দোরস্তের বেগ হওয়ার চিকিৎসা। এই

খানা কিশমেশ, কলা কিম্বা বড়ুগ [illegible] কিছু [illegible], না খেয়ে অর্থাৎ [illegible] করিবে ও কোন [illegible] কাজ [illegible] নবধার কি হওয়া দাড়ায় মনুষ্যের উচিত আপন [illegible] থাকে রোগী অনেক জন কবিরাজ রোগীর [illegible] | [illegible] কবিরাজ হইতে পারেন

আসেক মাশুকের ভেতরে আশুক [illegible] এক আসেক বলিতেছেন, "আমার দেলে [illegible] কিছু [illegible] কিছু আসে না, [illegible] কাব কোন [illegible] মনে আসে। [illegible] মনুষ্যকে [illegible] পয়দা করিয়াছেন যখন [illegible] তখন [illegible] কাজ [illegible] চলিবার কৌশলের দরকার।

আমি ছশরিফ; তোমাকে দিয়া [illegible] পয়দা করিব তাহার উপরে [illegible] ছিট [illegible] দিয়াছে [illegible] সে কৌশল ও বুদ্ধি পাইবে [illegible] করিবে তাহার উল্টা [illegible] পাইবে

আল্লাহ তা'লা ফরমাইয়াছেন যে আমার দোস্তদিগকে হজরত এবং [illegible] হজরত [illegible] হজরত [illegible] আমাদের হজরত রসুলে পাক ছঃ আল্লার [illegible] অর্থাৎ আমি পয়দা করিয়াছেন [illegible] দোস্তকে আমার নূর দিয়া পয়দা করিয়া আপন জাতের [illegible] রাখিয়া পরওয়ারেশ করিয়াছি আমার আশেকেরা আমাকে বলে, আয় পরওয়ার দেগার [illegible] আমার মধ্যে একথা আল্লার জাতের উপর ফেরেস্তা হইয়া বলে

আল্লা ফরমাইয়াছেন;—যে আমার তুষ্টি রাখে, আমি তাহার দোস্ত [illegible] ফরমাইয়াছেন; আমার সঙ্গে খেলখেলাতে যে থাকে

আমি তাহার সঙ্গেই বসিয়া থাকি। খেলওয়াতের অর্থ; আল্লার এবাদতের জন্য পাক নেবলা যায়গা।

আল্লা ফরমাইয়াছেন, যে আমাকে খুঁজিবেক সে অবশ্য আমাকে পাইবেক [illegible] দেওয়া হেচনে জামাল ইউছোপ আঃ ছঃ মের চেহারা দেখিয়া কহাতের সময় মেছেরের ভূকা লোক সকলের, ভোগ ভুলিয়া যায় ও আওরত সকল লেবু কাটিতে, হাত কাটিয়া যদি কষ্ট অনুভব না করিয়া থাকে তবে অল্লার আশেকরা, আল্লার জামাল দেখিয়া দুনিয়ার দুঃখ ভুলিবেনা কেন।

আল্লার জমালে দেল বাঁধিবার জন্য, জেকের ও ফেকের কারার হইয়াছে [illegible] যে যার মহাব্বত রাখে, সে তারে মনে করে ও তাহার ফেকেরে থাকে [illegible] আপন জেকেরে এমন মশগুল হয়, যে শেষ দম [illegible] না ছেড়ে [illegible] দিন [illegible] জন্য [illegible] ভাবনা ও চিন্তা [illegible] যদি ভুলে, তবে মোশরেক হওয়া হইবে [illegible] জেকের ও [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] হয়, তবে [illegible] হয়

[illegible] উক্ত [illegible] সমস্ত [illegible] জেকের ও তাহার [illegible] আল্লার জেকের ও আল্লার দেজার তলবগার।

১৭৩ মকতুব [illegible] কালেমা নফি এছবাত, তাহার অর্থ এই আল্লার এবাদতে যত ফিকির [illegible], মন মনের ও নজরের জ্ঞান হইতে দূর করা [illegible] যাহা কিছু মনে কি চক্ষে আইসে সব 'লা'র তলয়ারের নীচে কাটিয়া বাহির করা ও মকছুদ যাহার এবাদত, সেই আল্লা ব্যতিত মনে ও চক্ষে ও জ্ঞানে কিছুই না থাকে। এই রকম কালমার আমোল এবিবাতে আমোল করিলে বুঝিতে পারিবে

১৮২ মকতুব। হজরতের নিকট আছহাব সকল আপন মনের খাতরাত অর্থাৎ খারাবির সেকায়েত করিলেন হজরত ফরমাইলেন কামাল ইমানে কামাল একিন পয়দা হয় ও কামাল একিনে কামাল কেবর আওার হাছেল হয় যত ইমান কামেল হবে তত কোরবের কামাল হইবে। ওছওয়াছার সাবগা থাকিবে না। যখন কোর্ব হাছেল, তখন ওছওয়াছা কিসের, এজামানায় আল্লার কোর্ব ও হুজুরীতে খতরা ও সন্দেহ অনেক আর না লায়েক ওছওয়াছা সমস্ত অনেক আইসে। এসব ইমানের ও একিনের দোষে হয় এই রকম খাতর নিষ। খবরদার ইমান কামেল হাছেল করিতে কছুর করিও না

১৮৯ মকতুব। তরিক রাবেত্তা অর্থাৎ পীরের সাথে মহাব্বতের আভিলাষবা অন্যান্য সমস্ত তরিকা থেকে এই তরিকা জলদি কোরবে পৌঁছায় ... মহাব্বতের ... বেশী ফায়দা রাবেত্তার ... কোন তরিকা নাই যে এরকম জলদি পৌঁছাইতে পারে

... যে ব্যক্তি অনেক আল্লাগ ফার করে তাহাকে, ... থেকে কেশ দিগিতে ... পেরেসানি থেকে খুসি ও ... আনিতে ... থেকে পৌঁছায় যে তাহা বুদ্ধিতে আইসে না।

ঐ কেতাবে,—যে ব্যক্তি "লা ... ইল্লাল্লাহ" মেট কয় তাহার ... হইয়া যায় এই কলেমা নিবা নবই ... ব্যাবারের দাওয়া, যাহার আদনা ;—গম

হজরত ফরমাইয়াছেন ; এই কালমা বক্তত যে কয় মোহতাজের আফত থেকে আল্লা বাঁচায় আবার ফরমাইয়াছেন,—এই কালমা বেহেস্তের গঞ্জের এক গঞ্জ ইহার অর্থ, নাই গোনা থেকে বাঁচিবার কিন্তু আল্লা

তুই আপন কুউয়াত দিয়, আমাকে গোনা থেকে বাঁচা আর নাহি কিছু তাকত, আর না গোনা তাহাতে বাঁচিবার কিম্বা তোর কুউয়াত ও মদতের দ্বারায়।

ওজুদের নাশ, অর্থাৎ আল্লার প্রেমেতে বেহুস হইয়া, নাচা, কোঁদা, গজল গাওয়া কাঁন্দা ইহার আদবের বিষয় একছিন দেখায়েছে ছামাব নয়ানে দেখ ইহাকে হারাম বলা খাতো ওবাজুদ এক প্রেমের ফেই সে এক হাল, আনমে গাবের থেকে আসিয়া, জাকেরের দেলে পয়দা হয় সে আল্লার প্রেমের এক আগুন দেলকে এমন সাফ করে, যেমন আগুনে চাঁদি পুড়িয়া সাফ হয়। কোন রেয়াজতে তেমন সাফ হয় না যে দেল যেমন ও দিল ছাপ হয় ইহাতে কতকে এ হতে হইতে ভুলিয়া বই যায় ও এ পালয়ের কিছুই বোধ থাকে না। সে সময় তাহাদের শরীরে কিছুই বল থাকে না পড়িয়া যায়, বেহুস হইয়া যায়; দুঃখ ও সুখের জ্ঞান দূর হয় এ জিনিস উহাদের জন্য ফরদ দর হয় যাহাদের তরিকার দেলের জিকের কী পয়দা হইয়াছে যাহাদের মধ্যে নফছের বদমায়েসী আছে ও তরিকার ভুক্ত নহে তাহাদের জন্য নফের চেয়ে লোকসান বেশী।

এই মকছুদ তরিকার বোজর্গেরা, নফছ পাক হওনার জন্য কতক তৈয়ব এক্তিয়ার করিয়াছেন লা-এর ঝাড়ু দিয়া দেল ছাফ না করিলে আল্লার তজল্লির মেহমান পৌঁছিতে দিবে না আল্লার প্রেমের আগুন, যে দেলে পয়দা হওয়া উঠে, মাশুক ব্যতিত সব পোড়াইয়া ছাফ করিয়া দেয় লা'র তলোওয়ার দিয়া গয়ের হক কাটিয়া ফেল, তার পর দেখ কি থাকে মাত্র আল্লা সঙ্গে থাকে, আর সব চলিয়া যায় তখন খুসি হও, যে এই এশক তোমার মধ্য হইতে সমস্ত শেরেক জ্বালাইয়া পাক করিয়া দিল এসম্বন্ধে হজরত মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন।

[illegible]

হজরত [illegible] ফরমাইয়াছেন, [illegible] ও [illegible] অর্থাৎ [illegible] আসিতেছে, [illegible] দেখ [illegible], ও [illegible] [illegible] দেখা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া দাও

[illegible] অর্থাৎ [illegible] আনওয়ার ও [illegible] আসিয়া [illegible] হয়, [illegible] [illegible] পৌছায় ও [illegible] অর্থাৎ [illegible] সকল [illegible] [illegible] কামালের [illegible] পৌছায়

হজরত [illegible] ফরমাইয়াছেন — [illegible] করনেওয়ালা [illegible] বাদশাহ [illegible] দেখে ও চিনে, তাহা [illegible] অর্থাৎ [illegible] নিজকে [illegible] করিবা চিনে [illegible] পাক বলিয়াছেন "তোমাদের দেলের ভিতরে [illegible] আছে, তোমরা [illegible] পার না, [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ঐ রকম বেনেশান হইতে [illegible] পারিলে বেনেশানের নেশান, পাইতে পারিবেক না।

এখন ছায়েব ও ছলুকের ফল। নফছ পাক করা আর দেলকে এমন ছাফ করা, যে বাতুনের রোগ সকল দূর করিয়া দেওয়া। মানুষের দেলের ভিতরে কত রকম রোগ আছে যে মনুষ্যকে [illegible]

আজাবে পৌছ হবে সেই সমস্ত রোগ অড গুনা মনের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া, ঐ কে তরিকতে হালের ছুরত বলে অর্থাৎ দেলের হালাত কামেল ও তোনওয়ার একিনের হমানের হয়

তৌহিদ দুই রকমের তৌহিদ অজুদি ও তৌহিদে সহুদী তৌহিদে অজুদি মৌজুদ জানা, যেন তাহার গায়েব ও ... কিছুই নাই এ কাশফ হেকেকত বাচাক এগে সরিয়েতের খেলাফ হইয়া পবে এই হেতু কে হজরত মনছুর বঃ ত শাস্তি পাইয়াছেন ও সহুদ, এক আল্লা কে দেখা অর্থাৎ তালেবের নজর আল্লা ব্যাতিত কোন দিকে না যায় আবদ মাবুদের তফাত এমানে ইছেল হয়। এই ঠিক সরিয়তের বস্তু আর এই হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ শিক্ষা দিয়াছেন পীরের সঙ্গ বরেকত দ্বারা ঠিক আছে সেই সহুদিতে বাস্ত পায় ও যে পীরের রাস্তা কাটিয়া দেয় সে অজুদি কিম্বা অন্যান্য বেসরিয়তি গোমরাহিতে পড়িয়া নষ্ট হয়।

হজরত খাজা নক্সাবন্দ র. অঃ হের নিকট একজন ছওয়াল করিল, কে ছলুক ও কবার মকছুদ কি ? কে মারেফতে এলাহি হয়াসে আল্লা কে হক চেন যাহা এলেমের বয়ানে জমা করা হইয়াছে তাহা খুলিয়া যাওয়া, ও যাহা দলিলের দ্বারায় শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হয় তাহা খোদ দেখিয়া লয়। অর্থাৎ সরিয়তের মছলা দলিলের দ্বারা জানে তাহা ছলুকে কাশফে দ্বারায় জানে যেমন হজরত এলেম অহি দ্বারা পাইয়াছেন বোজর্গানে তরিকা ঐ এলেম হজরতের অছিলায় এলহাম ও কাশফ দ্বার পান সরিয়তের কেতাব ও কোরাণ শরিফ আছমান হইতে কাগজে কেতাবে নামে নাই অহি, ফেরেস্তা দ্বারায় হজরতের মুখেও কানে ও বুকে পৌছে তাহাকে অহি বলে আর হজরতের অছিলায়, অলি আল্লা দিগকে পৌছে তাহাকে এলহাম ও কাশফ বলে।

[illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ২ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الانعام و الحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا و الله عنده حسن المآب ۞ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنت تجري من تحتها الانهار خلدين فيها و ازواج مطهرة و رضوان من الله ۔

অর্থ, —মানুষের [illegible] ও [illegible] [illegible] জিনিসের [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] ইত্যাদির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য দিয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহার নিকট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] সুখে থাকিবে

৩য় সূরা আল এমরান, —

لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله ۔

অর্থাৎ, মোছলমান কাফেরদিগকে তাহাদের দোস্ত [illegible] যে এই কাজ করিবে আল্লা [illegible] [illegible] সে কাজের [illegible] এরকম দোস্ত করিবা না। পরওয়ার দেগার [illegible] আপনাকে [illegible] আমাদের [illegible] করিল দে [illegible] আমাদিগকে দোজখের আগুন হতে।

ঐ ছুরার ১ম রুকুতে,

[illegible]

[illegible]

অর্থাৎ — [illegible] আমাদের পরওয়ার দেগার [illegible] যখন আমাকে হেদায়েত করিয়াছ [illegible] দে আমাদের, আপনার নিকট হইতে মেহেরবানী বেসক তুই সব দেনে ওয়ালা।

৪০ রুকু ছুরা বাকারা শরিফে,

[illegible]

[illegible] ([illegible])

অর্থাৎ, [illegible] কষ্ট দেন না কাহাকে, কিন্তু ঐ [illegible] মকদুর, যেটুকু সে পারে। যে যেমন কর্ম করিবে, তেমনি পাইবে। ক্ষমতা রাখিতে না পারে, তবে গেরেপ্তার হইবে [illegible] আর পরওয়ার দেগার আমার ভুল চুক ধরিওনা [illegible] পরওয়ার দেগার আমার উপর ভারি বোঝ দিওনা, যেমন দিয়াছিলা তাহাদের উপরে [illegible] আর পরওয়ার দেগার আমাকে দিয়া, [illegible] জিনিষ উঠাইও না, [illegible] আমি রাখিনা [illegible] বখসিয়া দে আমাকে, আর রহম কর আমার উপর তুই আমার ছাহেব [illegible] মদদ দে [illegible] কাফেরের কওমের উপর।

[illegible] কি [illegible] করিতে না পারে।

[illegible] নমবরে [illegible] যেই বনো তাহার বন্ধি পাবে

• ১২ মকতুব [illegible] বস্থায় [illegible] সাত কদম [illegible] জাহানে থাকে আর পাঁচ কদম [illegible] আলমে [illegible] তজলি [illegible] ছোট, তেহরা [illegible] হইতে [illegible] জাতিং [illegible] থাকে [illegible] রকমে দরজা বদরজা [illegible] কদমের [illegible] কদমে নিজদেরকে দূর করায়, আর [illegible] হওয়া [illegible] সমস্ত কদমের শেষ বাদে ফানা শেষ হয় ও [illegible] ফানা বাকা [illegible] হকিকতে মহম্মদী ও আহম্মদীতে [illegible] পৌঁছিলে হয় [illegible] উপর ছালাত ও ছালাম [illegible] ফানা ও বাকা সম্বন্ধে হজরত মজাদ্দেদ [illegible] এলামে [illegible] বলিয়াছেন:

[illegible]

মোখাম্মেজার [illegible]

[illegible]

১৩৭ মকতুব [illegible] আল্লা [illegible] কোন ব্যক্তি [illegible] দুনিয়ার [illegible] গিয়াছে, আর আল্লার [illegible] গরম হইয়া গিয়াছে

[illegible] সমস্ত [illegible] অর্থাৎ [illegible] আর [illegible] দুনিয়ার [illegible] সমস্ত এবাদতের [illegible] হজরত [illegible] দুনিয়া ও দুনিয়ার মত [illegible] মাল উন

১৪০ মকতুব হুসিয়ার হইয়া জান, যে তোমার দের বখতি ও [illegible] তাহাদের দেরবখতি, ও সকলের খায়ের, ও আজার [illegible] হইতে [illegible] দারয [illegible] মঙ্গল [illegible] পারায়

সাধ্য অনুসারে সমস্ত সময়েই জেকেরে [illegible] এক [illegible] তাহার নাম ভুলিয়া [illegible] দোষ অর্থাৎ [illegible] মনে [illegible] [illegible] তাবপর [illegible] [illegible] এখানে সমস্তকে এই [illegible] [illegible] করা অনেক উত্তম, [illegible] আবশ্যক। অর্থাৎ [illegible]। [illegible] না করিলে কোন [illegible] যোগ্য হইবেক না [illegible] একবারে [illegible] [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] জেকের [illegible] জেকের [illegible] এক [illegible] কবিবির [illegible] [illegible] জারি [illegible] সেই [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] থাকিতে [illegible] আর [illegible] তবে তাহার [illegible] জেকেরের [illegible] কি [illegible] জেকেরজারি [illegible] [illegible] জেকের [illegible] পূর্বে লেখা হইয়াছে [illegible] কোনও [illegible] জারি হইবে। [illegible] তাহার কোন [illegible] [illegible] না [illegible] পায় আসিলে তাহার পাক [illegible] পাক [illegible] দরবার হইতে [illegible] মোকাম পর্যন্ত [illegible]

জেকের করিবার সময় [illegible] হয়, তাহাতে কোন [illegible] করা। [illegible]

আহার দরবার ও [illegible] থাকিবার কথা তাঁহার দ্বার পায়, ও সদাও সাক্ষাৎ তাঁহার বাধা আছে। আর পীর যদি কোন কথা পড়িয়া বাবরক দেন, এতেকাদ ও এখলাছের সঙ্গে বাঁধিয়া [illegible] পড়ে। আর উহার [illegible] উপকার যে সকল ওয়াকেয়াত কেরামত ইহা পরকাশ হয় তাহার উপর এতেমাদ ও এতেবার করিও। ইহা ঠিক জান যে [illegible] উন্নতি ও ফায়দা ঠিক মুরিদের এতেকাদ মোতাবেক হয়। [illegible] দোলের সঙ্গে [illegible] খাবস ও সোব [illegible] [illegible] ও এজুরের আহকাম মানিবা।

পীর [illegible], [illegible] ও [illegible], আপনার নিত্য [illegible] ও শেষ কামালে পৌঁছিবার সময়, পীর অনেক বাতিন কবিরা [illegible] [illegible]

[illegible] করিয়া, তবিয়ত আদব দেখাইতে থাকে তাহাকে বাহির করিয়া দিন এবং বলিয়া যে, আমার নিকট আমার [illegible] দিতে হওয়া [illegible] আপন পোশাক দোরুস্ত করিবে। [illegible] থাকিবে। ইহাতে আমার সমস্ত হুকুম মানে পারিবে। বুঝিয়া দেখ, দুনিয়ার কাজে যেমন এত আদবের আবশ্যক, তখন খোদা তালার কাজের জন্য কত আদবের আবশ্যক। পীর যেখানে বসেন সেখানে বসিতে নাই। তাহার ছায়া মাড়াইতে নাই। তাঁহার জায়নামাজে পাও দিতে নাই। তাঁহার [illegible] ব্যবহার করিতে নাই, তাঁহার বাসন ব্যবহার করিতে নাই। তাহার সামনে ভাত পানি খাইতে নাই, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে নাই, কাহারও দিকে একটুও মনোযোগ হইতে নাই। তাহার গায়েবেতে অর্থাৎ বিনা উপস্থিতিতে যে যায়গায় তিনি আছেন সেদিকে পা দরাজ করিতে নাই, সেদিকে থুক

ফেলিতে নাই। আর পীরের দ্বারায় যাহা কিছু প্রকাশ হয় তাহাকে ভণ্ডামি নিবেক যদিও অনেকেতে তাহা জানিয়া দেখা যায় যে যাহা বলেন এলহাম হইতে করেন আল্লার হুকুমে বলা করেন যদি কোন খাতাও দেখা যায় তাহা বেহুদা, তবে যে এসব গা ছাড় দেবও হইয়াছে তাহাতে মতামত বিশ্বাস কেন এমন করিলো এটুকুও মনে করা জায়েজ নাই। বুঝিয়া দেখ যখন পীরের সঙ্গে সোহবত হইল তখন মাহবুবের দ্বারায় যাহা কিছু প্রকাশ হয়, মোরিদেরের চক্ষে সে সমস্ত কাজ মাহবুব দেখায়। তালেবের যাহা কিছু কাশফ হয়, তাহার ভাল মন্দ পীরের কাছে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। নিজের কাশফের উপরে কোনই বিশ্বাস রাখিবে না। পীরের বিনা হুকুমে তাহার নিকট হইতে উঠিবেক না ও তাঁহার সামনে উচ্চ আওয়াজে কথা বলিবেক না ও পীরের সঙ্গে চিল্লাইয়া কথা কহিবেক না। ও যেখানে ও যখন যে ফয়েজ পাইবে, পীরের অছিলায় পাইতেছে এই বিশ্বাস রাখে। যদি কখন কোন পীরের কাছেও থাকে কিম্বা কোন মাজার শরিফে যাবে, সেখানে যদি কোন ফয়েজ ও ফায়দা বেশী পায় তাহাও বুঝিবে যে পীরের দ্বারায় পাইতেছে। আর জানিতে হইবে যে আমার পীরের জরিয়ে কামালাত ও ফইউজ পাইতেছেন। পীরের সঙ্গে এতেকাদ ও মহব্বত মজবুত রাখে কোনই বেহুদা খেয়াল পর্যন্ত পৌঁছিতে না দেবেন। কিন্তু ভুল বশতঃ কোন কছুর হয় তাহাতে ভয় নাই। যদি কোন আদবে ভুল হয় আর লজ্জিত না হয়, তাহা হইলে কোন ফয়েজ হইতে বরকত হাছেল করিতে মাহরুম হইবে। এত সমস্ত আদবের সার এই যে, আপনার মহব্বত ও হুজুরী ও বেজামন্দির তামাম হাছেল করিবার পর পীর আপনার জাত পাক হইতে যাহা কিছু ফয়েজ ও বরকত তালেবের দেলে পৌঁছে পীরের অছিলায়। এ অবস্থা অত্যধিক কবুল থাকিলে বরকত হাছেল করিতে সক্ষম থাকিবে। দেখা যাবে আপনা হইতে পাব

হইতে পৃথক নহে।

সরিয়ত হইল হাল আর তরিকা হইল মগজ। হজরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী রাঃ আঃ স্বকৃত মকতুবাতের জেলদে আউয়াল ৩৬০ মকতুব মৌলানা হামিদ বাঙ্গালীকে লিখিয়াছেন, সরিয়ত যেমন নামাজ [illegible] তাহছিলে কামালাতে নবুয়ত ও বেলায়েত [illegible] হাছেল হয়, যেমন তাহারত [illegible], [illegible] জাহের ও বাতেন [illegible] হইতে পাক করা [illegible] আর সরিয়ত যেমন নামাজ, যে দেল পাক হইয়া [illegible] উকুফ হইয়া হাজির হওয়া। তবে সরিয়ত [illegible] সমস্ত কামালাতে বেলায়েত ও নবুয়তে পৌঁছায় [illegible] সরিয়ত ঠিক নাই তাহার তরিকায় [illegible] বুজুর্গী সমস্ত [illegible] যাহাদের সরিয়তের সঙ্গে তরিকা [illegible] তাহারই [illegible] সরিয়ত যেমন নামাজ, নামাজ ঠিক জোল্ল মোমেনিন [illegible] উকুফের মধ্যে সমস্ত ত্যাগ করিয়া [illegible] আর কোরান [illegible] হাজের হওয়া এই হইল বেলায়েতে নবুয়তের কামালাত এহকে কামেল সরিয়ত বলে। সরিয়ত আহি অর্থাৎ [illegible] হজরতের নিকট জানিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

তোয়াজ্জোর বাবে হজরত মৌলানা শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেছ দেহলবী ছেরেক ছাহেবের তফছিরে বিশেষ রূপে লিখিত আছে। যে হকিকতে তোয়াজ্জো, ও মোরাকেব, মোশাহেদ, ও মোকাশেফ ও ফায়েজের নজুলের অবস্থা খুলিয়া যাইবে। তোয়াজ্জো চারি শ্রেণীর একের পরে এক। প্রথম এনেকাছি,—তাছির জন। দ্বিতীয় এলকায়ী,—দেনেওয়ালা। তৃতীয় এছলাহী,—ছাফকরা। চতুর্থ এত্তেহাদী,—তাহার বুজুর্গী আয়াতে যাহা জেবাইল আঃ ছঃ ছালামের ছিনার ভিতর মারফত তনিয়া দিয়া, হজরতের ছিনার ভিতর এমনভাবে পৌঁছাইয়া দিয়েছে যে, যেমন দুধে ও চিনিতে মিশিলে মিষ্ট ও মজা হয়,

এবং তাঁহার চেয়েও উৎকৃষ্ট হও ও মিসক [illegible] হইবে [illegible]
তোবা হয় বলে।

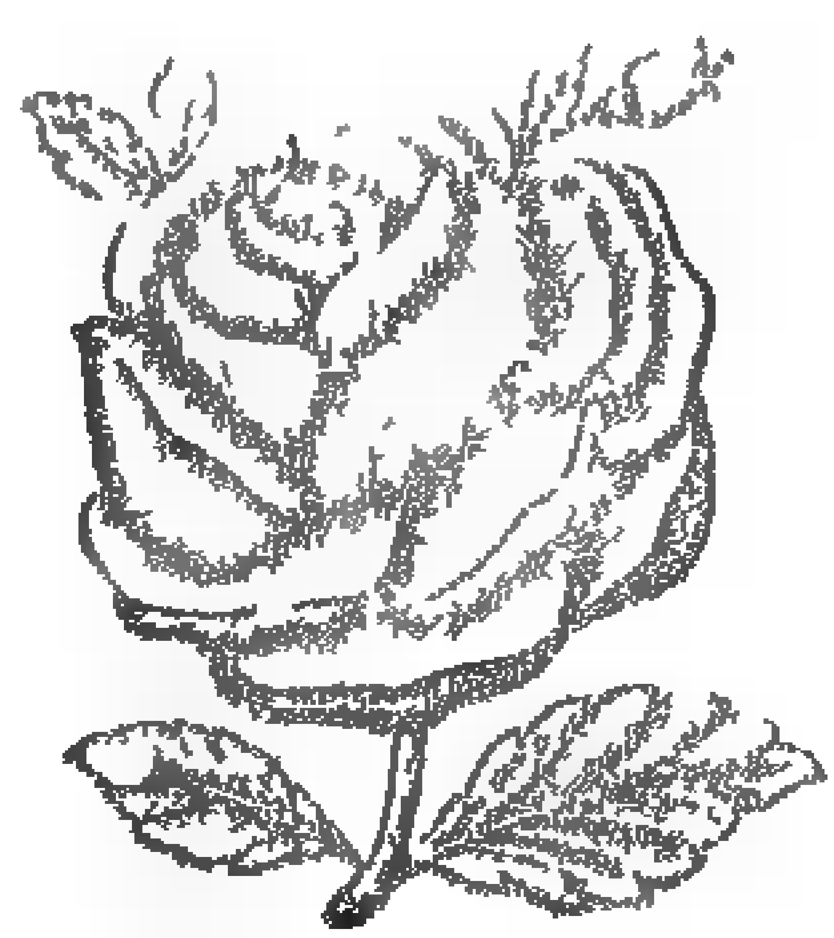
এই তোষক্কা উপযুক্ত কামেল মোরশেদ পীরের খেদমত ও তাঁহার শিক্ষা ব্যতীত কেতাব দেখিয়া বা নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া, সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কামেল মোকাম্মেল পীরের নিকট মুরিদ হইয়া তাঁহার আদেশ ও শিক্ষানুযায়ী তাঁহার যোগে আধ্যাত্মিক জগতে গমন এবং ক্রমে ক্রমে খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য পথ অতিক্রম করার নাম ছায়ের ও ছলুক।

ছায়ের ও ছলুকের মকছুদ এই যে, নফছকে পাক করা, আর কলবের অপবিত্রতা ও ব্যারাম দূর করা। ব্যারামের জন্য [illegible] তাহাদের নিশানা। আল্লাহ তায়ালা কোরান শরিফে বলিয়াছেন "ফি কুলুবিহিম মরজোন" (তাহাদের অন্তরে রোগ আছে)। [illegible] বলিয়াছেন যে, মারেফাত যাহা কেতাবের দলিলের দ্বারা ছাবেত হইয়াছে তাহা ছায়ের ছলুকে (ছলুক অর্থ আল্লার রাস্তায় চলা) ও কাশফের দ্বারা (কাশফ অর্থাৎ দেলের চক্ষু [illegible]) [illegible] একিনের নূর পাইয়াছেন। ছালেক বা [illegible] অতিশয় [illegible] ও কশফ [illegible] (১) ছায়েরা ছালেক যে [illegible] জন্য [illegible]

(১) কাশফ অনেক রকমের হয়, নফছানী কাশফ অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে দুনিয়ার জন্য যে সমস্ত রেয়াজত করে তাদের ও আমেলদের অর্থাৎ যাহারা দুনিয়ার সুখের জন্য কোরান শরিফ ও হদিছ শরিফ ও আছমার আমল করে অথচ খোদা তা'লার বিশেষ বিশেষ নাম সমূহের জন্য [illegible] তাহাদের আকেবাতে কোনই অংশ নাই। ইহাদের উপরেও কাশফ হয় কিন্তু তাহাকে এস্তেদরাজ বলে। ছালেকরা তাদের নফছকে ছাফ করে তাঁহার মদদের দ্বারায় তাহার রেজামান্দির মোকামে নিজকে পৌঁছাইবার জন্য যে, রেয়াজত করে, তাহাতে তাঁহার ভাইদের দ্বারায় যাহা তিনি তাহাদিগকে জানায় তাহাতে শয়তানের দখল নাই। তাহাতে আছরার সব মজবুত থাকে। আম্বিয়া, আওলিয়া ও ফেরেশতা ও আল্লার কুদরাত এই সমস্ত অছিলাদ্বারা যে কাশফ হয় [illegible] আল্লা নিজেই কোরান শরিফে ইহার সমর্থন দলিলে এরশাদ ফরমাইয়াছেন,—'আল্লামাল এনছানা মালাম ইয়ালাম' অর্থাৎ এনছানকে যাহা না জানে তাহা জানাইতে চান। অতএব কালাম কে বিশ্বাস না করিলে ঈমান নষ্ট হয়। আল্লাহ পানাহ দেউক।

আমার পক্ষে ভাবিয় দেখ আর ক পূর্ণ ফতলে ... কল্পনা করিলা. দেশ ও জাতির ... আমার ... মোকামের চক্ষে মাহবুবের ... , তবে ... মুহম্মদ ব্যাতীত আর কে ... পছন্দ ... কোন করিবে, এইরূপ তৌহিদ ... হজরতের বা ... হকোন প্রকারের ... পৌছাইয়া ... ইহার উদ্দেশ্য ... ও ... পালন করিতে থাকে মনিক ও হাকিম মতে ... থাকে

তারেক অর্থাৎ ... মুরিদগণকে ... ও মোকামের ... নিকট ... বুদ্ধি, সহবৎ, আদব ও মহাব্বত এবং চরিত্র ... বিশেষ ভাবে এখতেয়ার করিতে হইবে ... চরিত্রের একটার অভাব হইলে তরিকার ফায়দা পাওয়া যাইবে না ... মোকাম দারু, ইয়াদ দাস্ত, ... দারদম ... , ... ও ছবরদার ... প্রভৃতি ... আমল না করিলে তরিকার কোন ফায়দা পাইতে পারা যাইবে। অতএব উপরোক্ত বিষয় সমূহের প্রতি প্রত্যেক তরিকাকে বিশেষ ভাবে তাহাদের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে



ছুলুক ও মোকামাদি

তাছাওফে ব্যবহৃত যাবে ছুলুক শব্দ, ... কাদেরে অর্থাৎ শরীর এবং আত্মা ... করা হইয়াছে। অধিকন্তু শরীরের ও শরীরের এবাদত এবং আত্মার ও আত্মার এবাদত দরকার হওয়াও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ শরীর দ্বারা কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ জাকাত ইত্যাদি বাহ্যিক এবাদতগুলি করিতে হইবে এবং আত্মা দ্বারা কাসেদ মোরাকেবা এবাদত খোদা এবং তাঁহাকে চিনিবার জন্য জেকের ফেকের, ধ্যান ধারণা, মোরাকেবা মোশাহেদা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক চেষ্টা খাটিতে হইবে। সুতরাং এতদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শুধু নামাজ, রোজা ইত্যাদি বাহ্যিক এবাদত করিলেই, আমাদের কর্তব্য শেষ হইল না, ইহা শরীরের এবাদত হইল। ইহা ব্যতীত আত্মার এবাদত করিতে হইবে। খোদাওন্দ করিম মনুষ্যকে, কলব, রূহ, ছের, খফি, আখফা ও নফ্‌ছ এবং আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস এই দশ লতিফা অর্থাৎ পবিত্র বস্তু সমূহ দ্বারা সৃজন করিয়াছেন। উপরোক্ত দশ লতিফার বিষয় জ্ঞাত হওয়াই তরিকার উদ্দেশ্য—ও তৎপর ইহার উদ্দেশ্য এই যে নিজকে চিনিবে তাহার রবকে চেনাও সহজ। হুজুর আঃ হাদিছ শরিফে ফরমাইয়াছেন যথা,—"মন আরাফা নফছাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" অর্থাৎ যিনি নিজেকে চিনিতে পারিয়াছেন তিনিই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন। উপরোক্ত দশ লতিফা সমুদয় মনুষ্য শরীরেই বর্তমান আছে; কিন্তু কেবল মোরাশেদ পীরের নিকট তোয়াজ্জু না লওয়া হেতু বুঝিতে পারে না। পীরের তোয়াজ্জোতে ও খোদাতালার অনুগ্রহে ঐ সমুদয় লতিফা জেন্দা হইয়া ক্রমে জাক্ত অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহ নাম জেকের করিতে থাকে। তখন উপরের জ্যো

ঐ [illegible] অনুগ্রহ করিয়া [illegible] শিক্ষা দিতে ও পরীক্ষা করিতে পারে। নফছকে দমন করিতে ও চিনিতে পারিলেই [illegible] তাহার [illegible] চিনিতে ও তাহার বিনাশ করিতে পারে। উপরোক্ত [illegible] লোভ, ক্রোধ, মোহ, হিংসা, আমরা [illegible] তাহাদের এবং [illegible], আমাদের [illegible] ৬টি [illegible] পাইবেন।

[illegible] অর্থাৎ খোদাতালাকে অনুসন্ধান [illegible] ও উপকারের জন্য উপরে [illegible] লতিফা, [illegible] মোকামাতের বিষয় যত সম্ভব সহজে ও সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হইল। [illegible] তাহাদের কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও নিজেকে কৃতার্থ [illegible]।

[illegible] লতিফা [illegible] নিম্নে লিখিত [illegible] হইল।

১। লতিফা কল্ব। উহার স্থান বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী পরিমাণ নীচে ও দুই অঙ্গুলী পরিমাণ সম্মুখে অবস্থিত। এই লতিফা জেরে কদম হজরত আদম [illegible]। এই লতিফা [illegible] খোদাতালার অনুগ্রহে ইহার জিকির জারি হইলে তাহাকে আদমি মশরবের লোক বলে।

২। লতিফা রূহ। ইহার স্থান, দক্ষিণ স্তনের দুই অঙ্গুলী পরিমাণ নীচে ও দুই অঙ্গুলী পরিমাণ সম্মুখে অবস্থিত। [illegible] কদম হজরত এব্রাহিম খা ছাঃ ও জেরে কদম হজরত নূহ আঃ ছাঃ। এই লতিফায় খোদাতালার অনুগ্রহে [illegible] তাহাকে এব্রাহিমি মশরবের লোক বলে।

৩। লতিফা ছের। বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী পরিমাণ উপরি ভাগে ও দুই অঙ্গুলী পরিমাণ সম্মুখে ইহার স্থান। জেরে কদম

[illegible] অনুগ্রহে [illegible]

৪। [illegible] তাহাকে [illegible]

৫। [illegible] আষাঢ়। উক্ত [illegible] ও কর্ক ইহার ঠিক মধ্যস্থলে [illegible] অবস্থিত [illegible] কদম [illegible] [illegible]

৬। [illegible] কদম [illegible] “[illegible]” [illegible]

[illegible] উপরোক্ত [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] ও সেই [illegible] সর্বদা মগ্ন থাকিবে [illegible] সকল [illegible] ভেকের বলিতে থাকিবে, যেমন আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর ভেক সমূহ আনন্দে মাতিয়া রব করিতে থাকে

লতিফায় মোরাকেবার ও এছমে জাত জেকেরের নিয়ম।

—মোরাকেবায়ে এরফান।

بدلکہ ... [illegible]

بدلکہ ... [illegible]

چو ... [illegible]

حو س گسیا ا ے خاموش اسلم گوست

জাকের যখন লতিফায়ে কালবের মোরাকেবা করিতে আরম্ভ করিবে, তখন প্রথম নিজের কালবের ভিতর খেয়ালের নজরকে মজবুত ভাবে বসাইবে। বসিবার সময় পায়ের পাতা জমিনে বসিবে। তৎপর ঐ কালবকে পীর মোর্শেদের কালবের দিকে খুব আদব, মহব্বত ও তাজিমের সহিত রুজু করিতে হইবে। তাহার পর পীরান পীর রঃ আঃ দিগের কালবের দিকে রুজু হইয়া হজরত রছুলে ছঃ আঃ মোবারক জাতের কালবের ভিতর ও সাথে লইয়া তাহার অছিলায় আল্লাহ তায়ালার এলাকেফা বা উলোহিয়াতের সহিত নিজ কালবের নিছবত করিয়া কালবকে আল্লাহর হুজুরেতে দরবারে হাজের নাজের হইয়া রুজু করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে জাতে পাক হইতে হজরত রছুল মকবুল ছঃ আঃ এর অছিলায় পীরান পীর রঃ আঃ এর কালবের অছিলায় আনওয়ারে জেকেরের ফয়েজ জাকেরের কালবে রুহানিয়াত, বরকত ও মহব্বতের সহিত পড়িতে থাকিবে। বাদে দেল আল্লাহ জেকেরের ফায়েজে তাজা হইয়া দেলের মুখ দিয়া "এছমে জাত" অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহ জেকের করিতে থাকিবে। ও দেলের চক্ষু দ্বার আল্লাহর জামালের দিকে দিন রাত চাহিয়া থাকিবে। আল্লাহর কোন ছুরাত, রঙ্গ ও মেছাল নাই, তিনি ছুরাত, রঙ্গ ও মেছাল হইতে পবিত্র। এইরূপ ভাবে রুহ, ছের, খাফি, আখফা ও নফছ এই পাঁচ লতিফা দ্বারা উপরোক্ত নিয়মে ক্রমান্বয়ে মোরাকেবা ও জেকের করিতে হইবে। তাহা হইলে ছয় লতিফায় জেকের জারি হইবে।

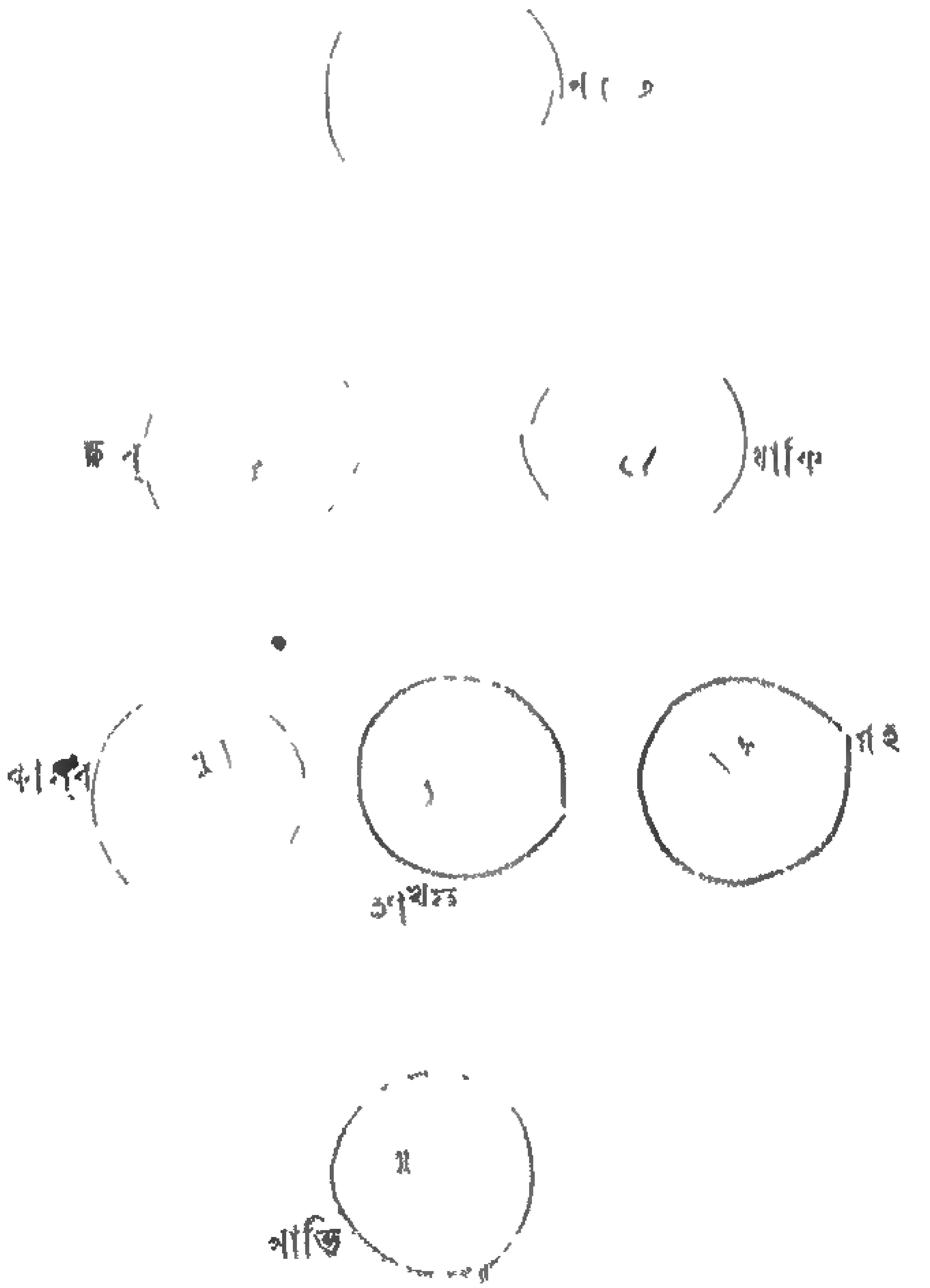
"নফি এছবাত জেকের ও মোরাকেবার নিয়ম

উপরোক্ত ছয় লতিফায় এইরূপে জাত জেকের জারি হইলে কামেল মোর্শেদ তালেবকে "নফি এছবাত" অর্থাৎ "লা এলাহা এল্লাল্লাহু" এই জেকের করিবার হুকুম দেন। এই নফি এছবাতের জেকের করিবার সময় তালেব নিজের কল্পনায় খারাব বাতেল সমুদয় মিটাইয়া দিয়া যত মহাব্বত সমুদয় ফানা হইয়া এক আল্লাহর জাত কায়েম থাকে। এইরূপ কল্পনা ও খেয়াল করিলে নফি এছবাত জেকের ঠিক হইবে। "নফিতে" সমস্ত নাশ করিয়া দিয়া আল্লার "এছবাত" প্রমাণ করাই।

তালেব যখন "নফি এছবাতের" মোরাকেবা শুরু করিবে তখন প্রথম নিজের ছয় লতিফার ভিতর সমভাবে খেয়ালের নজরকে বসাইতে হইবে। তৎপর নিজের ঐ ছয় লতিফা অর্থাৎ কাল্ব, রুহ, ছের, খফি, আখফা ও নফ্ছকে নিজের মোর্শেদের উক্ত ছয় লতিফার দিকে খুব আদব মহাব্বত ও তাজিমের সহিত রুজু করিতে হইবে। তাহার পর পীরান পীর রঃ আঃ আজমাইন দিগের ছয় লতিফার দিকে মোতাওয়াজ্জা হইয়া হজরত রছুল মকবুল ছাঃ আঃ এর মোবারক তরফে নিজের ছয় লতিফার ভিতরে এমামায় রুজু করা হইবে। অজিফা আজিজ, এনকেছারি ও ওনেদারীর সহিত মিটাইয়া নিজের ছয় লতিফাকে তাহার হুজুরে সমভাবে তাহার দরবার খাশাধারী হইয়া রুজু করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে খানওয়াবে নফি এছবাত জেকেরের ফয়েজ পুঁউছিয়া এবং হজরত ও মহাব্বতের সহিত আল্লার জাত পাক হইতে ফয়েজ রছুল মকবুল ছাঃ আঃ এর অছিলায় পীরান পীর রঃ আঃ দের ছয় লতিফার অছিলায় নিজের মোর্শেদের ছয় লতিফা হইয়া তালেবের ছয় লতিফায় পড়িয়া "নফি এছবাত" অর্থাৎ "লা এলাহা এল্লাল্লাহু" এই পবিত্র জেকের জারি হইবে।

"লা এলাহা" [illegible] "এল্লাল্লাহু"। অর্থাৎ আল্লা ব্যতিত কোন মাবুদ নাই।

[illegible] [illegible] রাখিতে হইবে। যে রকম ধনুকে তীর যোজনা করে তদ্রূপ ঐ নাভিচক্র হইতে "[illegible]" তীর [illegible] দিয়া, [illegible] ভেদ করিয়া [illegible] মধ্যে আছে [illegible]



৬। আঃ জুলানে ওয়ালা যত জুলমত আছে তাহাদিগকে "নার" [illegible] টেহা জ্বালাইয়া নষ্ট করিয়া দিয়া '[illegible] মোরাকাবা' [illegible] চলিয়াছেন "[illegible]" তীর [illegible] হইতে [illegible] লতিফায় খাফির মধ্য দিয়া [illegible] এক ভেদ [illegible] উপরে [illegible] ভিন্ন লতিফায় আখফা [illegible] যত [illegible] জুলমত আছে তাহা জ্বালাইয়া [illegible] করিয়া দিয়া [illegible] দিকে [illegible] অনেক জমিন ও আসমানের [illegible] গেল শেষে "নূর" তীর [illegible] হইতে [illegible] মধ্য দিয়া [illegible] ভেদ করিয়া, [illegible] হইবে [illegible] মহাশয়ের কলবের উপর হইতে [illegible] ভেদ করিয়া কালবের [illegible] ও [illegible] ও আঃ জুলানে ওয়ালা যত জুলমত পুড়িয়া [illegible] হইয়া [illegible] হইয়া মিশিয়া যাইবে একমাত্র আল্লাহ বাকী [illegible] কায়েম থাকিবে এই মোকামে [illegible] দিন [illegible] নামাজের পূর্বে [illegible] প্রত্যেক [illegible] আল্লাহ এক লাখ' কালেমা জেকের করিয়া "মহম্মদ রসুলুল্লাহ" [illegible] পড়িয়া [illegible] জবান দিয়া নিয়ম [illegible] দিবে এইরূপ দৈনিক পাঁচবার বার করিয়া পড়িতে থাকিবে কোন অবস্থায় বাদ না যায়

"[illegible]" জেকের [illegible] আপনি [illegible] না হয় "লতিফায়ে [illegible]" জেকের ও [illegible] করা হবে উপরোক্ত ছয় লতিফায় ছাবেক মোরসেদ কামেলের অছিলায় খুব পরিশ্রমের সহিত রীতিমত মোরাকাবা করিবে প্রত্যেক লতিফায় ভিন্ন ভিন্ন রঙের নূর দৃষ্ট হইবে [illegible] এছ [illegible] নূর [illegible] রঙের দৃষ্ট হইবে

মানব শরীর প্রকৃতিতে পঞ্চ দশের আলোচনা।

কোরাণ শরিফে খোদা জগত সৃষ্টি প্রকৃতিতে প্রকাশ করমাইয়াছেন, — 'ছুম্মা ইলায়না মরজেয়ুম ও কুল্লুহুম এলায়না রাজেউন' অর্থাৎ শেষে সমস্ত জিনিষ সমস্ত পোরজা সমস্ত চলতি আমার দিকে ফেরৎ নরম হইয়া আল্লাহার দিকে ফিরিবে। ইহার পূর্ব্বে ছয় লতিফার বিবরণাবলি ও তাহাদের অবস্থিতির স্থান সমস্ত বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ ছয় লতিফা ছাড়া আরও চারি লতিফা (১) হাওয়া, (২) আগুন, (৩) পানি এবং (৪) মাটি এই চারি লতিফা ও পূর্ব্ব বর্ণিত লতিফা নফছ এই পাঁচ লতিফা, পাঁচ নবি আলায়হেছ্ছালাম এক্তিয়ার করিয়াছেন। হজরত আদম আঃ ছাঃ লতিফা নফছ এক্তিয়ার করিয়াছেন। হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ লতিফা হাওয়া এক্তিয়ার করিয়াছেন। হজরত মুসা আঃ ছাঃ লতিফা আগুন এক্তিয়ার করিয়াছেন। হজরত ইছা আঃ ছাঃ লতিফা পানি এক্তিয়ার করিয়াছেন এবং লতিফা মাটি আমাদের হজরত রছুল মকবুল ছাঃ আঃ এক্তিয়ার করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার দরজা সমস্ত নবি আঃ হইতে বেশী। এই চারি লতিফা মনুষ্য শরীরে স্থানে স্থানে না থাকিয়া সর্ব্ব শরীরে পোশিদা আছে।

ঐ ছয় লতিফা এবং এই চারি লতিফার এক এক লতিফার সহিত এক এক লতিফার সম্বন্ধ আছে। লতিফা কল্ব, লতিফা নফছের সহিত;—লতিফা রুহ লতিফা বাতাসের সহিত; লতিফা ছের, লতিফা পানির সহিত, লতিফা খফি লতিফা আগুনের সহিত; এবং লতিফা আখফা লতিফা মাটির সহিত তাল্লক অর্থাৎ সম্বন্ধ রাখে। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে এই দশ লতিফা যোগে আল্লাতায়লা মনুষ্য শরীর স্বজন করিয়াছেন।

উপরে ঐ ছয় লতিফা দ্বারা যেমন নিজের পীর ও পীরের পীর বা পীরদের ও হজরত নবি করিম ছঃ আঃ দের আছিও [illegible] জেকের করিতে হয়; তদপর এই চারি লতিফা দ্বারা ও সেই রূপে প্রথম হাওয়া, তদপর আগুন, তদপর পানি ও তদপর মাটি এদের পর এক, পূর্ব ভাবে তোরকেব করিয়া জেকের করা হইবে, ছালেক তখন ঐ ছয় লতিফা এবং এই চারি লতিফা একত্রে দশ লতিফা দ্বারা সমভাবে জেকের শুরু করিবে। তখন এই দশ লতিফা মিলিত হইয়া এক হইয়া যাইবে। ইহাতে নাম [illegible] তাহাতে [illegible] "ইন্নাল মোবারকের [illegible] এই পথ বথ" ছালেক নিজের চেহারাকে নজর দ্বারা মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরের ভিতরে, উপরে, নীচে ডাহিনে, বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে এই ছয়দিক খেয়াল করিয়া, নিজের পীর মোরসেদের সমস্ত শরীরের [illegible] আছিও [illegible] পীরান পীর রাঃ আঃ দের সমস্ত শরীরের আছিও [illegible] হজরত রছুল মকবুল ছঃ আঃ এর মোবারক সুরত সমস্ত শরীরের ভিতরে ও [illegible], সমস্ত শরীর [illegible] নুরের ন্যায় [illegible] হইবে [illegible] সমস্ত শরীরের জেকেরের [illegible] হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ [illegible] পীরান পীর রাঃ আঃ দের অছিলায় নিজের মোরসেদের সমস্ত শরীরের [illegible] ছালেকের [illegible] শরীরে লুটাইতে, [illegible] ও মহববতের [illegible] পড়িতেছে। তখন মাথার চাঁদি হইতে পায়ের [illegible] পর্যন্ত সমস্ত শরীরের [illegible] পোরজোর আল আল্লা জেকেরের [illegible] সহিত জারি হইবে। এমন ভাবে জারি হইবে যেমন প্রবল বাতাসের সময় সমুদ্রে ঢেউ উঠে সেই রূপ জেকেরের ঢেউ ছালেকের মাথা হইতে পা পর্যন্ত, সর্ব শরীরে হরদম বহিতে থাকিবে। তাহাতে ছালেক মস্ত থাকিবে। তখন ছালেক উপরোক্ত "কুল্লা হুনালা জন্মুদেহুম ও মসুবোহুম এলা

জেক্‌রেল্লাহ' এই আয়েত শরিফ যে মান আরাফা নাফ্‌ছাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু এই পবিত্র হাদিছ শরিফের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে । ঐ সময় বেহোশী [illegible] দূর হইবে [illegible] তখন সর্ব্বশরীরের চক্ষু [illegible] সর্ব্বদম তাহার জামালের [illegible] থাকিবে। ইহাকে মোশাহেদা বলে

এই যে কালেমে নফি এছবাতের জেকের নিয়মে করিতে হইবে,— "লা মৌজুদা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লা ব্যতিত অর্থাৎ আল্লা ব্যতিত মৌজুদ আর কেহই নাই যখন সমস্ত শরীরে নফি এছবাতের জেকের জারী হইবে, তখন ছালেক [illegible] আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া নিজকে ফানা করিয়া আল্লাকেই বাকা অর্থাৎ কায়েম বুঝিতে থাকিবে। এই যে কালেমে ছালেক দৈনিক সাত শতবার করিয়া নফি এছবাতের জেকের করিবে। কোন অবস্থায় বাদ না পড়ে

"[illegible] জেকেরের তাওহীদ"

[illegible] লাহু মাফিচ্ছামাওয়াতে ওমা ফিল আরদ' অর্থাৎ সাত তবক আছমান ও সাত তবক জমিনের মধ্যে যত কিছু বস্তু আছে সমস্তই আল্লা পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে অর্থাৎ আল্লা পাকের জেকেরে মশগুল আছে। ইহাকেই ছোলতানোল আজকার বলে

এই মোকামের চারি লতিফা যথা, হাওয়া, আগুন, পানি, ও মাটি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শরীরের চারি লতিফা ছালেকের ভিতরে এবং অত্র মোকামের লতিফা চতুষ্টয় ছালেকের বাহিরে অর্থাৎ [illegible] ও [illegible] জগতের সর্ব্ব স্থানেই ছেড়া। প্রথমে ছালেক এই চারি লতিফার একটা একটা করিয়া পৃথক ভাবে প্রত্যেকটার দ্বারা জেকের করিয়া জেকের জারি হইলে পরিশেষে চারি লতিফা একত্রে বাঁধিয়া, সমভাবে জেকের করাকে ছোলতানোল আজকারের জেকের বলে

"[illegible] মোরাকেবার নিয়ম"। প্রথম ছালেক নিজ খেয়াল [illegible] দিয়া এমন বাড়াইতে থাকিবে যে, যেন সাত তবক [illegible] ও সাত তবক জমিন সমস্ত খেয়ালের নজরে [illegible] যায়। তৎপর ছালেক [illegible] করিবে যে [illegible] আজকার [illegible] উপর [illegible] মজিদ হইয়াছে। ও জোরজোরে আজকারের সহিত সাত তবক জমিনের নিচে তাহতো ছারা পর্যান্ত ও পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ এই চতুর্দিক এবং ত [illegible] মধ্যে ছালেক নিজে একদিক, যেমন পানির মধ্যে মচ্ছ ডুবিয়া থাকে সেইরূপ ভাবে ছালেক জোশ [illegible] আজকারের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে [illegible] সমুদ্রের সমতুল [illegible] পারিলে এই মোকামের [illegible] পারি [illegible] ছালেকের জারি হইবে [illegible] হইতে [illegible] সমুদ্রের [illegible] ও [illegible] হইতে [illegible] সমুদয় সৃষ্ট জগৎ [illegible] যাইবে [illegible] তাহার যত সৃষ্টি [illegible] আছে, [illegible] রহিয়াছে; ইহাই ছালেকের বুঝে ও জ্ঞানে আসিবে [illegible] মোকামে [illegible] হইয়া অনেক মহাত্মা নিজ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন;—

"[illegible] দানেস্তানে ছবজ দর নজরে [illegible],
হরওরাকে দফতরেস্ত মারেফতে [illegible]"

অর্থাৎ, জ্ঞান চক্ষু যখন [illegible] হইলে তখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, [illegible] এই মোকামে [illegible] বর্ণের [illegible] প্রকাশ পাইবে। এখানে এমন [illegible] সহিত জেকের জারি হইবে যে, প্রবল বন্যা [illegible] সমুদ্র আন্দোলিত হইলে যেমন হয়; সেই রূপ জেকেরের ঢেউ সমুদয় জগতে জারি হইবে।

ছালেক [illegible] ছোলতানোল আজকার [illegible] মোরাকেবের, তাহার পর ছোলতানোল আজকারের শাগলা করিয়া পীরান পীর রঃ আঃ দের ছোলতানোল আজকারের আক্‌লায় হজরত রছুল মকবুল ছঃ আঃ [illegible] মোরাকেবা ছোলতানোল আজকারের ভিতরে ও [illegible], তাহার অক্‌লা করিয়া ছোলতানোল আজকারকে আজিজি [illegible] কাটির সহিত তাহার জাত পাকের দিক রুজু করিতে হইবে [illegible] হইলে জাত পাক হইতে আনওয়ারে ছোলতানোল আজকার মোরাকেবের অছেজ হজরত রছুল মকবুল ছঃ আঃ ছাঃ মের অক্‌লায় পীরান পীর রঃ আঃ দিগের ছোলতানোল আজকারের শামিল হইয়া নিজের ছোলতানোল আজকারে বর্ডাৎ, [illegible] ও মহানন্দে [illegible] আসিয়া পড়িতেছে [illegible] চেষ্টা পূর্ব্বক মোরাকেবা করিলে [illegible] জারি হবে।

[illegible] হইবে। [illegible] অর্থাৎ [illegible] ব্যতিত আর কোন উদ্দেশ্য নাই [illegible] ছোলতানোল আজকারে, নফি এছবাতের জেকের জারি হইবে তখন ছালেক বর্ণনাতীত ভাবে বিভোর হইয়া নিজকে ফানা করিয়া, খোদারেই বাকা অর্থাৎ কায়েম বুঝিবে। এই মোকামে ছালেক দৈনিক এক হাজার বার নফিএছ-বাতের জেকের করিবে [illegible] কোন অবস্থায় বাদ না পড়ে

"তৌবার মোকামের আহওয়াল"

"আল্লাহ ইউহেব্বোত্তাওয়াবিনা ওয়া ইউহেব্বোল মোতাহ্-হেরিন" অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা দোস্ত রাখেন তৌবা কারনেওয়ালা দিগকে এবং দোস্ত রাখেন যাঁহারা পাকির সঙ্গে থাকেন তাহাদিগকে সে পাকি কি ? গায়ের আল্লা ও গায়ের মহাব্বত দেল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ; আল্লা ও রছুল পাকের মহব্বত ব্যতিত যত কুমন্ত্রণাদি আছে, তাহা এবং যে সমস্ত জিনিষ ঐ পবিত্র মহাব্বতে

লাভের অন্তর য় তাহা দেল হইতে বাহির করিয়া দিলে দেল পাক হয়। তৌবা কি ? দেলের ভিতর হইতে পাপের ইচ্ছা, গাউস ও লজ্জত জড সহকারে বাহির করিয়া দেওয়া এইরূপ ভাবে খাঁটি তৌবা করিলেই দেল পরিষ্কার ও পাক হয়। দেল এইরূপ পরিষ্কার না করিলে শক্ত ও পাপের হ্যাস হইয়া যায়। ইহার মোরাকেবার নিয়ম, ছালেক খেয়ালের নজরকে সারা পাকের কুউহাতে দিয়া সমস্ত দিক হইতে ফিরাইয়া নিজের কালবের মধ্যে মজবুত করিয়া বসাইয়া কালবকে নিজের মোরশেদের কালবের দিকে রুজু করতঃ পীরান পীর রঃ আঃ দের লালেবের অছিলায় হজরত আদম আঃ ও হাওয়া আঃ এর বদৌলতে ছঃ আঃ দের মোবারক রুহ কালবের ভিতরে ও কালবের মাথায় লইয়া তাহার অছিলায়, রাত্রিতে কালবকে ঠিক মস্তকের চাদি সোজা, উর্দ্ধে দিকে নোকতা, অর্থাৎ তৌবা কবুলিয়তের দুয়ার আরশ খেয়াল করিয়া, সেই দুয়ারের সাথে আজিজি, এনকেছারী ও কাঁদা কাটির সহিত রুজু করিয়া রাখিবে তাহা হইলে হকিকতে তৌবা কবুলিয়তের মোকাম হাজেরের ফয়েজ জাত পাক হইতে তৌবা কবুলিয়তের মোকাম নোকতা বা সেই দুয়ার হইয়া হজরত রছুল ছঃ এর অছিলায়, হজরত আদম আঃ ছাঃ অছিলায় পীরান পীর রঃ আঃ দের অছিলায় নিজের দেলে পড়িতেছে এখানে এই আয়েত শরিফের মোরাকেবা করিবে ও জেকের দিতে থাকিবে "আস্তাগ ফেরুল্লাহ রাব্বি মেন কুল্লে জাম্বেও ওয়া আতুবো এলায়হে অর্থাৎ ; হে আমার প্রতিপালক আমি যত প্রকার পাপ করিয়াছি সমুদয় পাপ হইতে তোমার নিকট মাফ চাহিতেছি হে দয়াময় তোমার হবিব পাকের অছিলায় আমার তৌবা কবুল করিয়া আমাকে মাফ কর আরও এই আয়েত শরিফ পড়িতে হইবে ও জেকের দিয়া কাঁদিয়া মাফ চাহিতে হইবে "রাব্বানা জালামনা আনফোছানা ওয়া এন্ লাম তাগফের লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মেনাল খাছেরিন"।

অর্থাৎ — হে আমার [illegible] তোমাকে আমি [illegible] নিজের উপর নিজেই অত্যাচার করিয়াছি। তুমি যদি দয়া না কর [illegible] তুমি যদি মার্জনা না কর তবে আমি নষ্ট হইয়া যাইব [illegible] আজি [illegible] সহিত কাঁদিতে হইবে ও [illegible] চাহিতে হইবে এবং [illegible] মোরাকেবা করিতে হইবে। তাহা হইলে তোবার হকিকত [illegible] পারিবে। অর্থাৎ দেলের [illegible] বাতেনের মধ্যে [illegible] ও [illegible] নফছানির জঙ্গল আছে ও গোনার জন্য দেল শক্ত হইয়া, পাথরের ন্যায় জমিয়া, ভারি হইয়া গিয়াছে, তাহা [illegible] তোবা অর্থাৎ অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া, গলিয়া [illegible], নরম ও পবিত্র হইয়া আল্লার পাক দিদার [illegible] মজিদ [illegible]। এইরূপ পরিস্থান হইলে এই মোকামে হজরত আদম [illegible] হইবে। তাহা হইলে [illegible] উপদেশ তরকি করিতে সক্ষম হইবে।

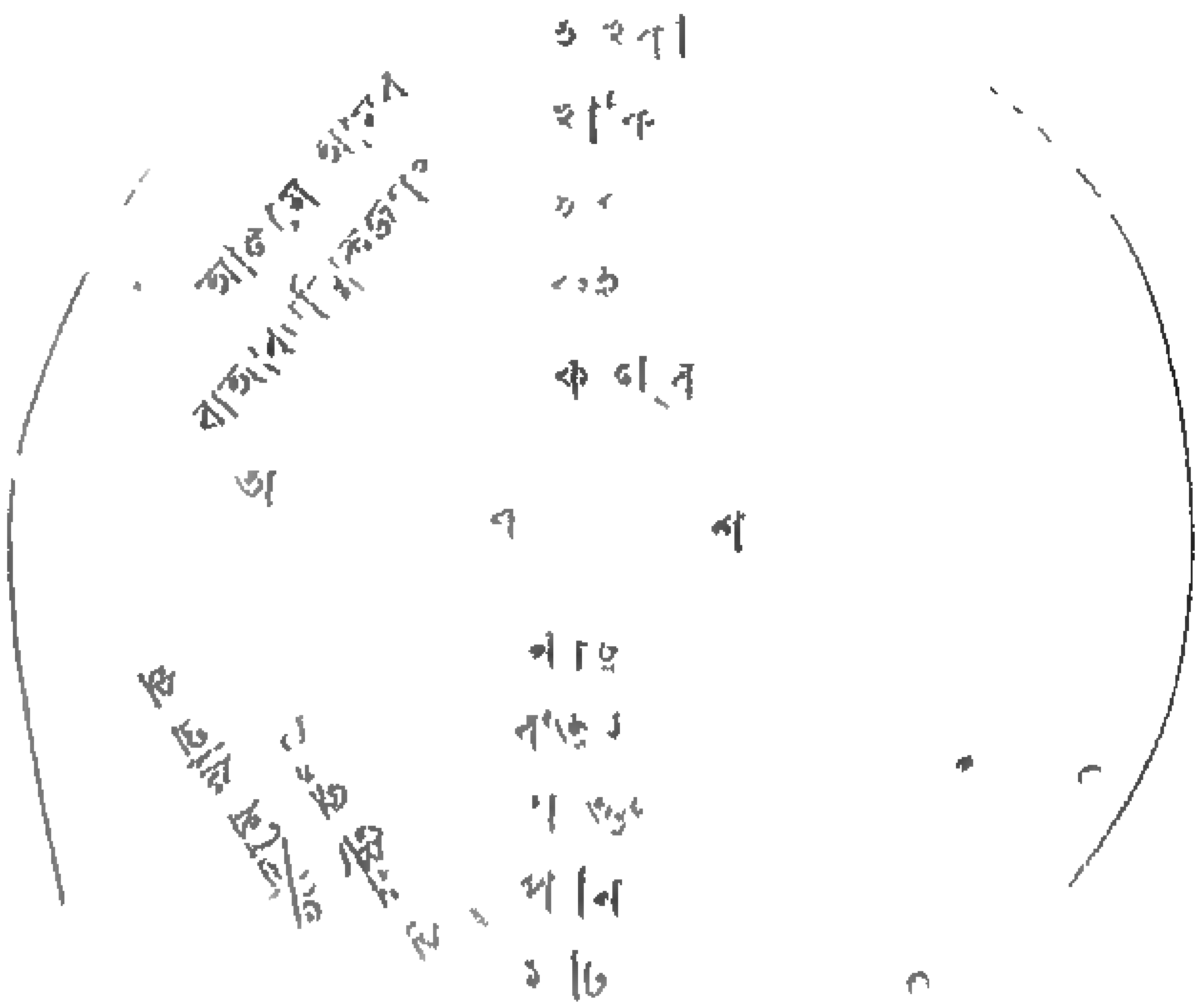
এই মোকামের [illegible] বাতেন [illegible], "[illegible]" [illegible] "[illegible]" আছে [illegible] কে [illegible] উপদেশ নাই। [illegible] হইতে মুরিদের যে কাম [illegible] এই মোকামে ছালেক পূরা মেহনত করিলে খোদাতায়ালার অনুগ্রহে বাতেনে মুরিদ হইবে। এই মোকামে ছালেক দৈনিক [illegible] হজার [illegible] নফিয়েছ বাতের জেকের করিবে। কোন অবস্থায় বাদ না পড়ে।

২য় দায়রা, এমকান্

আল্লাতায়ালা কোরাণ শরীফে ফরমাইয়াছেন

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق

অর্থাৎ; —আমি দেখাইয়া দিব, অ মাকে যে জনেওয়ালা দিগকে আমার নেশানী অর্থাৎ আমাকে পাইবার খবর ছায়ের আফাকি অর্থাৎ আলমে খাল্কে ছায়ের আনফোছী অর্থাৎ আলমে আমরে এইরূপ দেখাব যে [illegible] যায় তাহাদের উপরে যে আমি হক



[illegible] [illegible] [illegible] পেশ।

১৩। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] ইহাকে

মোনাজের [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] আনা।

আবশেষ [illegible] [illegible] সাত তবক আছমান, জমিন, [illegible] এবং জমিন ও যত জিনিষ [illegible] পয়দা [illegible] ইহার ভিতরে রাখিয়াছে। আবশ পর্য্যন্ত এই [illegible] [illegible] [illegible] বলে [illegible] [illegible] দেলের ছাদের [illegible] [illegible] আফাকি বলে সাত তবক আছমান ও সাত তবক জমিন ও যত জিনিষ তাহার মধ্যে আছে আর মোরাকেবা হুয়াজ্জাহেরের অর্থাৎ দেলের ডাহের আজিজির সাতে ও এন্তেজারীর সহিত চাহিয়া থাকিবেক আল্লার জাত পাকের দিক। সেই জাত পাকের নাম হুয়াজ্জাহের এই মোকামে হুয়াজ্জাহের নাম ডাকিয়া

দেলে। [illegible] জেকের করিবার অর্থ [illegible] সমস্ত [illegible] অর্থাৎ [illegible] কুদরতের [illegible] দিয়া, সমস্ত কাজ [illegible] বলিয়া [illegible] বলিতেছে ও দেখাইতেছে [illegible] জানা হইবে [illegible] অর্থাৎ কাজে [illegible] জানাইয়া দেওয়া [illegible] হইতে [illegible] কালেবের জাহেরে পড়িতে [illegible] তৌহিদ [illegible] হইতেছে।

মোরাকেবা [illegible] করিতে হইলে [illegible] নিজেকে [illegible] ভুলিয়া [illegible] সঙ্গে [illegible] দেলের জাহেরের ভিতর [illegible] ভাবে [illegible] দেলের [illegible] ও [illegible] দেলের জাহেরকে [illegible] দেলকে [illegible] দিকে [illegible] দেলের [illegible] দেলকে [illegible] চিন্তা [illegible] দেলের [illegible] সঙ্গে [illegible] ও [illegible] নিজের দেলকে [illegible] দেলের [illegible] ও [illegible] আঁচলা করিয়া, [illegible] দেলের আঁচলা [illegible] মোর [illegible] হইয়া তাহার আঁচলা দেলে [illegible] করিয়া [illegible] কবুল [illegible] মোরাকেব [illegible], দেলের জাহেরের ভিতর ও মাথায় লইয়া তাহার কদমের নিচে [illegible] হইয়া [illegible] মোরাকেব দেলের আঁচলা করিয়া আরশের নো[illegible] দেলের [illegible] চেহারাকে মোতওয়াজ্জা করিয়া আল্লার জাত পাকের দিক দেলকে সম্পূর্ণ আজিজি ও কাঁদা কাটির সহিত মিস্কিনের ন্যায় রুজু রাখিবেক এই রকম মোরাকেবার নিয়ম [illegible] আনওয়ারে তৌহিদে

লা ক্বয় লিয়া এলাহিব ফয়েজ তাহাদের অছিলায় তালেবের কালেবের জাহেরে চাসিতে থাকিবেক

যখন তৌবার মোকাম হাছেল হইবে, তখন এইরূপ জানিবেক যাহা কিছু করিতেছে আল্লা তায়ালাহি করিতেছে আর কাহারও সাধ্য নাই তখন তালেবের দেলের হাল এমন খালেছ হইবে, আর তাহার সহিত এমন মহব্বত হইবে, যে দুনিয়ার কোন কষ্ট তাহাকে কষ্ট বোধ হইবেনা। তালেবের মন হুজুর হইবে, সেই হাউসে এমন জৌকের হইবে যে হরহালে আল্লার উপরে রাজি থাকিবে ও আল্লা যাহা কিছু করিতেছে তাহাতে রাজি ও খোশ থাকিবেক দেলের এই রকম হাল হইলে তবে তাহাকে তুর্লবর ও আল্লার দরবার হইতে নীচে পাড়বে না কোনও কাজ করিবেক না ও গোনা করিতে পারিবেক না ও সরিয়তের খেলাপ কোন কাজ করিতে পারিবেক না ও এখানে এই আয়েত শরিফের মোরাকেবা করিতে হইবে "রব্বানা জালামনা আনফোছেনা ওয়া এন লাম তাগ ফের লানা ওয়া তারহামনা, লানা কুনান্না মেনাল খাছেরিন"

এখানে কালেবের তরক্কী হয় কারণ ওখানে এসে শরাব তুহুরা, দুনিয়ার সমস্ত ভুলিয়া আল্লার কুদ্রেত দরবারের দুয়ার আরশের কোঠায় পৌছিয়া তাহার জাত পাকের দিক এস্তেগ্রাকীতে হাজির থাকে তরক্কী কাহারও বিজলির ন্যায় জলদি উঠিয়া যায় কাহারও আস্তে আস্তে উঠে। যখন এই মোকামে নুর জামালের ও কামাল হাছেল হয়, তখন সাত তবক আছমান ও জমিন ও আরশ মজিদ দেলের ভিতর মালুম হয়, দেল এত বড় হইয়া যায় তখন হজরত আদম আঃ ছাঃ দের জেয়ারত হয় কালেবের সঙ্গে রুহ, ছের, খাফি, ও আখফা পাক হইতে থাকে

এই মোকামে নফিয়েছবাত এই রকমে করিতে হয়। "লা এলাহা" না মাবুদেনা "এল্লাল্লাহ' আল্লা ব্যতিত অর্থাৎ সেই এক আল্লার হাতে সমস্ত

কাজ হইতেছে । নফি এছবাত দৈনিক ১৫০০ শত হইতে ৩০০০ হাজার পর্য্যন্ত। দম বন্ধ করিয়া "কদমে" তিনবার ... ভাবে ছাফ নিশ্বাস ছাড়িবার সময় দেহের ভিতরের সমস্ত অন্ধকার জুলমাত খাবাছতের সহিত পড়িয়া ছাড়িবে ।

আনওয়ারে তৌহিদ আফয়ালিয়া এলাহিব ফয়েজ অর্থাৎ যে কত কাম আল্লার জাত হইতে উহার ফয়েজ অর্থাৎ কুদরতের হাতে যাহার দ্বারা সমস্ত কাজ হইতেছে । অর্থাৎ জীবন দেওয়া, মউত দেওয়া, হয়রানি দেওয়া, নজর দেওয়া, টের পাওয়া দেওয়া, ইচ্ছা করা দেওয়া, বাঁচিতে দেওয়া, এ সমস্ত দেওয়া আল্লার কাজ । এ সমস্ত কর্মই জা ধন, জীবন পর্য্যন্ত এই সমস্ত ধন দিয়া বেপারে লাভ করিয়া সুখের বেহেস্তে যাইবার জন্য দিয়াছে । ও এই সমস্ত ধন খাটাইবার জন্য শরীয়ত ও দিয়াছে । এই ধন দিয়া ভাল বেপার হয় কুবেপারও হয়। শরীয়তে কুবেপার নিষেধ ও ভাল বেপারের হুকুম । এখন শরিয়ত যাহার যে টুকু আবশ্যক, তাহা ভাল মত শিখিয়া শরিয়তের হুকুম মত কাজ করিলে, তরিকায় ভাল ফায়দা হইবে ।

আলমে খালেকে সকল সময় সকল অবস্থায় এই রকম খেয়াল রাখিতে হইবে । যেন অ বশের নোকা ধরিয়া, আল্লার এস্কে আল্লার জাত পাকের দিকে রুজু করিয়া বাঁধিয়া রাখিবা । যেন দেল আল্লার হুজুর হইতে না ছুটে ও না ভুলে । আর সতত এই মনে রাখিয়া বুঝিতে থাকিবে যে "আনওয়ারে তৌহিদ আফায়ালিয়া এলাহিব" ফয়েজ আল্লার জাত পাক হইতে হামেশা ও হরহালে আমার দেলের জাহেরে আসিতেছে । ও আল্লা সকল সময় আমার দেলকে দেখিতেছে । এই খেয়াল রাখিলে, সতত ফয়েজ বুঝিতে পারিবা ও ভয় থাকিবে । আল্লাকে কখন ও ভুলিতে পারিবানা । তখন আল্লার জাত পাক হইতে তোমার দেলে এমন জোড়ে ফয়েজ পড়িতে থাকিবে, যে তুমি আল্লার জন্য অস্থির থাকিবা । ও সেই ফয়েজ তোমার

দেশকে আপনার ... উঠিয়া ... [illegible] ... দিবেন। [illegible] কাছে [illegible] খুমে খোলা কর [illegible] পাইবা [illegible] ও মুনিদের মোন ১

এখন আমাদের উপকার জন্য

উত্তম অধ্যায় [illegible]

[illegible] অর্থাৎ [illegible] আরশে মজিদ [illegible] দায়ের [illegible] এক [illegible] উপার [illegible] পানের [illegible] "আনন্দের [illegible] দেলের [illegible] নাইনাছে। [illegible] পাইতে

সর্বশেষ [illegible] হইতেছে [illegible] হয়, [illegible] দেলের [illegible] পৌঁছে তাহার [illegible]। জুন দেশ [illegible] কথা, জানিন্ত [illegible] থাক, চেষ্টা কর, ফলত; [illegible] মনস্থ [illegible] নিজেদের জন্য মাজেনা হয় অর্থাৎ জীবন পর্যন্ত [illegible] তাহাকে নিজের বুঝা চাহিনা [illegible] উঠেছে [illegible] দিনের জেন্দেগির [illegible] কাজ করিবার জন্য পাইতেছে তখন বান্দা হও জানিয়া [illegible] শুকরিয়া [illegible] ছাড়িয়ে, তাহার নিকট আজিজির সহিত মঙ্গুকিনের ন্যায় তাবেদার হইয়া দেলের সাথে [illegible] হাজের থাকে আর এই আয়েত [illegible] গোনাহ কর্ম

করিতে হয় "[illegible] মান আলোয়ে কালেও [illegible] তাঁহার ওয়াজুদ [illegible] তাই [illegible] এই [illegible] আছে [illegible] নাম হইতে [illegible] [illegible] দেখাইবে [illegible] দেনেওয়ালা [illegible] তার ফয়েজ [illegible] তে ছবুরিতে [illegible] করে সঙ্গে [illegible] আছে আর এই ফয়েজ হজরত [illegible] নাতিম শাহ ছাহেব অছিলায় এই জন্য [illegible] কেবার তরিকা এই যে আপনার কালবের [illegible] কে ঐ সঙ্গে কহকে পীরান পীর তরিকতের কালবের বাতেনের [illegible] অছিলা করিয়া, আমাদের হজরত বড় [illegible] পাক ছঃ আঃ [illegible] পাক ও [illegible] পাকের তরফ রুজু করিতে হয় আর সামনে খেয়াল করে, ফয়েজ দেনেওয়ালা ছরকারকে অর্থাৎ আল্লা পাককে আর আজিজিল সঙ্গে [illegible] ইয়া [illegible] ছবুরিতে [illegible] [illegible] মোকামের অছিলায় [illegible] নূর [illegible] পৌঁছিতেছে। পীরান পীর [illegible] আনন্দের [illegible] [illegible] যখন সে [illegible] হইতে [illegible] হইতে থাকে তখন [illegible] আপন [illegible] ও তামাম [illegible] [illegible] সেই ওয়াক [illegible] ছবুরিয়া জানিতে পারে।

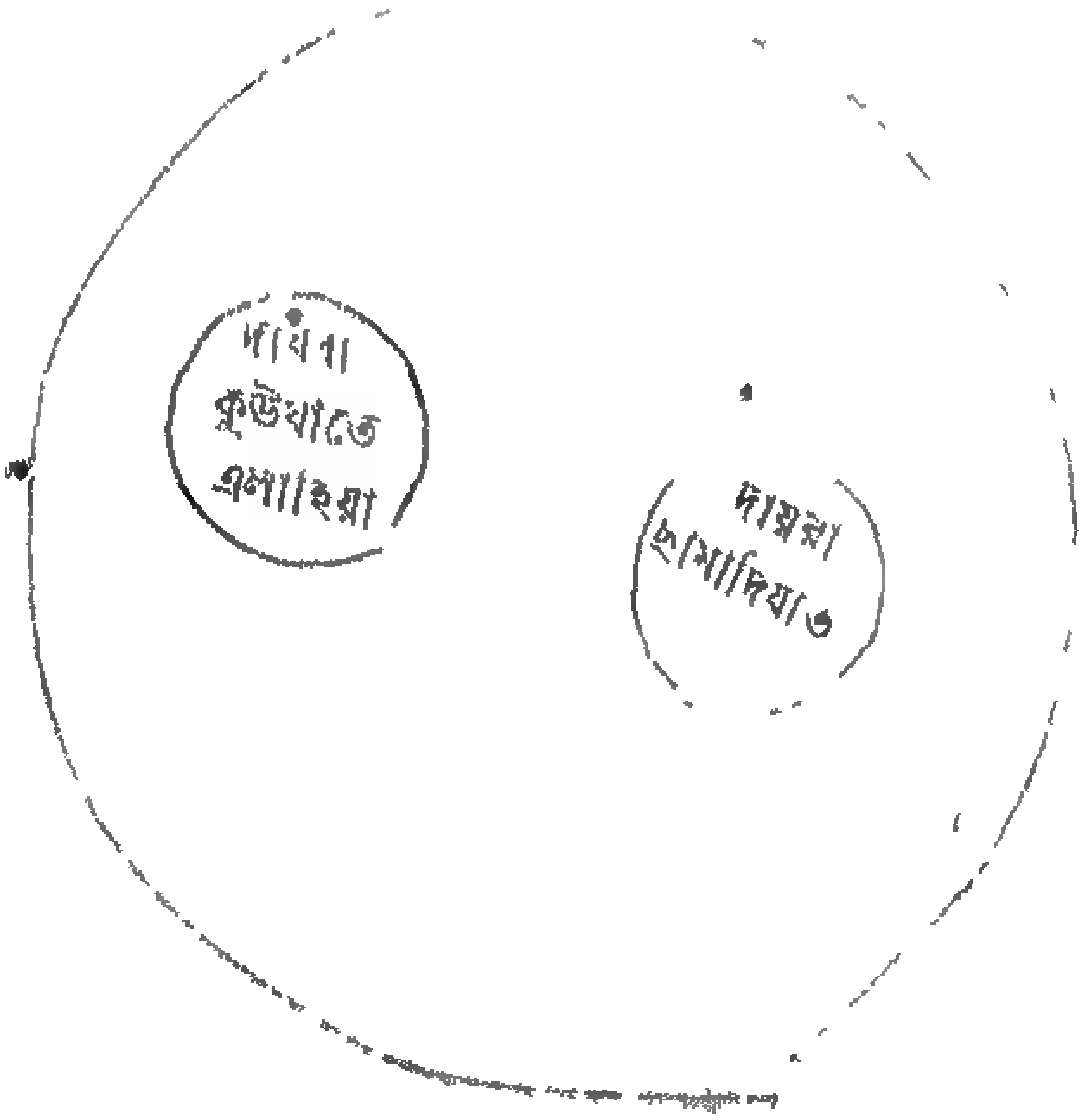
এই মোকামের নাম [illegible] এই [illegible] খেয়াল করিতে হইবে "[illegible]" [illegible] "[illegible]" [illegible] ব্যতিত অর্থাৎ নাই কেহই কোন [illegible] দেনে [illegible] কিন্তু [illegible] সেই আপনা [illegible] "[illegible]" নিজের ও কুল আলমের গুণের [illegible] পর্যন্ত [illegible] অর্থাৎ [illegible] না হয়, "[illegible]" মর্ম [illegible] আর দেলের বাতেন মাছেওয়া আল্লা হইতে পাক হইলে ও এই মোকামে নিজের ও [illegible] আলমের গুণের [illegible] [illegible] এই [illegible] ও [illegible] [illegible]

বরতে এমন হইবেক যে দেলের এক পলকের জন্য আল্লা হইতে গাফেল হইবেক না ও গাফেল হইতে পারিবেন না। অবশ্য যে পর্য্যন্ত দেলের বাতেনে না হয় সে পর্য্যন্ত বাকার মোকামে অর্থাৎ হামেশা হুজুরীর মোকাম হয় নাই। এর সুজের সহিত নফি এছবাত করিতে হইবে যে নাস ও ফানার মোকাম তারে হয় ফানা না হইলে বাকার মোকামে পৌঁছিবেক না। বাকার মোকামে না পৌঁছিলে দায়রা টের হইবে না। এখানে দেলের বাতেন উকুফ করিয়া দায়রার মাথায় মোকাম পৌঁছিয়া থাকিবে। তাহার পর ছায়েরে আনফুছির ছায়ের হইবে। দেলের বাতেনকে ফানাফেজ্জাত হইলে আনওয়ারে জেলাতে এলাহি করেছে, মানে নূর আর ফয়েজ আল্লার জালালী ও জমালী সেফাতের তাজ্জিলের দেলের বাতেনে আসিতেছে। ছায়েরে আনফুছী মানে আলমে আমর আর ... তাজ্জিলের মোকাম। এই মোকামে দেলের বাতেন ছায়ের করিলে বুঝিবেক ও হকিকাত দেখিবেক কামালের মোকামে পৌঁছিবেক। ও দেলের বাতেন একিনের সহিত জানিবে যে আল্লা ... তাজ্জিলের সঙ্গে কাহারও কিছু খবর তাজ্জিল নাই।

এই মোকামে "নফি এছবাত এক নিশ্বাসে দম বন্ধ করিয়া, এক দমে তিনবার স্পষ্টভাবে করিতে হয়। যে ফানা ও বকার মোকাম হাছেল হয়। তিন হাজার হইতে পাঁচ হাজার বার পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন করিতে হয়। যেমন জেকের আপনি জারি হয়, তদ্রূপ নফিয়েছবাতও আপনিই জারি হয় ... নিশ্বাস ... হয় একদমে পঁচিশ বার পর্য্যন্ত নফিয়েছবাত করিয়া নিশ্বাস ছাড়িবার পূর্ব্বে মহম্মদ রছুলুল্লা বলিয়া ছাড়িবেক। প্রত্যেক বার অল্প সময় দম দিয়া দেখিবে নফি এছবাত আপনি হইতেছে ও দেলের বাতেন আল্লার সঙ্গে সহজে ধরিয়া গিয়াছে। এই সহজ ভালমত মতলব বুঝিয়া নফি এছবাত করিতে হয়।

এখানে এবাদতের মোকাম হাছেল হইবে অর্থাৎ দেলের বাতেনে উদ হইবে। যে আল্লা তায়ালা আমাকে দেখিতেছে আর তাহার গুণের তাজিবের ফয়েজ হরদম আমার দেলের বাতেনে দৌড়াইয়া দিতেছে। যাহার দ্বারা আমি দুনিয়ার জেন্দেগীর কাজ করিতে পারিতেছি। সে আমাকে ভুলে না আমি তাহাকে ভুলিলে নেমক হারাম ও গোনাহগার হইব; এই উদ বাড়িতে থাকিবে তবে দেল এখলাছের সহিত আল্লার মুখের দিক চাহিয়া থাকিবার চেষ্টা করিব। আল্লার কোন ছুরাত রঙ্গ মেছাল করিবেন। এমনি চাহিয়া থাকিবেক আর কোন দিক দেলের বাতেনের চক্ষু না যায় যদি আল্লার ছাড়া অন্য কোন জিনিষ দেলের বাতেনের ভিতরে আইসে তবে নফি দিয়া দূর করিয়া এছবাতে আল্লার দিক দেলের বাতেন ঠিক রাখিয়া দিবে কারণ তার কোন মকছুদ না মাত্র আল্লার দিদার মকছুদ এইরকম করিতে মরাকাবা পাকা ও খালেছ হইবে। এ এক মুরিদের মোকাম

২রা দায়রা জেলাল



দোওরা দায়রা বেলাএত অর্থাৎ বেলায়েতে ছোগ্রা যাহাকে বেলায়েতে আউলিয়া ও দায়রায় [illegible] (ম•) সঙ্গে ও দায়রা মহাব্বত বলে। ইহাতে ফয়েজ আইসে কলবের ও রুহের ও নফছের দুয়ের উপরে। ইহাতে [illegible] আজমা ও ছেফাতের কমালাতের জহুর হয়। ইহাতে [illegible] চাই "ওয়া হুয়া মাআকুম আয়নামা কুনতুম" অর্থাৎ আল্লা তোমার সঙ্গে আছেন যেখানে ও যে হালে তুমি থাক।

আর কলবের সঙ্গে [illegible] করিতে হয় [illegible] সমস্ত [illegible] নিশাসে ২৫ বার [illegible] করিবে। যে তামাম [illegible] দেলের [illegible] হইতে [illegible] দেলের [illegible] আর [illegible] কাম্য [illegible] হয় [illegible] মহব্বত ব্যতিত আর কোন মহব্বত, দেলের জাহের ও বাতনে [illegible] করিতে না পারে। আর [illegible] পাঁচ লতিফা কালব, রুহ, ছের, খফি, আখফা পাক হয়। এই দায়রায় [illegible] আর [illegible] আর দুনিয়া হইতে মন উঠিয়া যাইবে। এই সমস্ত ফল হইবে। আর রাতদিন আল্লার [illegible] হইতে [illegible] ও মাহবুব হইবে। আর এই দায়রার ছায়ের তিন কদমে হয়। দেলের ছয়েরে কদমি, ছায়েরে নজার ও ছায়েরে মোকাম হয়। এই দায়রায় সমস্ত অলির মোকাম, তাহাদের জেয়ারত হয় ও তাহাদের নেছবত অর্থাৎ তাহাদের আল্লার সঙ্গে কোরব মহব্বত, সেই কোরব মহব্বতের তাছির ধরিবেক। আর এখানে সমস্ত জামালি ও জালালি ছেফাতের জহুর দেলে জাহেরে ও বাতনে হয়। আর এই দায়রার ভিতরে আরও দুই দায়রা আছে এক দায়রা ছফিয়াতের যাহাতে "ছায়েফ কাতেহ' বলে। অর্থাৎ কাটনেওয়ালা তলওয়ার নফছের কুখাহেশ কাটিয়া বাহির করিয়া দেয়। দোছরা দায়রা কুওতে এলাহিয়া অর্থাৎ

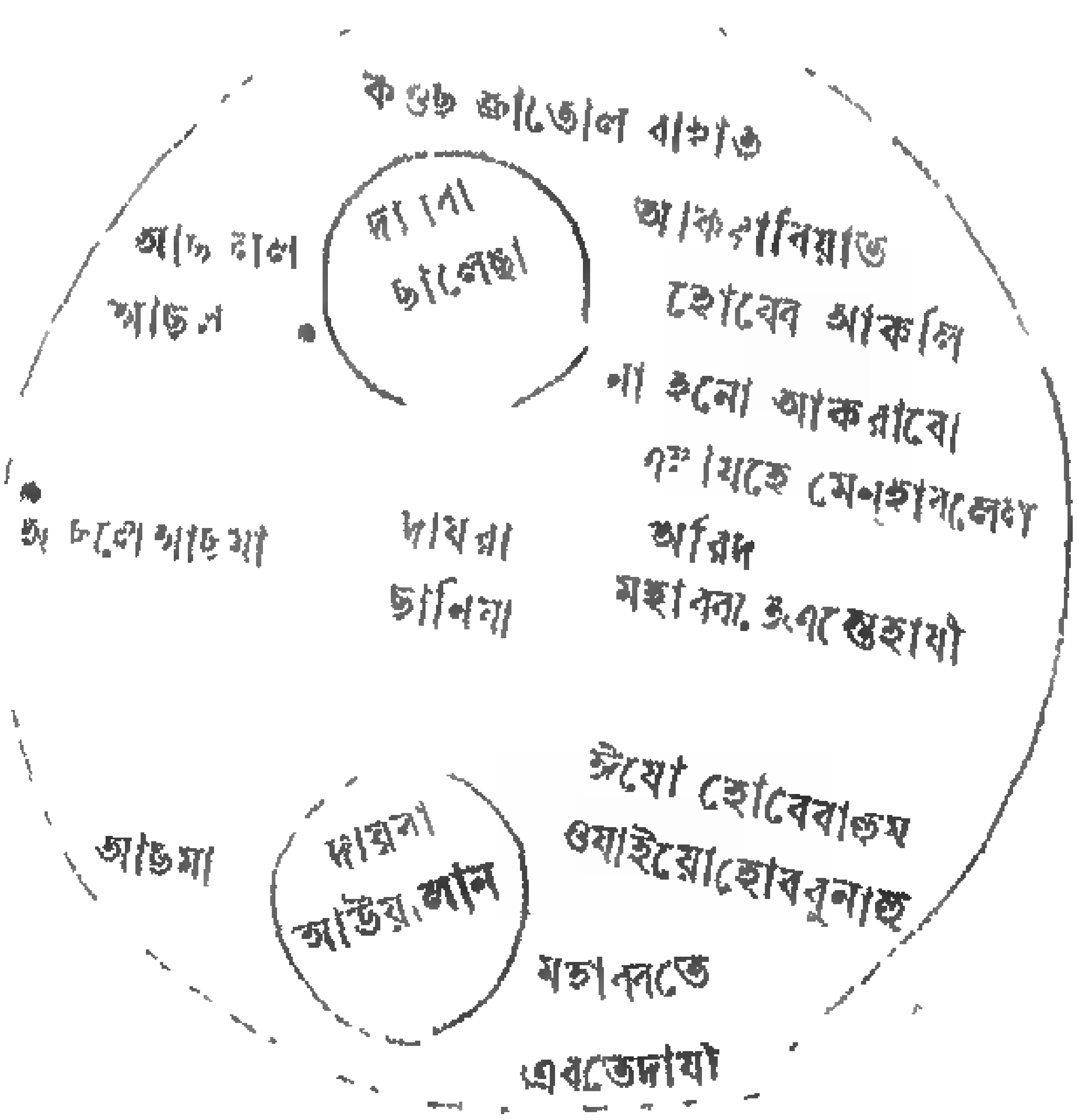
আল্লার জলালি ও জামালি যে তাহার দুইটি ছেফাতের কাজ মনছুবের মতলবেক বলে। চাই জলালি হউক চাই জামালি হউক, কিন্তু ছেফাতে জামালি লোকাদের মতে জগতের উপকার অর্থ দয়া, আউলিয়া আম্বিয়াদের উপরে। যে নাজেল মতলবেক পৌছে আর ছেফাতে জালালির জহুর সমস্ত শয়তান ও কেফার, তাহাদের উপরে জহুর হয়। যখন দেলের জাহের, বাতেন, বদ নফছ ও শয়তানের দখল কবিবিন হয় তখন জালালি ফয়েজ হয়। তাহাতে দেলের কষ্ট দূর হয়। তখন জামালি ফয়েজ দেলের জাহের বাতেনে পড়ে তখন আল্লার সঙ্গে এশক ও আশনাই মহব্বতে অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে দেলের চাহেন বেহুঁশ হইয়া আল্লার দস্তুর পায়। ছয় লতিফে যে ওবদে এশ্বাদ, কোতবল আখতার, গওছ, কোতব, আবদাল, নজাবা, নোকবা, আওতাদ এই আট দরজা এই দায় নামে জেলালে দায়রা। সমস্ত এক দায়রে ভিতরে। কারণ এই দায়রায় সেমস্ত কামালাত হাছেল হয়। তাহাকে জেয় হয় "এলাল্লাহ" বলে অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে দেল সবদা মশগুল থাকে। আর বেলায়েত নহে যেখানে ফানা ফানি, অর্থাৎ ফানা ফেল কবুর, ফানা ফেল রছুল, ফানা ফেশ শেখ, ফানা ফেল্লাহ্‌ বেলেন্ড হয় যাহাকে আল্লা চাহে আর তৌবা হাছেল হয় তার দুই মোকাম হাছেল হয় তোরাবোত ও ছেফাৎ তোরাবোত, দেলে জাহের ও বাতেন পিছনে কেশ হইতে সরম পর্যন্ত আল্লার নিকটে লাগা লাইবে, হামেশ খওফ ও আল্লার নিকটে লাওয়াত থাকিবে। দোছরা মোকাম জোহদ অর্থাৎ দেলের জাহের বাতেন আল্লার সঙ্গে থাকা ভাল বাসিবেক। আর কিছু ভাল বাসিবেক না।

আর নফি এছবাত এই মানে মতলব করিয়া করিবেক "লা এলাহা" লা মাহবুব "এল্লাল্লাহ" আল্লা বাতিত। অর্থাৎ আল্লা

ব্যতিত এবং মাহবুব নাই [illegible] এমন খেয়াল ও চেষ্টা [illegible]
এছবাত করিবে যে দেলের জাহের ও বাতেন ও সকলের জাহের ও
বাতেন হইতে আল্লা ব্যতিত সমস্ত মহবুব নফি হওয়া [illegible] আর
আল্লার মহব্বত ভরিয়া [illegible] সঙ্গে আছে [illegible] বুঝিতে পায়
এই রকম খেয়াল ও চেষ্টার সঙ্গে থাকিবেক [illegible] যখন [illegible]
ফয়েজ দেলের জাহের ও বাতেনে জওর হইবে, তখন খানা, পিনা ও
কথা বলার ইচ্ছা থাকিবেক না [illegible] বাজে আওলিয়া ৪০ দিন
তক না খাইয়া ও পিইয়া রহিয়াছেন [illegible] যখন কুদরতের [illegible]
ফয়েজ জোর করিবে, তখন নিজের [illegible] সমস্ত [illegible]
আর আল্লার কুদরাত ও [illegible]
যখন [illegible] মদদ হয় [illegible] সঙ্গে [illegible]
আল্লা সঙ্গে আছে এই জওব অর্থাৎ [illegible] হামেশা থাকে
তবে মানুষ এই অবস্থায় পৌঁছিলে [illegible] পারেন
আল্লা তায়লা আমাদের সকলকে [illegible] এই মোবারক
এনায়েত ফরমান [illegible] দরুদ ও ছালাম [illegible]
ছালাম ও তাঁহার আল [illegible] উপর [illegible]
হইতে হামেশা পৌঁছে এই দায়রার এই রকম [illegible] হয়
দেলের জাহের ও বাতেন খুব বড় খেয়াল [illegible] আর দায়রা
জেলালে যে সমস্ত [illegible] ইহাকে
খুব বড় খেয়াল কর। আর দায়রার উপরে এক নোক্তা খেয়াল
করিয়া, দেলের জাহের বাতেনকে দায়রার নীচে হইতে [illegible]
মাথায় সেই নোক্তা ধরিয়া আল্লার জাত পাকের দিকে দেলের পুরা
সাহসে মহাব্বতে ও আজিজি ও উম্মেদওয়ারীর সাথে দেলের
জাহের ও বাতেনকে রুজু রাখ আর খেয়াল কর জাত পাক
হইতে হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ এর অছিলায় পীরান পীর রঃ আঃ
আজমাইনদের দেলের জাহের বাতেনের অছিলায় আনওয়ারে

জেলাল গাছমা ছেফাত ও বামালাতের মজমুয়া কায়েজ অর্থাৎ আনওয়ারে তাজাল্লিতে বাকি থাকিয়া তার সমস্ত জালালি ও জামালি নামে এলাহির [illegible] আমার [illegible] জাতের ও [illegible] মেশা [illegible] সে মোকাম সং দিব নাএ রাখিতে হইবে তাহা হইতে দেহের জমিন বাতেন আলের ছায়া ধরিয়া উরুজ হইয়া আল্লার সঙ্গে বাঁধিয়া যাইবেক ও নিচিয়ান মান ছিয়ানের [illegible] হইবে তাহা হইলে এই মোকামে হাছেল হইবেক কখন আমাকে আর ভুলিবেক না গোনা করিতে পারিবেক না এই অবস্থায় পৌঁছিলে যাহা করে তাহাই করে বুঝিতে পারিবেক ও সেই ব্যক্তি দ্বারায় দুনিয়ার কাজকর্ম আল্লাতায়ালা করায়। তাহাতে এই মোকামের আলামত এই বুঝ হয় যে, আমি কিছু নয় আল্লাই সমস্ত করিতেছে তাহারই হুকুমের জারি হইতেছে এই রকম পুরা হইলে [illegible], বোগ, হাছাদ, [illegible] কাজ হইতে বাঁচিবেক। তবে আল্লার অলি হইবেক এখানে বুঝিবে যে কাম শেষ হইবে।

[illegible] দায়েরের [illegible]



ছুলুক ও মোরাকাবাদি

দায়রা বেলায়েতে কোবরা তামাম আম্বিয়া আঃ ছাঃ দের বেলা-য়েতের দায়রা। [illegible] দায়রা বেলায়েতে কোবরা বেলায়েতে আম্বিয়া দায়রা [illegible] ও [illegible] আকাশ [illegible] এই ফয়েজ [illegible] জাতি [illegible] জহুর হয়। এই [illegible] দায়রা ও এক [illegible] আছে দায়রা আউয়ালান দায়রা ছানিয়া ও দায়রা ছালেছ অর্থাৎ আছম, আর আছলে আছম আর জাতোল [illegible] এখানে এইরূপ [illegible] দায়রা [illegible] কোবরা [illegible] দায়রা আউয়ালান হইতে [illegible] আছমা [illegible] জাতোল [illegible] এই দায়রা [illegible] আছলেম [illegible] ও [illegible] এখানে [illegible] তুলনা নাই [illegible]

মোরাকেবা এই রকম করিতে হইবে।

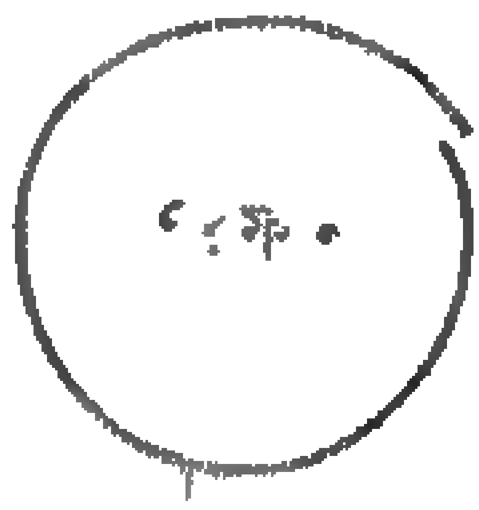
১৬। দায়রা মহব্বত (শাক) ইয়োহেব্বোহোম ওয়া ইউহেব্বুনাহু" এই মোরাকেবা করিতে হয় অর্থাৎ আল্লাহ দোস্ত রাখেন মোমেনকে আর মোমেন দোস্ত রাখেন আল্লাহকে। মহাব্বতে এক্লেক্ষা দোছরা দায়রা ছানিয়াকে মোরাকেবা আছলেআছমা ও আকরবিয়াত অর্থাৎ "নাহনো আকরাবো এলায়হে মেনহাব্‌লেল ওয়ারিদ" এই মোরাকেবা করা চাই আল্লাতায়ালা বলেন "আমি বহুত করিব এনছানের জানের রগের চেয়ে এখানে খুব মোরাকেবা করা চাই ফানা ও বাকার কামাল মরতেবা হাছেল হয়। ছেছরা দায়রা আকরো বিয়াতে ও আছলোল আছলা এই ফয়েজ আছমা ছেফাতের জাতোল বাহাত

হইতে, এই ফয়েজ আসিতেছে খেয়াল কর। এই মোরাকেবা বহুত বহুত জগ্ম করে বয়েতের সহিত করা চাই। পথম খুব জোরে হাছেল হইবে। এই রকম জাতি ফয়েজ হাছেলে দাঁত জানিয়া ও দায়রা জালেছার জোরে থাকিবে মে বাম। অর্থাৎ মোরাকবা বেকারার হইবে না। বুদ্ধি হারা হইবে না। দায়রা জেলালে বন্দিহারা ও বেকরার হইত এখনে তাহা হইবে না। জ্বলা পোড়া, জোস, খরস, এখনেও আছে। দেলের ভিতরেই থাকিবেক। দায়র জেলালের মত প্রকাশ হইবে না। এখানে ঠাণ্ডা ফয়েজ এই জন্য দেখা তছকিন থাকে। এখানে ৩ দায়েরে আলবশা ও কোরান মহাব্বত হাছেল হইবে। আর মোকাম রেজায়াত, মোকাম ছবর ও মোকাম শোকর এই তিন মোকাম হাছেল হইবে। আর ফানা ও বাকা খুব হাছেল হইবে। আর তামাম আম্বিয়া আঃ দের মোকামে উরুজ ও হাছেল হইয়া, তাহাদের জেয়ারত করে ও তাহাদের নেছবত অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে রাবেতা ও মোহাব্বত হাছেল হইবে। এখানে নফি এছবাত ৫০০০ বার পর্যন্ত খুব ধীরে ধীরে করিতে হইবে। "লাএলাহ" ও আক্ষেরে "এল্লাল্লাহ" আদা ব্যতীত। অর্থাৎ এক শ্বাসেই করিতে থাকিবে। আর যত করিবে দেল ও চক্ষে খেয়াল করে "লাএলাহ দিয়া নাফির করিয়া দিবে। আল্লার সঙ্গে নছত বাঁধিয়া যায় এইরূপ করিবে। এখন ছুরতের আহওয়াল এই দায়রা আউয়ালান জানিয়া ও জালেছা ও কবেছ চারি মকামের ফয়েজ জাতেল বারাত হইতে নফছের উপরে, হজরতের অছিলায় পীরান পীর রঃ আঃ দের নফ্ছ হইয়া নিজের নফছে আইসে, তাহা হইলে নফছ উরুজ হইয়া দায়েরার মাথায় পৌঁছিয়া থাকিবে। এই সঙ্গে কাবেকে অছিলার সঙ্গে জাতেল বাহাতের দিক রুজু রাখিবেক। এখানে নফছের সঙ্গে, কাবের, রুহ, ছার, খাফি, আখফাকেও জাতেল বাহাতের ফয়েজেতে পাক করে। যে নফছের সিফওয়াত অর্থাৎ নফছের কুখাহেশ সমস্ত বাহির হইয়া

যাইবে । আর কড়ুরের পায়ে নিজকে ভুলিতে আরম্ভ করে নিছিয়ান, মানছিয়ান এমত হইবে যে সব ভুলিয়া যাইবে অর্থাৎ কে কাহাকে মহাবলত করে জানিবেক না। ইতি [illegible] এইটুকু মনে রাখ [illegible] যেন [illegible] যে [illegible] এমত অবস্থায় কবির দিবেক যে বান্দা মোহ হইয়া [illegible] দায়মায় এস্তেহাতে "আনা অর্থাৎ আমি অর্থাৎ নিজকে ভুলিয়া যাইবেক কেবল আকবর বিশাতের মোরাকেবা আর কোনটা খেয়াল করিবে না। যখন [illegible] করিব, আর কিছু করিব নাই, নিজেও নাই [illegible] ও [illegible] করিয়া [illegible], [illegible] মদদে এই হালে যাইদেরকে [illegible] পৌছায় [illegible] ও [illegible] এই তিন কালের [illegible] যে [illegible] দিলে নিজকে ও [illegible] বলিয়া অর্থাৎ [illegible] দিবাতে যে [illegible] উপর আমার একমাত্র [illegible] তাহারা [illegible] অপর মাদ দিয়া সড়ক, ও [illegible] বুদ্ধি ও [illegible], [illegible] কারণ [illegible], আর [illegible] অন্ধা হইয়া [illegible]। আর বেশী [illegible] থাকে না [illegible] রাখক আল্লাকে [illegible] যদি আল্লাকে ভুলিলা লোকর [illegible] হইল না [illegible], মনে মজিবতে ও কষ্টে আল্লাকে [illegible] তাহার উপরে [illegible] মনেতে দুঃখ প্রকাশ [illegible] দেখ [illegible] গোলাব ফুল আনিতে গোলাবের গাছের কাটার [illegible] ফুল শুকে ও ফুলের [illegible] রঙ্গে খোস হয় এই রকম মনে খোস হইলে ছবরের মোকাম [illegible] হয়। এমন বুদ্ধি বাড়াবে যে, জিনাতে ও মগজে বুরা সুরের মোকাম খুলিতে থাকিবে মন্দ বুরা হইবেক না যদি মন্দ বুরা পাওয়া যায়, দায়বায় কায়দা [illegible] হয় [illegible] এ সব মোকাম ভাল আক্কেল ওলামাদের উচিৎ হয় ভাল আক্কেল কাহাকে বলে ?

শাহ্ এ মজ্জু কাজে শাঃ বাজি সমস্ত চেতনে উঠে, সব চেয়ে ভাল আপন উক্তাদের বাতারা এবং বেজ মন্দির দিক মশাগুল হইয়া থাকে এই যে স্পষ্ট দেহ হইলে, স্থান মধ্যে পাবের রহমত, লতুত ও সঙ্গীতের নেতায়েত আবশ্যক ভাবে তাহাদের বরকতে তাছে হওবে লজেন হাদি নেহনতে ছিলা হয় না

৪ চৌথা দায়রা বেলায়েতে উলিয়



চৌ দায়রা বেলায়েতে মালায়েক হইবার নাম বেলায়েতে উলিয়, ... গাল্লা বলে ... মাগে অন ঐ সমস্ত ফেরেস্তা যে আলমে থাকে ও আলমে আমরেতে আর তার হুকুমেতে উদ্বির পৌঁছায় এ সকল বড় উরুজের যোগ ফেরেস্তা আউলিয়া আম্বিয়া ও অলিআঃদের রুহ উপরে ভাঙ্গ করে কোরান শরিফে ছুর কালেমেতে আল্লাতায়ালা ফরমাইয়াছেন, ' তাবারাজোল মালায়ে কাতে অবক্ষ জলায়েহে কি হইয়াছেন কালা ফেকদারত হামদিনা আল্লা হানাতেন ' (মান) চক্রিবে উহার দিনে ফেরেস্তা সকল সেই দিন বাবার আল্লাহ ৫০০০ হাজার বৎসরের আছে চৌথা দায়রা এখানে জাতি ও ছেফাতি ফয়েজ ওয় বেদ হয় এই দায়রায় এছমে জাহের ও এছমে বাতেনের মোরাকেবা করিতে হয় জানা চাই আল্লার প্রত্যেক নামের জহুর বেসোমার আছে। প্রত্যেক জহুরার তসদিক তাহার জাতে মৌজুদ আছে যত জহুরার বুনা সুজ জেয়াদা হইবে তত কামেল আর ভাল হইবে আর তামাম নাম পাকের জহুরা তামাম আলম অর্থাৎ জাহানে ও তামাম অজুদে ও তামাম হুকুমে জাহের হইয়াছে। যেমন নাম

রাজ্জাক অর্থাৎ রেজেক পৌছায় [illegible] কোন কাদি, অর্থাৎ হেদায়েত করা [illegible] প্রত্যেক নামের প্রত্যেক [illegible] ও গুণ সকলে বুঝে [illegible] এ সমস্ত জহুরা আছমান হইতে আম্বিয়া ও বড় বড় রছুলের দ্বারায় পৌছে। এ সমস্ত শান আল্লার তাঁহারই জাত পাক হইতে আমাদের উপরে আসিতেছে [illegible] আমর [illegible] অর্থাৎ [illegible] করনেওয়ালা, এশান সয়তান [illegible] উপরে সে এক আলমকে গোমরাহ করিতেছে শুনা যায় এই রকম বেহেস্ত, দোজখ, আজাব, ছওয়াব, [illegible] মউত, আহওয়ালে হাশর, খাব ও খেয়াল এ সমস্ত যত কিছু বেশোমার জহুরা সকল, বেসে মার [illegible] [illegible] মোরাকেবা ও কার জাতের দিক ধ্যান করিতে হয় [illegible] অর্থাৎ [illegible] জহুরা [illegible] জাত হইতে উৎপন্ন হইতেছে [illegible] জাত হইতে বাহিরে সকলকে পৌছিতেছে [illegible] দিক মোরাকেবা করিতে হয় [illegible] ও [illegible] বুঝা সুঝ হয় যত বেশী মোরাকেবা [illegible] দিক ও জাহের জহুরা তাহার মোরাকেবায় তেজ প্রকাশ [illegible] অর্থাৎ বুঝা সুঝ [illegible] খুলিবে ও আল্লাকে চিনিবে [illegible] যে আল্লাহ সব করনেওয়ালা [illegible] আল্লার রেজায় দিল থাকিয়া চিনিবে; আর [illegible] বাঁচাইবে। আর নেয়ামত সব পূর পূর দিবেন [illegible] কোন মুস্কিল নয়, যত কঠিন মোরাকেবা ও সমস্ত তফছির [illegible] মালুম হয়, তাহা এরফান অর্থাৎ বুঝ সুঝের ওছওয়াত [illegible] গেছে সেই বুঝ সুঝের খোলার অন্দাজে মুস্কিল [illegible] থাকিবে এই মোকামে বুঝ সুঝ খুলিতে থাকিবে [illegible] তালেবের জবান হইতে, "ছোবহান আল্লা" এই [illegible] বাহির হইতে থাকিবে এই অবস্থায় পৌছিলে আরেফ [illegible] চিননেওয়ালার একবারের তছবি, কি এক বারের মোরাকেবা, [illegible] এক এবাদত

বেযারেফের অর্থাৎ যে আল্লাকে চিনে নাই ও তাহার গুণ বুঝিতে পারে নাই তাহার দোশ ছোড়ে তজবিজ ও এবাদত ও তো বাকেবার চেয়ে ভাল [illegible] সবলেক [illegible] সুলের বোলার আন্দাজ ছওয়াব পাব

এ দায়রা এছমে জাহেরের, তামাম ফয়েজ লতিফা [illegible] হইয়া [illegible] কারণ সকল লতিফা [illegible] আছে [illegible] লতিফা নফ্ছে হওয়ার খবর এই যে, লতিফা [illegible] মনুষ্যের দেমাগে আর আকেলের মোকাম ঐ দেমাগে এই জন্য আকেলের সঙ্গে এই দায়রার সমস্ত কারবার [illegible] এছমে জাহেরের জহুরার তমদিক আকেলে ও বুঝো [illegible] চাই [illegible] এছমে বাতেনের জহুর [illegible] এছমে বাতেনের জহুর [illegible] দিক বিনা বাশ্শেফ ও বিনা এলাহামে বুঝা মুস্কিল এই দায়রা যাহেরের ও বাতেনে হরেক [illegible] চাই যেমন এক মেছল [illegible] এক বাদশা এস্তেজামে জাহেরা ও বাতেন। জাহেরা [illegible] ফিকের, তাহার তদবিরে প্রকাশ হয়। [illegible] ফিকের আছে প্রকাশ হয় নাই এই রকম এছমে জাহেরের মতলব লাজেম [illegible] ও আকেলে আইসে, ও বাতেনের [illegible] এছমে বাতেন ও তাহার ফিকেরের ভিতরে আছে। তদবিরে [illegible] এই বুঝা চাই এই জন্য এই দায়রাকে [illegible] উলিয়া [illegible] আলা বলে। কারণ ফেরেস্তা সকল বাতেনের [illegible] এ সমস্ত কারবার ও বাতেনের। এছমে জাহের ও এছমে বাতেনের তদবির বাতেনের। আল্লার হুকুমে ঠিক ঠিক দোন জাহেরের কাম সকল অঞ্জাম দিতেছে এই জন্য ফেরেস্তা দিগকে যে দাবেবরাতে [illegible] অর্থাৎ জাহানের তদবির করনেওয়ালা বলা যায়। এসমস্ত [illegible] পুশিদার এই কারণে এই দায়রায় প্রথম এছমে জাহেরার ফয়েজ। তাহার পর

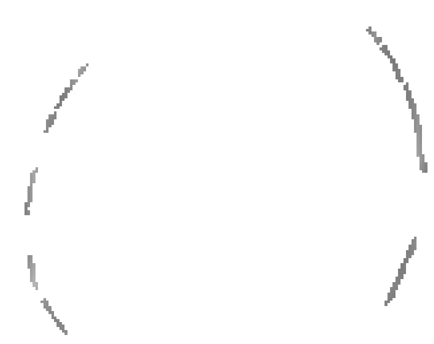
এছমে বাতেনের [illegible] জারেদ হয়। তিন লতিফা যে মনুষ্যের শরীরে পয়দা আছে নাফ হইতে [illegible] পর্যন্ত আগুন, পানি, ও বাতাস, এই তিনের উপরে ফয়েজ [illegible] টির উপরে [illegible] এই তিন লতিফার উপর যে সমস্ত ফেরেস্তা [illegible] মলায়ে আলা বলে, [illegible] তাহাদের দখল [illegible] তিন লতিফার উপরে আছে কিন্তু এছমে [illegible] না না হইবে সে পর্যন্ত এছমে বাতেনের ফয়েজ [illegible] আরম্ভ হইবেনা আর এছমে জাহেরের ফয়েজ পুরা আঞ্জাম হইবেনা যে পর্যন্ত [illegible], [illegible] ব্যতিত আর কাহারও না থাকে এতাতকে এমন [illegible] হওয়া চাই যে, সমস্ত [illegible], [illegible], [illegible] পাক, সমস্ত আতাবের কারণ ও আত-বারের কারণ [illegible] ও [illegible] আমরে ও হুকুম সকল ও অজুদ সকল [illegible] এক জাত ওয়াহেদের আর কিছু [illegible] কি জ্ঞান থাকিবেনা অর্থাৎ এক জাত পাক ব্যতিত আর কিছু জ্ঞানে [illegible] ইহাতে [illegible] হইতে, ও আল্লার [illegible] হইবেনা আর অজুদ ও [illegible] না। কিন্তু এই [illegible] খুব সুখা থাকিবে [illegible] এছমে [illegible] পাইবে। আর এছমে বাতেনে কিছুই জ্ঞান থাকিবে না [illegible] আছল [illegible] হইবে এখানে দায়রা মাথার উপর খেয়াল করিতে হইবে

দায়রা বেলায়েতে উলিয়ার মোরাকেবা এই মত করিতে হইবে লতিফা বাতাস আগুন পানির উপর দায়রা খেয়াল করিয়া, দায়রার মাথার উপর নোক্তা খেয়াল করিবে, জাতোল বাহাতের দিক, বাতাস আগুন, পানি রুজু রাখিতে হয় [illegible] খেয়াল করিতে হয়, জাতে [illegible] বাহাত হইতে এছমে জাহেরের [illegible] দায়রা বেলায়েতে উলীয়া মালায় আলা হইয়া হজরতের অছিলায় [illegible] আঃ আজমাইনদের বাতাস, আগুন, পানি, হইয়া, আমার বাতাস, আগুন ও পানিতে [illegible]

দিন আসিতেছে এখানে বাতাস আগুন পানি এই তিন লতিফা জাতের বাতাতের দিক মজবুত করিয়া রুজু রাখিতে হইবে। লতিফা পাক হইতে এই ফয়েজ হইতে [illegible] এখানে জারি হয় নফি এছবাত [illegible] বুত কছ বাতেন মহিত [illegible] এবাদত [illegible] জেকের, কোরাণ তেলাওয়াত, নফল নমাজ, [illegible] তিন লতিফা বাতাস, আগুন, পানি, আল্লার দিক রুজু রাখিয়া করিতে হইবে। এখানে এই তিন লতিফা, বাতাস, আগুন ও পানির বদ খাছলত পাক হইবে। অর্থাৎ বাতাসের কাম, দুনিয়া তামাতে (লোভ [illegible]) উড়া। আল্লার ডরে দুনিয়ার তামা দূর হইয়া আল্লা পাইবার কাম অর্থাৎ [illegible] হইবে। পানির বদ খাছলত নীচে পড়া অর্থাৎ কুকামে পড়ে। এখানে পাক হইয়া আল্লাকে রাজি করিবার কাজে কোমর বাধিয়া পড়িবেক। আগুনের কাজ [illegible] অর্থাৎ [illegible] গোমান হয় নিজকে সব চেয়ে বড় হইবার চেষ্টায় থাকে। এসব গোনার কাজ ছাড়িয়া দিবেক আর এখানে [illegible] মুরাকেবা সহিত গোসা করিবেক ও নফছকে পাক করিয়া আল্লার দিক রুজু রাখিবেক। এখানে "নফি এছবাত" "লা এলাহা" লা জাহেরা "এল্লাল্লা" আল্লা বাতিত অর্থাৎ আল্লা বাতিত জাহের কেহ নাই। অর্থাৎ এমন হওয়া চাই যে আল্লা ব্যতিত আর কোনটার দিক মন নজর ও জ্ঞান না থাকে। তখন তিন লতিফা পাক হইয়া আল্লার সঙ্গে বাঁধিয়া যাইবে। এই অবস্থা হইলে এছমে বাতেনের ফয়েজ এই রকম তিন লতিফার উপরে হইবে। আর তাহাতে নফি এছবাত, বাতেনের মানে এক খেয়াল করিতে হইবে, নাই কেহ বাতেন মগর আল্লা। যে জাহের বাতেন দুই আল্লার দিক খুলিয়া যায়। তখন তাহার হাল আলা দরজার হয়। আর ফেরেস্তাদিগের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে থাকে। এছমে বাতেনের হাল যাহার উপরে নাজেল হইবে সেই জানে বুঝাইবার ক্ষমতা রাখেনা। নফি এছবাত দম ছাড়িয়া করিতে হয়। ফায়দা খুব বড়। এখানে

তাল্লার কোর্ব খুব হয় আর জাহের বাতেন সব ফানা হইয়া যাইবে। তাজাল্লি নজরে আসিতে থাকিবে যেমন এছমে জাতের তজল্লী ফাকেরাতে হয় আর মনুষ্যের অজুদেও কেবেব্ধের মত হই যেমন খাব মধ্যে যেমন সোনার জিনিস নষ্ট, সেই রকম মানুষ হইয়া যাইবেক অর্থাৎ সোনার ইচ্ছায় থাকিবেক না সন্ধান জাতের মহব্বতে ডুবিয়া থাকিবে। সেইরূপ আমার নসিহত রহিল। অনেক মোবারকবাদ অনেক খুশি নেক

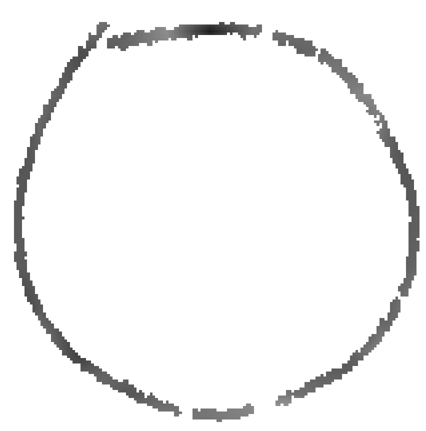
সো দানঃ বাগানাতে নবুয়ত
রসুলের তাজে মোকামের
... নামে ... ধর



এ মকাম ... ... পাক বেলায়েতে নসিহত, তখন সোলা দায়েরার মাঝে এক ... ... তাহার জোলাল বাহাতের দিক রুজু করিতে হয় আর জোলাল বাহাত হইতে কাম লইয়া নবুয়তের ফয়েজ লতিফায় খফীতে আসিতেছে এই খেয়াল করিতে হয়। এখানে তরক্কী হয় কোরআন শরিফের তেলাওয়াতে আর বছরের সহিত নফল নামাজ কেরায়তের সঙ্গে তজবী ও রোকব ও হরফ ও মতাবেলতের সহিত ধীরে ধীরে পড়িতে হয় এখানে নফি এছবাত করিতে হয় না কিন্তু রাত, দিন, চলন, শয়ন, সকল হবহালে মোরাকেবা জালাল বাহাতের দিক করিতে হয় এখানে এস্তেগরাক অর্থাৎ আল্লার তজল্লীতে ডুবিয়া থাকা হওয়া চাই। যে মনুষ্যের হোশ হাওয়াছ না থাকে। এমন যে আপন অজুদ ও সমস্ত আলম হইতে বেখবর হইয়া যায় কিন্তু আপন মাবুদের বন্দেগীতে খুব হোশ থাকে যে এবাদতে কোন বেয়াদবি না হয় আর লোক দিগকে হেদায়েত

করিবার জন্য মন বেকারার থাকিবেক যেমন অ [illegible] আঃ আঃ দের হাল ছিল মিষ্ট বাক্য ও নরম স্বভাব হইবেক যে সকলের নিকট পেয়ার হইবে এখানে কয়েজ বেকাযেদ ও আল্লার সঙ্গে খব কোরব হাছেল হইবেক জনে আল্লাহ ২ কিবে আর কিছু থাকিবেক না এই প্রকার যে নর হইবে এখানে অ [illegible] কে গাহেন জানিতে পারিবেক না ভুলিতে পারিবেক না। বেশরিয়ত কাম করিতে পারিবেক না সতত আল্লার মর্জ্জির দিক থাকিবেক [illegible] কবে আল্লাই করিতেছে, তাহার মর্জ্জিতে হইতেছে এখানে নিজের মর্জ্জি ও [illegible] [illegible] [illegible] এখানে [illegible] [illegible] [illegible] কৈফিয়ত [illegible] করিতে আছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সব ভাল বেকারেক

[illegible] দায়রা কামালাতে [illegible]



এখানে ফয়েজ আসে হকিকতে আহদানির উপর। হকিকাতে আহদানি দশলতিফা মিলিয়া হয় যেমন কোন ঔষধ দশ রকমের। জড়ি, বুটি আলেগ আলেগ ছিলিয়া কুটিয়া পিশিয়া জোষ দিয়া ছাপ করিয়া একত্র করিলে একটী ব্যবাম সারিবার ঔষধ হয় তেমনি হাইয়াতে আহদানি দশলতিফা আলোগ আলোগ করিয়া ছোলুকের ও দায়রায় পাক ছাপ হইয়া এক পাক মজুদ কি শরির হয় যে জাত আল্লার দিকে রুজু হইয়া যায় ও অফেবকতের দুঃখ হইতে নাজাত পাইবার আছিলা হয় হাইয়াতে অহদানির উপরে দায়রা কামালাতে রেছালাত খেয়াল করিয়া দায়রার মাথায় নোক্তা ধরিয়া জাতে খোদার দিক হাইয়াতে আহদানী রুজু রাখিতে হয় আর খেয়াল করিতে হয়, সেই জতোস বাহাতে হইতে কামালাতে রেছালাতের ফয়েজ হাইয়াতে আহদানিতে বরাবর আছিলা হইয়া

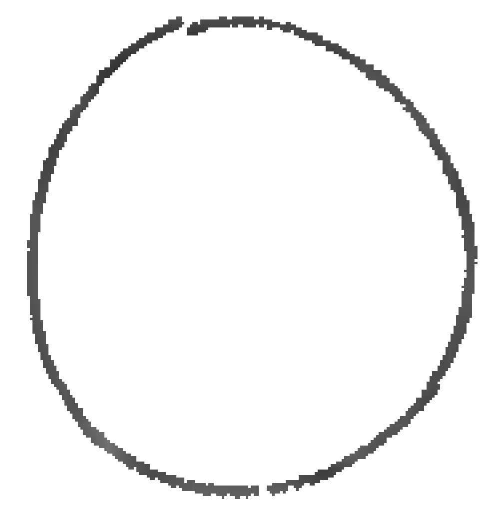
আসিতেছে খাছ জাত ফয়েজ বড় বড় নবি আঃ ছাঃ আছেন তাঁহাদের বেলায়েতের যে কাম এখানে কোরব ও মহাব্বত খুব হইবে আর এ দায়রার লোক, সকলকে বেলায়েত করিবে এখানে অত গরক হইবে না অর্থাৎ খুব সঙ্গে থাকিলেও এখানে জিনার ভিতরে ভেদ যেতের নুর চমকিবে ছোগরা বেকায়েত ও সমস্ত বেকায়েত এ দায়রায় তাকোয়া অর্থাৎ পরহেজগারীর মোকাম হাছেল হইবে এখন যত দায়রা আসিবে সমস্ত দায়ের হাইয়াতে অহদানীর উপর আসিবেক কিন্তু হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ মের খাছ কামালাতের দুই দায়র হকিকতে অহদানির উপরে হইবে আর হাইয়াতে অহদানীর উপরে যত দায়রা, সমস্ত মাথার উপরে খেয়াল করিতে হইবেক এখানে নফি এছবাত নাই খালি মোরাকেবা।

এয়া দাইরা শাহ ফাতেহে ওলেও আজম মোনাব বাজুরা



অর্থাৎ ছয় বড় দরজার আলা নবি আঃ ছাঃ দের কামালাতের ফয়েজের জহুর হয় হাইয়াত অহদানির উপর এই দায়রা খেয়াল করিয়া ঐ রকম দায়রার মাথায় নোক্তা ধরিয়া আতোল দাইরাতের দিগ হাইয়াতে অহদানীকে রুজু রাখিতে হয় আর খেয়াল করিতে হয় যে হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ মের তরফ তওয়াজ্জা থাকিয়, জাত পাক হইতে তাঁহার অছিলায় ছয় নবি আঃ ছঃ মের অর্থাৎ হজরত আদম আঃ ছাঃ হজরত নূহ আঃ ছঃ হজরত এব্রাহিম আঃ ছঃ হজরত মুছা আঃ ছাঃ হজরত ইছা আঃ ছাঃ হজরত রছুল ছঃ আঃ মের কামালাতের ফয়েজ সকল জহুর হইতেছে হাইয়াতে অহদানিতে। এখানে "নফি এছবাত" নাই খালি মোরাকেবা।

৮ম দায়রা কাইয়োমিয়াত



আট দায়রা কাইয়োমিয়াত। এখানে তালেবের হাইয়াতে আহদানিয়ত উপর ছের তে পাইয়ে গিয়াছে এলাহির ফয়েজ আসিতে থাকে ও আসিতেছে এই খেয়াল সতত রাখিতে হয়। এখানে নফি এছবাত করিতে হয় এই রকম "লা এলাহা" নাই কেহই কাইওম আসিয়া 'এল্লাল্লাহ' মগার আল্লা। অর্থাৎ সেই জাত পাকের কাইউম গিয়াছের জগতে সমস্ত সব অর্থাৎ বস্তু কায়েম আছে নতুবা সমস্ত জিনিষ ফানা হইয়া যাইবেক। এখানে ফানা ও বাকা পূর হইবে ও আপনা অজুদ ও সমস্ত জাহানেও দেখিবে এই হাল যে পর্যন্ত না হয় দায়রা খুলিবেক না। এখানে আল্লার কোরব ও মহব্বত পয়দা হইবে। আর তাহাতে বুঝা যাইবে যে, তাহার জাত পাককে বাকা অর্থাৎ সতত কায়েম তাহারই কায়েমের ছায়া সকল জিনিষের উপর পড়িতেছে সেই কারণে সমস্ত কায়েম আছে* কাইয়োমিয়াতের ছয়ার তাহিরের ফয়েজ তাঁহার জাত পাক হইতে ছায়ে আলমে ও সমস্ত সরেতে পড়িতেছে

* তাহা এই মোকামে যে পর্যন্ত বুঝিতে না পায়, তাহার দায়রার কায়দা হাছেল হয় নাই। আল্লাতায়ালা সকলকে তৌফিক দেউক যে কায়দা হাছেল হয়

৯ম দায়রা খোল্লাত



অর্থাৎ বেলায়েতে এব্রাহিম খাছ এব্রাহিম আঃ ছাঃ মের বেলায়েত। এখানে ফয়েজ আছে এব্রাহিম আঃ ছাঃ মের কামালাতের দরিয়া হইতে ছালেকের হৃদয়ে উহার উপরে সঙ্গে তাহার জেয়ারত হয়। হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ কে খলিলোল্লাহ অর্থাৎ আল্লার দোস্ত। এই দরিয়াতে ও ওয়াকফের মোকাম হাছেল হইবে। অর্থাৎ এ মোকামের ছালেক নিজকে এমন পাইবে যে, হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ যে সমস্ত গুণেতে খাছ পেয়ারা হইয়াছেন, সেই সমস্ত গুণের রেখা সমস্ত কারবারে আপনাকে আছাকে খুঁজিতে থাকিবে। যেমন তিনি কহিয়াছেন "হুজুর মেহেরওয়ালি, এলেমেত বেহালি" অর্থাৎ আমার হালের খবর রাখনেওয়ালা তাঁহার হালের খবর আল্লাকে আছে। এমন ... হাছেল হইবে। এখানে এমন বিশ্বাস হইবে ও ছালেক ... বুঝিতে পারিবে যে, আল্লা আমার সমস্ত হাল দেখিতেছেন ও জানিতেছেন যখন এই হাল হইবে তখন ছালেক আল্লাকে কখনও ভুলিতে পারিবে না ও সমস্ত কাজ আল্লাকে সঁপিতে থাকিবে ও আল্লার উপর ভাল ভরসা রাখিবে। যেমন হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ কে নমরুদ কাফের আগুনে ফেলিয়াছিল ও হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ আল্লার উপরে নেক ভরসা রাখিতেন সেই কারণে আল্লাতায়ালা আগুন ঠাণ্ডা করিয়া ফুলের বাগান বানাইয়া দিলেন। হজরতকে কোনই কষ্ট হইল না এই মোকামে যখন এই রকম তোয়াক্কোল হাছেল হইবে তখন ছালেক দোন জাহানে কোন কষ্ট পাইবে না এ বড় কোদ্রৎ মহাব্বত হাছেলের মোকাম আল্লাতায়ালা হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ কে এই আয়েত শিক্ষা দিয়াছিলেন যখন আগুনে পড়েন। "কোল্না ইয়া নারো কুনী বারদাও ছালামান্ আলা এব্রাহিম।" (মানী) বল ; আয় আগুন হইয়া যা ঠাণ্ডা যাহাতে ছালামতে থাকে এব্রাহিম আঃ ছাঃ ছালামতি ঠাণ্ডা। এখানে "মকি

এছবাত" নাই। যদি জাতোল বাহাতের সহিত মোরাকেবা বহুদিন বাজ বাম্ম হবাহালেতে করিতে হয় ও তাহাকে সমস্ত কাজে উকিল অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ তাঁহাকে সঁপিয়া দেওয়া। দুরা মজাম্মেল "রাব্বোল মাশরেকে অল মগরেবে লা এলাহা এল্লা হুয়া ফাত্তাখেজহু অকিলা" যানি, মালেক পূর্ব ও পশ্চিমের তাহার বিনা কাহারও বন্দিগী নাই। তাহাকে কর আপনার উকিল। অর্থাৎ যখন তুমি আপন উকিল খোদাকে বানাইলে তখন সকলের হইতে আশা ও ভরসা তুলিয়া লও। খোদ বিনা কাহারও কোন সাধ্য নাই।

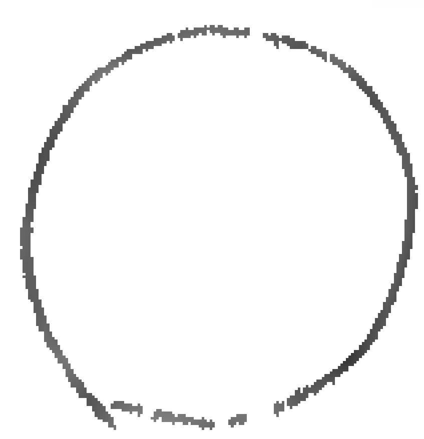
১০ম দায়রা মহব্বতে ছবরা



মহাব্বতে ছবরা যাহাকে খাছ বেলায়েতে মুজাবি বলে। এখানে ছালেকের হাকিকাতে শাহদানির উপর ফয়েজ আসিতেছে দায়রা বেলায়েতে মুজাবি হইতে। খেয়াল রাখিতে হইবে। তারও খেয়াল রাখিতে হইবে উপরের চার দায়রা কামালতে বেলায়েত হইতে। আর তাহের দায়রা হাকিকাতে ছবরা পর্যন্ত, ওয়ারিস সূত্রে তার কামাল তাবেদারী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা ছঃ আঃ মের তাবাদি হয় এখানে খুব পায়রবী ছোন্নত অর্থাৎ শরিয়তের করিতে হয় তবে ফায়দা পায়। শরিয়তের বিরুদ্ধ চলিলে কোরব মহাব্বত থাকিবে না এই মোকাম তওয়াক্কলের। কারণ হজরত মুছ আঃ ছাঃ আল্লাতায়ালার উপর এতদূর তওয়াক্কাল অর্থাৎ ভরসা রাখিতেন যে একটু একটু কথার জন্য আল্লার কাছে ছওয়াল করিতেন আল্লার বিনা মর্জ্জি কোন কাজই করিতেন না। এখানে "নফি এছবাত" নাই শুধু জাতোল বাহাতের দিকে মোরাকেবা।

এ সমস্ত দায়রাতে যত মোরাকেব করিবে তত আল্লার সঙ্গে কোরব মহাব্বত বাঁধিয়া যাইবেক যখন এইরূপ মস্ক করিয়া আল্লার কোরব ও মহাব্বত বাঁধিয়া যাইবে, তখন ছালেক ঘুমেতে কি মডাতে আল্লাকে ভুলিবেক না তাহাকে মরিবার সময় ভুলে না তাঁহার বড় বড় মরতব বুঝিয়া দেখ যে ব্যক্তি দোনজাহানে আল্লার পেয়ারা ও এই রকম ব্যক্তি কেয়ামতের দিন হজরতের নায়েব হইয়া হজরতের উম্মত ও আপনার খেস এগানা সাফায়াত আল্লার নিকট করিবেন ইহার পর আমাদের হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ ছাহেবের খাছ কামালাত অর্থাৎ কোরব মহাব্বতের মোকাম আসিতেছে। সে সমস্ত মোকাম সবচেয়ে চেয়ে বড় দরজার তাই আল্লাতালা আপন হাবিব পাকের খাতেরে আমাদিগকে তৌফিক দেউক আমিন

১১শ দায়েরে মাহবুবিয়াতে মমতাজেজা



দায়েরা মাহবুবিয়াতে মমতাজেজা অর্থাৎ বেল য়েতে মহাম্মদীয়া ছঃ আঃ যে আল্লার মোহেব হওয়া ও মাহবুব হওয় দোনফয়েজ ছালেকের হকিকতে আহদাণীর উপর ওয়ারেদ হইতেছে এই জন্য এখানে দুই ছবক মোহেব হওয়া অর্থাৎ হজরত ছঃ আঃ যে আল্লাকে মহাব্বত রাখেন সেই মহাব্বত ছালেকের হকিকতে আহদাণীতে আসিতে থাকে। যখন আল্লার মহাব্বতে কামাল হাছেল হয়, তখন দ্বিতীয় ছবক মাহবুব হওয়া অর্থাৎ আল্লাতালা হজরত ছঃ আঃ মের (দঃ) যে মহাব্বত রাখেন সেই ফয়েজ, ছালেকের হকিকতে অহদাণীর উপর ওয়ারেদ হইতে আরম্ভ হয় এই দায়ের ও ইহার বাদে যে দুই দায়েরা আসিতেছে, এসমস্ত হজরতের (দঃ) কামালাতের জহুরার মোকাম। ও এ দায়েরা হজরতের খাছ বেলয়েতের মোকাম এদায়েরাতে দরুদ

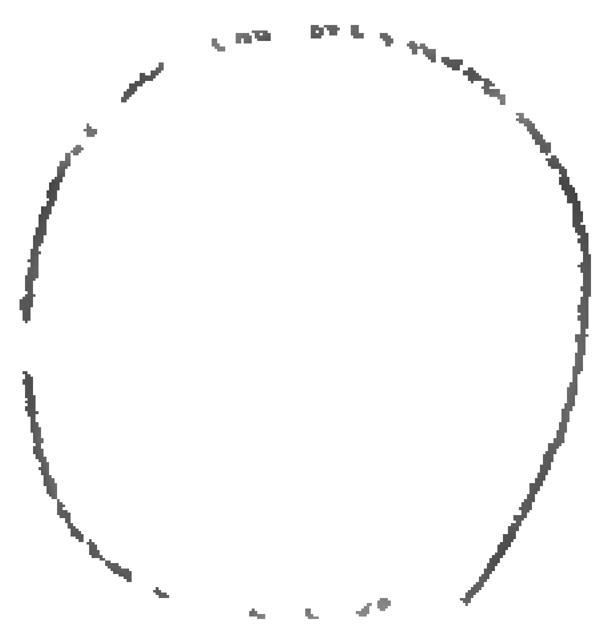
সবিক্কের কৈফিয়ত, ও হজরতের (দঃ) জাতের বীন কৈফিয়ত, ও হজরতের (দঃ) মহাব্বতের কৈফিয়ত খুলিতে থাকে। এই জন্য এখানে হজরতের (দঃ) দরুদ শরিফ ও এবেদাবী খুব আদবের সঙ্গে পড়া ও করা চাই। এখানে কয়েক হকিকতের উপরে আইসে। এখানে মোরাকেবায় বসিবার নিয়ম নিজের খেয়ালের নজরকে নিজের হকিকতে অহদানীতে রাখিবেক তাহার পর নিজের হকিকতে অহদানীকে পীরান পীর রঃ আঃ হোম দের হকিকতে অহদানীর অছিলায় হজরত (দঃ) ছঃ আঃ ছাহেবের তরফ রুজু রাখিবেক। আর আজিজির সাথে দরখাস্ত করিবেক ইয়ারাছুলুল্লাহ, আপনি যে আল্লার মহাব্বত রাখেন সেই মহাব্বত আমাকে এনায়েত করেন। তখন খেয়াল করিতে হইবে যে হজরত (দঃ) যে আল্লার মহাব্বত রাখেন, পীরান পীর দস্তগীরের হকিকতে অহদানীর অছিলায় আমার হকিকতে অহদানীতে আসিতেছে। যাহাকে এই কয়েক হকিকতে অহদানীতে ওয়ারেদ হইতে থাকে ইহার লজ্জত, সেই ব্যক্তি আর কাহাকেও বুঝাইবার সাধ্য রাখিবেক না কারণ একরূপ মহব্বত পৃথিবিতে কোন জিনিশে নাই। এখানে আল্লার কোর্ব বাক্তিত আর কিছুই থাকিবেক না। যখন মহাব্বতের কামালে আন ফানা ও আল্লার কোর্ব দারকোরব কামালের সঙ্গে শামেল হইবেক; তখন দোছরা ছবক খেয়াল করিবেক।

দোছরা ছবক

হজরত ছঃ আঃ যে আল্লার মাহবুব হওনা ছালেক নিজের হকিকতে অহদানীকে পীর দস্তগীর পীরান পীরের হকিকতে অহদানীর অছিলা করিয়া হজরত ছঃ আঃ মের জুতা মাথায় লইয়া তাঁহার কদম মোবারক হকিকতে অহদানীর হাত দিয়া ধরিয়া আল্লাকে হাজের জানিয়া হজরত ছঃ আঃ মের অছিলায় ছালেক নিজের হকিকতে অহদানীকে আল্লার হুজুরে মিছকিনের ন্যায় পাতিয়া অর্থাৎ রুজু করিয়া আজিজির সাথে

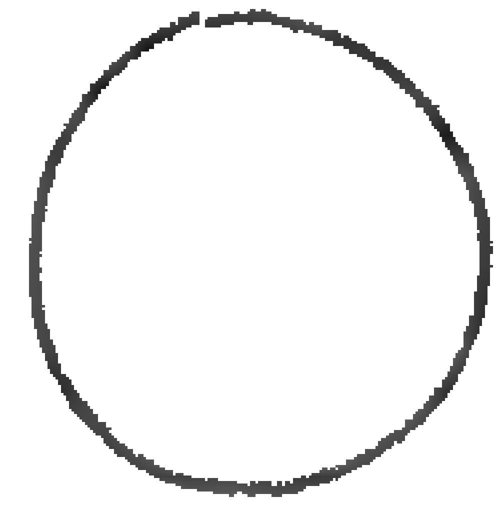
কাঁদিতে থাকিবেক ও দরখাস্ত করিতে থাকিবেক যে ইয়া আল্লা তুই যে হজরত ছঃ আঃ কে মহব্বত রাখিস, সেই মহাব্বত আমাকে দান কর। তখন খেয়াল করিবেক, যে আল্লা যে মহাব্বত হজরত ছঃ আঃ রাখেন, সেই মহাব্বতের ফয়েজ হকের হকিকতে আদালার অছিলায়, আমার হকিকতে অহদানীতে আসিতেছে। যখন মোহেব হওয়া ও মাহবুব হওয়া দুই ফয়েজ কামেল হাছেল হয়, তখন তৃতীয় ছবক এই রকমে খেয়াল করিবেক যে হজরত ছঃ আঃ আল্লার মোহেব হইয়াছেন ও তার মহবুব হইয়াছেন, এই দোন ফয়েজ, সকলের হকিকতে অহদানীর অছিলায় আমার হকিকতে অহদানীতে আসিতেছে এই খেয়াল দিবা রাত্র রাখিবেক যখন মোহেব হওয় ও মাহবুব হওয়া, এই দুই নেছবত ছালেকের হকিকতে খুলিবেক; তখন ছালেক আল্লা ও রছুল ছঃ আঃ কে হক চিনিবা। যে সময়ে পৌঁছিবেক আর ছালেক জানিবেক যে, আমি আল্লাকে মহব্বত করি, ও আমি আল্লার দোস্তাতে আছি ও আল্লার দিকে রাত দিন চাহিয়া আছি ও তাকে চাহি আছি এই মোহেবের মোকাম আর মাহবুব হওয়ার মোকাম তখন ছালেক জানিবেক যে, আল্লা আমাকে মহাব্বত করে আর আল্লা সকলের নজদিগে আছে, আর আল্লা আমার জাহের বাতেন সব দেখিতেছে; এই বুঝা করবেক তখন বান্দা আল্লার মহাব্বতে গলিয়া যাইবেক। আর সদাই ডর থাকিবেক আর বুঝিবেক যে, আমি এক নাপাক, আল্লা পাক; সে আমাকে মহাব্বত করিতেছে, ও সে আমাকে সকল সময়ই দেখিতেছেন। যখন ছালেকের মনে এই কথার ধারণা হইতে থাকিবেক, তখন ছালেক আর গোনা করিতে পারিবেক না আর এবাদত বান্দগী আদবের সঙ্গে ও ডরের সঙ্গে করিবেক এই সমস্ত কামাল হাছেল হওয়ার পরিক্ষা। এই সমস্ত আদব নিজের মধ্যে না, দেখিতে পায়, আগে ছবক লওয়া উচিৎ নয় এখানে তছলিমের মোকাম হাছেল হইবেক তছলিমের মানে খুসির সহিত আল্লার হুকুম কবুল করিয়া লওয়া।

১২ দায়েরা মাহবুবিয়াতে খাজা



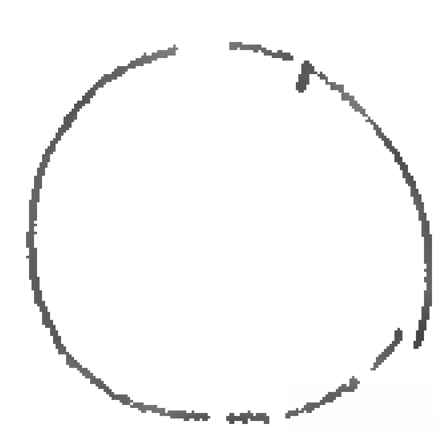
মাহবুবিয়াতে খাজা, যাহাকে বেলায়েতে আহমদী দঃ আঃ বলে। এ হজরত দঃ আঃ মের নবুয়তের কামালাতের জহুরান দায়েরা। আর হজরত দঃ আঃ তিনি মাহবুবে খাছ হইয়াছেন, আর তিনি খাছ মহল আউলিয়ার, এ মোকামে হজরত মাসুম বলেন এ মোকাম নবুয়তের মোকাম আর তাহা যে আপন হাছিল করেন, [illegible] রাখেন, সেই [illegible] ছালেকের তকিকতে [illegible] উপর [illegible] বেকায়েক। এখানকার ফয়েজ বলেন মজাই আজালিয়া [illegible] জিনিসের এক এক হকিকত আছে অর্থাৎ অছল এক ছুরতে আছলি আছে, এক ছুরতে মেছালী, এক ছুরতে রুহানী, এক ছুরতে জেছমানী, এক ছুরতে জাহেরা আছে, এক ছুরতে বাতেনী আছে তবে ভানিয় নও, ছুরতে এনছানী যাহাকে হাইয়াতে অহদানী বলে তাহার আছল উপরোক্ত ঐ ছয় হকিকত। যাহা লেখা হইল এই অত্র দায়েরা মহাম্মদী ও দায়েরা আহমদীর ফয়েজ হকিকতে অহদানীতে ওয়ারেদ হয় এখানকার আহয়াল বয়ানের শক্তি নাই যাহার খুলিবে সেই বুঝিবে মহাম্মদী জাহেরী নাম, জাহেরী বেলায়েত। আহমদী বাতেনী নাম, বাতেনী বেলায়েত। মহাম্মদী হজরতের বেলায়েতের মোকাম ও আহমদী হজরতের নবুয়তের মোকাম। এখানে তছলীমের মোকাম হাছেল হয়।

১৩ দায়েরে লা তাইয়েন।



দায়েরে লা তাইয়েন বলে এখানে হজরত ছঃ আঃ মের মোত্তা-বেযাত অর্থাৎ তাবেদারীর দায়েরা হাইয়াতে অহদানীর উপর ফয়েজ আইসে। এখানে কামেল মোরসেদের দরকার কারণ ফয়েজের ওয়ারেদাত বহুত হয় এদায়েরায় ফয়েজ, নুর, ও আহয়াল রং বেরঙ্গের হইতে থাকে। এখানে সয়তান ধোকা দেয় এই জন্য এখানে প্রত্যেক কথা, কামেল পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া হুওখার হাজত থাকে এখানে সমস্ত লা তাইয়েন ফয়েজ ওয়ারেদ হয়। অর্থাৎ হজরত ছঃ আঃ মের উপর ফয়েজের তাইন নাই অর্থাৎ বেহেছাব লাতাইয়েন ফয়েজ পড়িতেছে। এগার, বার, তের, এই তিন দায়েরা হজরত ছঃ আঃ মের কামালাতের জহুর খালি লা তাইয়েন ফয়েজ অর্থাৎ বেহেছাব ফয়েজ ওয়ারেদ হইতে থাকে আর কামালাতের জহুর হইতে থাকিবে। এখানে তছলিমের মোকাম হাছেল হইবে।

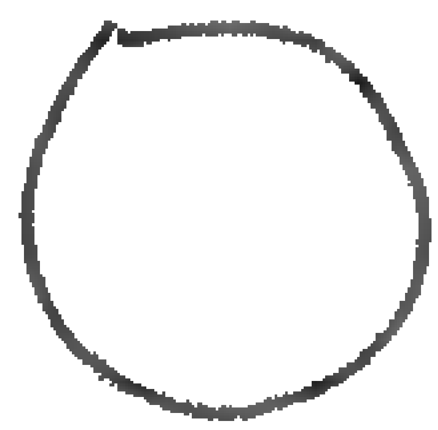
১৪ দায়েরা হকিকতে কাবা।



জাতোল বাহাত হইতে ছালেকের হাইয়াতে অহদানীতে, হকিকতে কাবার ফয়েজ আসিতেছে; এই খেয়াল করিবেক। আর এখানে নুর ও কোরবে এলাহি ও জেয়ারতে কাবা, ও নেদা, ও পোকার এই সব হইতে থাকিবেক। অর্থাৎ হজেতে মোমেন হাজিদের, কাবা সরিফেতে যে যে হাল হয়, সেই সমস্ত হইবে। অর্থাৎ আল্লার ভয়

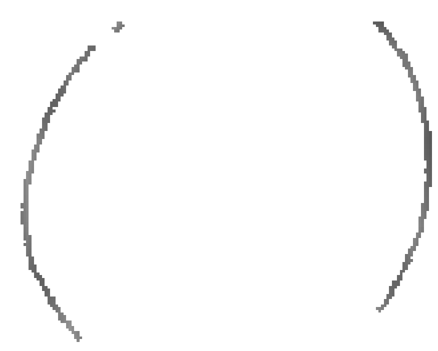
হইবে দুনিয়ার বাড়ী, ঘর, আয়েস, আরাম ভুলিয়া যাইবে রাত দিন ফয়েজ, আনওয়ার ধুমের সঙ্গে ওযারেদ হইতে থাকিবেক ছালেকের হাইয়াতে অহদাণীকে পাক করিয়া, মহাব্বতে ডুবিয়া যাইবে। জাতোল বাহাতে ডুবিয়া আনা ফানা হইয়া যাইবে। এ আলমের কোন জ্ঞান থাকিবেক না, মহাব্বত ও কোরবে ডুবিয়া যাইবেক হুজুরি এমন হইবেক যে ছালেক গোনা করিবার, কোর ও পাইবেক না। গোনা করিবার হাউসই থাকিবেক না। এই সব দায়েরার ফায়েদা হাঁছেল হইবার নেশান। এখানে তছলিমের মোকাম হাঁছেল হইবেক

১৫ দায়েরা হকিকতে কোরাণ।



জাতোল বাহ ও হওতে, হকিকতে কোরাণের ফয়েজ, ছালেকের হাইয়াতে অহদাণীর উপর আসিতেছে হকিকতে কোরাণ যে কালামেকদিম আছে। ইহাতে শান, আজমত কালামে এলাহি। আর প্রত্যেক হরফ কোরানে, আল্লার কামালের সাথে আছে মালুম হয়। আর এমন মালুম হয় যে, আমি যে কোরাণ সরিফ পড়ি, সমস্ত আল্লা শুনিতেছেন আর আমাকে দেখিতেছেন। মোরাকেবা ও মোশাহেদা ও কোরব ও মহাব্বত খুব হইতে থাকিবে। এত কোরব ছালেকের দরিয়াফতে একিন হইবে যে, আল্লা ছালেককে দেখিতেছেন। ছালেক আল্লাকে দেখিতেছে একিনের নজরে। আর হায়বাত খুব হইতে থাকিবে। এখানে তছলীমের মোকাম হাঁছেল হইবে।

১৬ দায়েরে হকিকতে ছালাত



এই দায়েরার নাম [illegible] হকিকতে [illegible] নামাজ কি [illegible] ছালেক তথায় আসিতে পারিবে [illegible] নামাজ যে মেরাজোল মোমেনিন, অর্থাৎ আল্লার কোরব [illegible] হাছিল হইয়া থাকে নামাজের নূর, কোরান [illegible] বরকত, কাবা [illegible] মালুম হইতে থাকিবেক নামাজে লতিফা সমস্ত উদয় হইয়া, সাত তবক জমিন নিচে [illegible] হয়, আর সে আল্লার বেজায়ে আহদিয়তের চৌকাঠে ছেজদা করিবে [illegible] তাহার পাক কদমের [illegible] চৌকাঠে, [illegible] ছেজদা [illegible] চৌকাঠ না ছুঁইবেক ছেজদা করিবে তাহা নহে, [illegible] ছেজদা করিবে, কিন্তু ঐ ছুঁইবে। [illegible] নামাজের মারেফাতের [illegible] উদিত হইবে ওয়ারেদিব [illegible] এখানে নূর, ফয়েজ, [illegible] সঙ্গে হইবেক [illegible] সে সমস্ত বেকায়েফ এখানে রাত দিন এই রকম খেয়াল করিবেক যে, দায়েরার উপর [illegible] হইতে, হকিকতে ছালাতের, অর্থাৎ নামাজের ফয়েজ, ছালেকের হাইয়াতে অহদানীতে আসিতেছে। ও ছালেকের হাইয়াতে অহদানী, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, আদবে জাত পাকের ধ্যানে, তাঁর কোরবে অনা ফানা হইয়া থাকিবে তবে ছালেক আল্লা ব্যতিত, কাহারও জেকের মনে রাখিতে পারিবেক না। এখানে তহলিলের মোকামে হাছেল হইবে

১৭ দায়েরে মহবুবিয়তে ছুল।

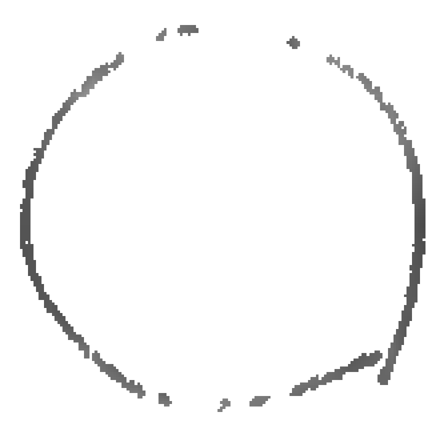
ঐ দায়েরায় পৌঁছিলে গোরা হইতে শেষ পর্যন্ত তয়কর্তে যাহা বুদিয়তের চিহ্ন হাছেল হয় সে সকলের হাহগাতে অহদানী অর্থাৎ লেহুনের অজুদ, সেই মহবুবে মতলকের, মতলক কামালাতের জওবায় জাহের হইয়া যায় যাহার দ্বারায় এবাদত ও বন্দেগীর এস্তেকার, রেজার মোকাম হাছেল হয় তবে তাহার এবাদত ও বন্দেগীতে বড় মজা পাইতে থাকে যে মনিবের রেজামন্দির উপর বান্দা রাজি আছে। এই রকম মনে এবাদতের হাউস হইবে ও এবাদতের ফয়েজ, নুর, ঠাণ্ডা, তজল্লি, কেরূপ ও বরকতের লজ্জতে, এমন ভরিয়া থাকিতে উচিত হইবে যে, আর কোন কাজে মন যাইতে চাহিবে না। এই রকম অবস্থা যে পর্যন্ত না হয়, বুঝিবেক যে তাহাকে দায়েরার ফায়দা হয় নাই। এখানে সমস্ত বেকরেশ হইয়া এবাদত করিবে, মন ভরিবেক না ও এবাদতের তড়প বাড়াতে থাকিবে আজিজি এত হইবেক যে ছালেকের মনে আফছোছ থাকিবে যে, আমি আপন মহবুবের এবাদত তাহার রাজী হইবার যোগ্য করিতে পারিলাম না। সেই অবস্থায় আল্লার বড়াই ও নিজের আজিজি, এ ও তাহার পাকী ও নিজের গোনা; নজরে আসিতে থাকিবে। সেই সময়ে ই হালে রকম রকমের তাজিজ করিবে, মন পরিতৃপ্ত হইবে না ও ছালেক উবাইতে থাকিবে আর যখন আজিজির সঙ্গে ছেজদাতে কোরব হাছেল হয়, ছালেক ছেজদাতে যতই আজিজি করে, মন ভরে না, আরও আজিজি করিতে ইচ্ছা হয় তখন ছালেক আপন জাহেরে বাতেনকে পাক করিবার যেখানে হরদম

চেষ্টা থাকে। অর্থাৎ ছালেক জাহের বাতেন পাক হইবার তৌফিক
ও মদদ পাইতে থাকে। তখন ছালেক বলে, আয় রব পাক পরওয়ারদেগার
তুমি ছাড়া আমি বান্দা কখনও পাক হইতে পারি না। কিন্তু মন চায়
যে তোর পাকজাত তুমি অহদহু লা শরিক লাহু, তার তুই একাই
সব কাজ করনেওয়ালা, তুই এক এক লোকে মনে করি, এই মনের
ইচ্ছা। আমি তো গোনাগার বান্দা, আমার এক নাপাক বদন,
যাহাতে নানা রকমের মহাব্বত আছে, তবে এমন নাপাক মহাব্বতে
মনে তোর পাক মহাব্বত কিরূপে মনে রাখি। আমার দেলকে পাক
করিয়া এক তোরই মহাব্বত ভরিয়া দে। তোর সমান কেহ নাই, আমার
দেলেও যেন তোর মহাব্বত না যাইতে পারে। আমি তোর ভিন্ন
বাতিত অন্য কাহারও ভয় মনে না থাকে। এ অবস্থায় ছালেকের
দেল, কলব দরজায় বেজ ও নোবর ও গভীরা মোকামে পৌঁছিয়া
এবাদত করিতে থাকিবে। এ লোক যে ছালেকের নাম ছালেক জাহেরের
এবাদতের চাহিদাও তাহা করিবে। এ মোকামের ছালেকের শুধু তাও
আল্লার কোন খেতাবিতে দেল তরক আছে। ও অন্যান্য আবেদের
এবাদতে তাহাদের দেল, মন যে দুনিয়ার উপরিতে তাহাদের রাখিতে পারেনা
এখানে নফি এছবাত ও নিয়াত ছাড়িয়া খেয়ালের দ্বারায় করিতে হইবে
আতকার বার করিতে হইবেন। এই সময় যে নামে পৌঁছিবে
লতিফা হইতে সমস্ত আলম জাহের বাতেন এক হইয়া যায়।
আল্লাহো আকবর তাহার জাতের বড় ইতে পৃথক হইয়া যায়। অর্থাৎ
দুনিয়া সমস্ত নাশ হইয়া যায়। মাত্র এক তাহার জাতপাক একা
এ ছালেকের উপরেতে কায়েম থাকে। একিন থাকিয়া যায়
নফি এছবাতের মানে, নাস্তি কৈ মাবুদ মাগার আল্লা মহবুব
মাবাবুদ "লাএলাহা" নাস্তি কৈ মাবাবুদ "এল্লাহু" মাগার আল্লা।"
অর্থাৎ আল্লা ব্যতিত আর মাবাবুদ মাহবুব নাই। এ দরজার
মোরাকেবার নিয়ম হইলেতে আহদানার উপর দয়েরাহে মাবাবু-

দিয়াতে চরখা খেয়াল করিয়া, দমে রাখিয়া পরে নেফ্সের দিকে হাইয়াতে বচন শীকে নজর দিয়া, গাড়িয়ির সঙ্গে দেলের হাতের দিক এশোদ ওয়াব ও কে ... পার দেখিয়া করে যে, জাতে বারী তঁহতে, জাতিফয়েজ জরুরির সঙ্গে, রুজবরা নবহাতের সঙ্গে ছাবেবেনা হইতে আহদানিতে আসিতেছে। এই সমস্ত ফয়েজ হাইবতে আহদানী অর্থাৎ দশ লতিফা ছালেকের পাক হওয়ার ইহার উপরে তবে তরফ জাত পাকের ... জাত পাক হইতে, দিব রাত জাতি ফয়েজ ছালেকের গাইয়াতে আহদানিতে আসিতে থাকিবে এক দম ছালেককে গাফেল হইতে দিবে না। যে পর্যন্ত এরকম হাল না হয়, ছালেক না মেল জরুরির যে বাগে পৌঁছে নাই। এখনে ছালেক তরহালে, চক্ষু খুলিয়া, কি চক্ষু বন্ধ করিয়া যে বাদের বহু বস্থায়, দিনরাত কাটাইবে এই সবর দায়েরা পর্যন্ত কেহ তবে খবর পাওয়া যায়। এ জামানায় কওর দায়েরা পর্যন্ত গাছে কর লোক অনেক কম পাওয়া যায়। যদিও পাওয়া যায়, তবে হওরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী কোদ্দেছ ছেররাহুর ছুফি হতে ওয়ালা ছাহেবেরা বোদেছাছেন তবে পিরজাদা ছাহেবের সাগরেদ নের মধ্যে ও সাগরেদের সাগরেদের মধ্যে অতি কম পাওয়া যায় কিন্তু এ মোকাম পর্যন্ত ভাল গাছেনা কবা লোক যাদের মধ্যে, তাহারাই আছেন, যাহারা এজাজত নামাকে তবোল আওয়ার, আফজালে জামানিয়ান; বলিয়া ছোকানিয়ান ... কে নেছবতে জামেয়ার নিকট, রুজু আনিয়াছেন ও শিক্ষা পাইয়াছেন; তাঁহারাই এসব মোকামে পৌঁছিতে পারেন এবং তাঁহাদের নিকট ভাল ফায়দা ও বুঝ সুঝ পাইতে পারে। ইহা ব্যতীত অপর যাহারা দাবি করেন, তাঁহারা কেতাব দেখিয়া, ও শুনা মেল দাবি করেন তাহাদের নিকট চব্বিশ দায়েরা কখনও হইবে না। ও বুঝ সুঝ খুলিবে না এসব মোকাম এরফানের, এরফান মানে বুঝ সুঝ, বুঝ সুঝ না হইলে ফায়েদা কি? এরফান না খুলিলে আরেফ কি রকমে হইতে পারে আরেফের মানে আল্লাকে

চেলুনে ওয়ালা সে স্থানের চিনে না, সকল একিনের মোকামে পৌঁছিয়া চিনিতে হয় তবে আবেক্ষ বলা যায় হজরত দাদাপীর দস্তগীর কোতবোল এরশাদ গাযজালো জাম নিযান, কাদেরী ছের কাওর কদাশী তালিমদিতেন সেই কারণে সাত দায়েরা, পরে চল্লিশ দায়েরা পর্যন্ত এই রকম তালিম হন। এবং এই প্রণালীতে তাঁহার মুরিদানকে শিক্ষা প্রদান করেন এই সাত দায়েরার মধ্যেই চল্লিশ দায়েরা সপ্তম দায়েরা শাহ্‌নদিয়াতে [illegible] উপরে আর কোন দায়েরা নাই ১৮ আঠার দায়েরা হকিকতে এতদম [illegible] দায়েরা মধ্যে পাওয়া যায় ও ১৯ উনিশ দায়েরা [illegible] [illegible] আম্বিয়া আঃ ছাঃ দের কামালাতের দায়েরা মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু হজরত মজুদ্দেদ আঃ ছাঃ দের কামালাতের [illegible] যে তিন দায়েরা ১১ ১২ ১৩ দায়রা উক্ত ১৯ দায়রা [illegible] [illegible] [illegible] উপরে [illegible]

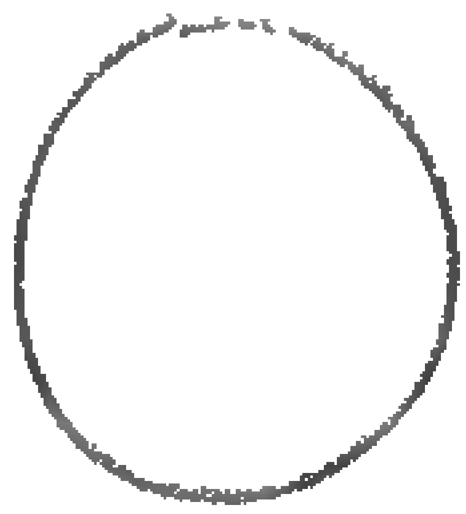
[illegible] দায়েরা হকিকতে [illegible]



রোজার হকিকত [illegible] বাহাত হইতে ছালেকের হইয়াতে আগুদানিতে [illegible] এ কিছুদিন ছেলেকের [illegible] হয় এদায়েরার উক্ত [illegible] হইতে থাকিবে রোজ কি উত্তম নেয়ামত, [illegible] রোজাতে [illegible] কোরবর মহববতের [illegible] এত হইবে যে, রোজাকে [illegible] রাখিবেন [illegible] রোজা [illegible] জমা করিবে [illegible] কোরব মহাববতের [illegible] ও তাশেক দের, [illegible] আর কিছুতেই হয় না। তবে যখন আমার কোরব মহাববতের [illegible] পৌঁছিতে পারে, ও যাহার এত বড় [illegible] হয়, তাহাকে আরাম ও করবেব আজাবের, ভয় কি

হইতে পারে ? বরঞ্চ সেই ব্যক্তি হসরের দিন, হাজার হাজার গোনাগারকে, জাহান্নামের আজাব হইতে হজরতে ছঃ আঃ অছিলায় আল্লার অনুগ্রহে শাফায়াত করিয়া, বেহেস্তে পৌঁছাইবে তাছাবে মাহ সরের কেতাবে লিখিত আছে ৫৪ পাতে

১০ দাগে .. বেহেস্তে ইছনী



অর্থাৎ হজরতে ইছা আঃ ছাঃ ের খাছ বেলায়েত আর খাছ কামালা-তের ফয়েজ, ছালেকের হাইয়াতে অহদানীতে আসিতেছে একন্তু যে কিছু দিন মোরাকেবা করিলে, তাঁহার নেছবত অর্থাৎ আল্লার কে রব মহ ব্বতের নমক হাছেল করিতে পারে । ও তাহার হছলত হইবে তাহার রুহ বড়ই পাক আল্লার রুহ পোরা বিনা বাপে আল্লাতালা পয়দা করিয়াছেন এই জন্য তাঁহার নাম ইছা রুহল্লা ইহার মানে নয় রাম ভাল করনে ওয়ালা, মোরদকে জেন্দাকরনে ওয়ালা কোরান শরিফের তফছিরে আছে, কোন জেন্দাকরনে ওয়ালা ; মোরদা দেলকে আল্লার জেকেরে জেন্দা করনেওয়ালা যে আবেদল আবাদ জেন্দা থাকে । লতিফা মরে না মানুষের জেছেম হইতে রুহ এন্তেকাল হয় রুহ অর্থাৎ লতিফা সকল জেন্দা থাকে কথা কয় কথা শুনে, তোমরাই দেখিতে পাও না ও বুঝিতে পাও না কারণ দুনিয়ার মহাব্বতের পরদা তোমাদের চক্ষে, কানে পড়িয়াছে আর ও রছুল ছঃ আঃ এস্কের যাঁহাদের পরদা খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা জেয়ারত পায় । আল্লা সকল মোমেনকে তাঁহার হাবিব পাকের অছিলায় এই নছিব করুক আমিন

২০ ২১ দায়েরা জেলালের মধ্যে শামিল আছে ছাম দিয়া তের দায়েরা ও এতেবাতে এনায়েতি দায়েরা। ২২ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত দায়েরা বেলায়েতে কোবরার মধ্যে পাওয়া যায় দায়েরা তাউস শান, দায়েরা জমিলা, ও দায়েরা ছফাত এই মোট চব্বিশ দায়েরা হইল। যখন এই চব্বিশ দায়েরা হাছেল হয়, তখন ছালেকের যখন ইচ্ছা হয়, আল্লাকে কখনও ভুলিতে পারে না। পর এই চব্বিশ দায়েরা আসলের মধ্যে ছালেকের চারি দরজা হাছেল হইবে। সে চারি দরজা এই, কামেল, মোকাম্মেল কামালাত, ও এবাদত। দায়েরা এমকান ও দায়েরা জেলালে ছালেক কামেল হইবে। তেছরা দায়েরা বেলায়েতে কোবরার মোকাম্মেল হইবে। চৌথা দায়েরা বেলায়েতে উলিয়া হইতে তের দায়েরা পর্য্যন্ত এই সমস্ত দায়েরাতে ছালেকের কামালাত হাছেল হইবে এ সমস্ত কামালাতের দায়েরা। এই সমস্ত দায়েরার মধ্যে ১০ দায়েরা হকিকতে ছালাত দায়েরার উপরে ১১ হইতে ১৩ দায়েরা মাহবুবিয়াতে সরফা জেতার নিচে, ১৯ দায়েরা হকিকতে কাবা দায়েরা জানিবেক এ সমস্ত দায়েরা কামালাতের দায়েরা। ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ এই চারি দায়েরা এবাদতের দায়েরা অর্থাৎ হকিকতে কাবা, হকিকতে কোরআন, হকিকতে ছালাত, ও মাবুদিয়াতে ছরফা। এই সমস্ত দায়েরার মধ্যে ১৬দায়েরা হকিকতে ছালাতের উপর ও ১৭ দায়েরা মাবুদিয়াতে ছরফারনিচে ১৮দায়েরা হকিকতে ছওম অর্থাৎ রোজার দায়েরা জানিবেক এসমস্ত এবাদতের দায়েরা। এসমস্ত দায়েরা হাছেল হইলে, ছালেক পরিপূর্ণ দরজার এবাদতের যোগ্য হইবে ও দশখছলত অর্থাৎ দেলের হাল ভাল হইয়া, দশ বলন্দ মোকামে পৌঁছে। সে দশ মোকাম এই

১। তওবার মোকাম অর্থাৎ আল্লাকে হরদম ডরাইবে, এই হইল মোমেনের মোকাম

২ এনাবত, অর্থাৎ দেলের বাতেন হরদম আল্লার ডরে, গোনা হইতে বাঁচিয়া, আল্লার দিকে হরদম থাকিবে

৩ জোহদ অর্থাৎ আল্লাকে ভাল বাসিবেক, দেলে আর কাহারও মহাব্বত থাকিতে দিবেন। দেলের জাহের বাতেন হরদম তাঁহার সঙ্গে থাকিবে, এই হইল হবল বেলাসেতের মোকাম

৪ কেনায়াত অর্থাৎ আল্লা যে নেয়ামতই দেয় তাহাকে অনেক জানিবে ও তাহাতে আসুদা থাকিবেক

৫ হবর অর্থাৎ যে দুঃখহ আসে, তাঁর তরফ হইতে জানিবেক আর তাহাতে রাজি থাকিবেক। বলিয়া দেখ মাসুক যদি আসেককে মারে, আসেক খোস হয় আসেকের ফখর হয় যে, মাসুক আমাকে চিনে! আর মাসুকের দয়ার হাত আমার উপরে আছে

৬। সোকর অর্থাৎ আল্লাতায়ালা কোন নেয়ামত দিয়া, খোস করিলে, হামেসা সেই নেয়মতের কদর করিতে পারে। আর সেই নেয়ামত হারাইবার ভয় থাকে যে আমার দ্বার কোন বেয়াদবি না হয় যে সুরের নেয়ামত কাড়িয়া লয় এই ভয় থাকিলে আল্লাকে কখনও ভুলিতে পারিবেক। হরদম আল্লাকে রাজি রাখিবার চেষ্টায় লাগেক থাকিবেক

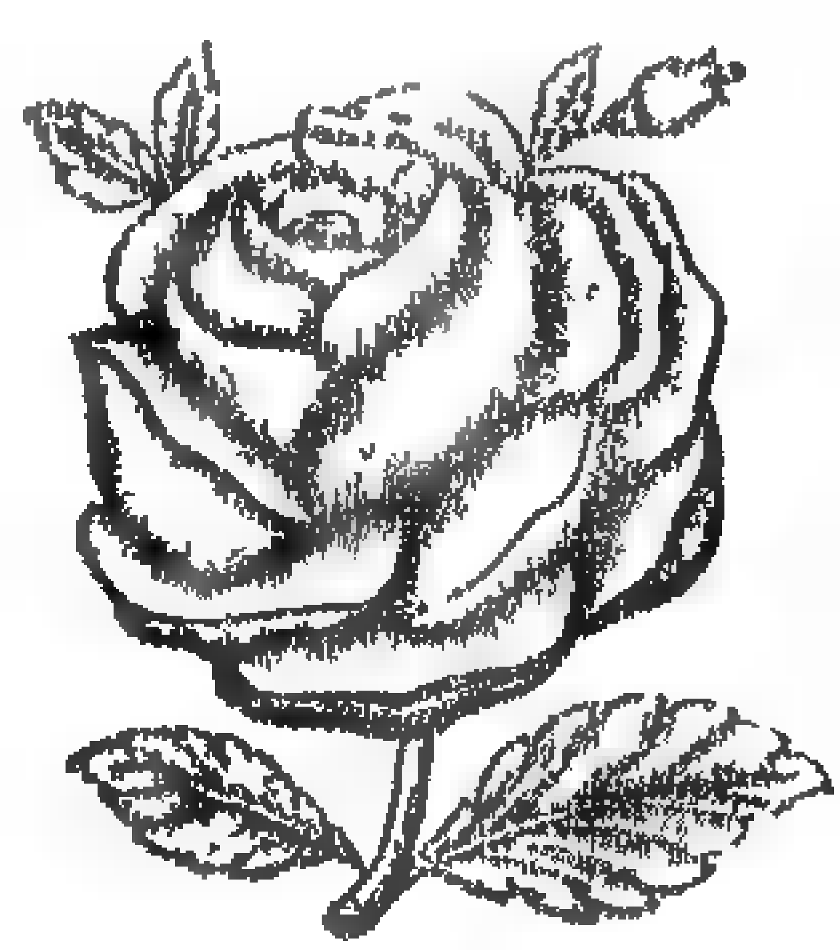
৭ তাকবা অথাৎ পরহেজগারী এই দুই রকমের। জাহেরে হালাল ও হারামের তদবক বাহ ও বাতেনে মাছেওয়ায় আল্লা হইতে মনকে পাক রাখা এ বড় কোরবের মোকাম

৮ তওয়াকল অর্থাৎ ভরসা হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ ও ওহজরত মুছা আঃ ছাঃ যের আল্লার উপর সম্পূর্ণ ভরসা আল্লা ব্যতিত আর কাহার উপর কোন আস রাখিনা আল্লা ব্যতিত আর কাহাকেও ডরাইবনা আর সমস্ত কাজের উকিল আল্লাকেই বানাইয়, তাহাকেই সম্পূর্ণ সোঁপা, ও তাহাতে নিজের বুদ্ধি দখল না দেয়, আল্লার হুজুরে আদব ও তাজিম, ও বিশ্বাসের সাঙ্গে নেক ভরসা করিয়া থাকা এই অবস্থায় পৌছিলে আল্লাতালা সে বান্দার

সমস্ত কাজ ও ফল জিম্মায় লয় ও সে বান্দার কাজ নিতান্ত পরমের শক্তি দিয়া আঞ্জাম দিতেছে।

৯ তছলিম অর্থাৎ সহিত আপন করিয়া এ মোকাম হযরতে দাউদ ওয়ালীর বুঝে, অপর মনুষ্যকে বুঝান কঠিন হজরত নূহ আঃ যে তছলিম মকামেতে রাখেন, আবার আরও যে হজরত ইব্রাহিম আঃ যে আল্লার মহাব্বতে রহেন, আরও যে হজরত মুঃ আঃ মহাব্বতে রহেন, যে ফেরে ও মাহবুব হইবার যে কাম আর মাহবুবে খাছ হইবার মোকামের আর আল্লার তখন খাস তওবার মোকাম এ মোকামের ছালেক ব্যতিত বুঝিবার ও বুঝাইবার ক্ষমতা নাই

১০ রেজার মোকাম অর্থাৎ আল্লা যে অবস্থায় রাখেন তাহাতে খোস ও রাজী থাকা আবস্থ মাযাবুদের দোনব মহব্বতের মোকাম ইহা আরও বুঝান কঠিন যাহারা হাছেল হয় সেই বুঝিতে পারে। আল্লা তৌফিক দিউক সকলে এবং ছালেক জাকিরের বেলায়েতের ও নবুয়তের কামালাতের যে নাম অর্থাৎ আল্লাকে রাজী করিবার চেষ্টায় আল্লার সঙ্গে থাকা, আল্লাকে এক দম না ভুলে এই আদর্শ সত্যৎ থাকিবেক।



সতর্কতা।

তালেবদিগকে মোরাকেবায় বসিয়া ফয়েজ লওয়ার সময় কোন্ দিক্ হইতে কখন কোন্ ফয়েজ আইসে তাহার তমিজ রাখা উচিত নতুবা খারাবির মধ্যে পড়িবার আশঙ্কা আছে। উপরের দিক হইতে যে ফয়েজ আইসে তাহা জাত পাকের তরফ হইতে। সামনে হইতে যে ফয়েজ আইসে তাহা হজরত রছুল ছঃ আঃ তরফ হইতে। ডাইন দিক্ হইতে যে ফয়েজ আইসে তাহা নিজের মোরশেদের তরফ হইতে। বামের দিক্ হইতে যে ফয়েজ আইসে তাহা পেশওয়াদিগের তরফ হইতে। পিছন দিক্ হইতে যে ফয়েজ আইসে উহা শয়তানী ফয়েজ খুব সতর্কতা দরকার। নীচের দিক হইতে যে ফয়েজ আইসে উহা দুই প্রকার; এক চিশ্তি। খেলাফতের ফয়েজ, দ্বিতীয় জেনের ফয়েজ। খুব সাবধানতার দরকার।



পীরান পীর দস্তগীর হজরত দাদ পীর রঃ আঃ ছের রুহান নেছ্বত হাছেলের সেজ্‌রা ও বায়েতের সেজ্‌রা।

আরেফে কামেলে মোকাম্মেল হজরত মৌলানা ছৈয়দ ছুফী ফতেহ আলী ছাহেব [illegible] হজরত [illegible] রাঃ আঃ নেছ্বত হাছেল করিয়াছেন। নেছবতে তরিকায়ে মজাদ্দদীয়া আজ রুহানীয়তে হজরত [illegible] মজদ্দাদে আলফেছানী রাহেমা তাল্লা [illegible] নেছবতে তরিকায়ে নক্সবন্দিয়া আজ রুহানীয়তে হজরত [illegible] বাহাউদ্দিন নক্সবন্দী রাহেমা [illegible] নেছবতে তরিকায়ে কাদেরীয়া আজ রুহানীয়তে হজরত গওছোল আজম আবদুল কাদের জিলানী রাহেম [illegible] তায়ালা ও নেছবতে তরিকায়ে চিস্তিয়া আজ রুহানীয়তে হজরত খাজা মইনউদ্দিন চিস্তী রাহেমা [illegible] হাছেল করিয়াছেন

সেজ্‌রায়ে তৈয়াবা তরিকায়ে নক্সবন্দিয়া ও মজাদ্দাদীয়া।

পাকে কামেল মোরশেদে মোকাম্মেল রাহনোমায়ে রাহে শরিয়তে এমামোল আশেকিন হজরত ছুফী ছৈয়দ ওয়াজেদ আলী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ মরেকে রব্বানী, ওছওয়াতোল মহাকাকিন মাহবুবে ছৈয়দল মোরছালিন কোতবল এরশাদ হজরত ছুফী মৌলানা ছৈয়দ ফতেহ আলী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ আখজে তরিকে নক্স বন্দিয়া মজাদ্দাদীয়া, ও বায়াত বযী তরিকা আজ হতেছ ছালেকিন জোব্দাতোল আরেফিন হজরত ছুফী নূর মহাম্মদ কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ নমুদান, ইশা আজ মাহবুবে ছোবহানী

হজরত ছৈয়দ আহম্মদ কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ
কোদওয়াতোল ওলমা ওল মহাদ্দেছিন হজরত মৌলান শাহ
আবদুল আজিজ কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ
ওয়াসেদে বে অর্গওর বে খেদ হজরত সাহ অলি উল্লাহ মহাদ্দেছে
দহলবী কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ পেদারে
বে অর্গওর বে খোদ হজরত সাহ আবদুর রহিম কোদ্দেছা ছেররুহুল
আজিজ ইশা আজ হজরত ছৈয়দ আবদুল্লা আকবরাবাদী কোদ্দেছা
ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ হজরত আদম বনুরী কোদ্দেছা
ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ হজরত এমামে রব্বানী কাইয়োমে
জামানী মজাদ্দেদে আলফে ছানী সেখ আহম্মদ ছারহেন্দী বাহেম
তুল্লাহ তায়ালা। ইশা আজ মোওয়ায়েদ উদ্দিন হজরত খাজা
মহাম্মদ বাকি বেল্লাহ রাহেমা তুল্লাহো তায়ালা ইশা আজ
মৌলানা খাজাকি আমকানকী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ।
ইশা আজ হজরত মৌলানা দরবেশ কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ।
ইশা আজ হজরত মৌলানা জাহেদ কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ।
ইশা আজ হজরত খাজা ওবয়েদুল্লা আহরার কোদ্দেছা ছেররুহুল
আজিজ। ইশা আজ হজরত মৌলানা ইয়াকুব চরখী কোদ্দেছা ছেররু
হুল আজিজ। ইশা আজ এমামে তরিকত হজরত খাজা বাহা উদ্দিন
নক্স বন্দ কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ হজরত আমির
ছৈয়দ কালাল কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ হজরত
মৌলানা মহাম্মদ বাবা ছামাছি কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ ইশা
আজ হজরত আলি উরবা মিতনী কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ।
ইশা আজ হজরত মহাম্মদ আঞ্জির কাগনুবী কোদ্দেছা ছেররুহুল
আজিজ ইশা আজ হজরত মৌলানা রেওয়াক রী কোদ্দেছা ছেররু
হুল আজিজ ইশা রাইছোত্তে তরিকত হজরত খাজা আবদুল খালেক
গাজদেদনী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ হজরত আবু

ইঁকিব হজরত মখদুমানা কে দেহ ছেহরওয়ার্দি হজরত শেখ শিহাবুদ্দিন হজরত শেখ আবুল ফাতেহ ছুফী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ ইলা আজ কে রবে আমাদের শেখ আবু ইহান খরকানী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ ইলা আজ কহালোবাতে ছোলতানোল আরেফিন হজরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামী ছেররুহুল আজিজ ইলা আজ নুহালীয়াতে মধ্যে আউলিয়া হজরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাঃ) ইলা আজ কেবারে তাবেয়িন হজরত কাছেম এবনে মহম্মদ এবনে আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ইলা আজ হজরত ছোলেমান ফারছী (রাঃ) ইলা আজ আমিরেল মোমেনিন হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) ইলা আজ আফজালে আম্বিয়া ও ছরওয়ারোর রছুল হজরত মহম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহো আলাএহে ও আছহাবিহী ওছাল্লাম হজরত আবুল ওফা ফরমুদী বরহেম খোদাতাআলা ছেরুহুম দিগান মিদারান্দ

মোনাজাত ।

হে পরম দয়ালু খোদাওন্দ করিম তুমি দয়া করিয়া সমুদয় মনুষ্যকে, তোমাকে চিনিবার বুদ্ধি দাও ও সকলকে তোমার জেকের ও ফেকের করিবার জন্য শক্তি প্রদান কর অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকার হইতে সকলকে জ্ঞানের আলোতে আনয়ন কর তোমার অনুগ্রহের দরওয়াজা সকলের জন্য খুলিয়া দাও তোমার অনন্ত জ্ঞান সমুদ্র হইতে সকলকেই জ্ঞান দান কর তোমার উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান ও ধারণা, করিবার জন্য সকলকেই প্রনোদিত কর হে! দয়াময় তোমার হাবিব পাকের খাতেরে ও তোমার রহমে আমাদের ইহলৌকিক ও পার লৌকিক সকল প্রকার মঙ্গল বিধান কর

আমিন আমিন আমিন

সমাপ্ত ।